৪ আগস্ট ২০১৬, ২০ শ্রাবণ ১৪২৩, ৩০ শাওয়াল ১৪৩৭, বর্ষ ২ বৃহস্পতিবার সংখ্যা ৪৩, পৃষ্ঠা ১৬, দাম ২ কাতারি রিয়াল, ৩০০ বাহরাইনি ফিলস

কাতার ও বাহরাইনে প্রবাসীদের জন্য চাকরির খোঁজ দেখুন: পৃষ্ঠা-৬

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية

সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

প্রথম আলো

The Most Popular Bangladeshi Newspaper **Prothom Alo Weekly Gulf Edition** Printed & Distributed by Dar Al Sharq, Qatar

তেষট্টি পেরিয়ে ববিতা
পৃষ্ঠা : ১৫

খাদ্যনিরাপত্তায় মধ্যপ্রাচ্যে শীর্ষ দেশের মধ্যে বাহরাইন
পৃষ্ঠা : ৪

রুবেলের তূণে নতুন তির
পৃষ্ঠা : ১৪

www.prothom-alo.com Thursday, 4 August 2016, 20 Shraban 1423, 30 Shawal 1437, Year 2, Issue 43, Page 16, Price - Qatar: QR. 2, Bahrain: 300 Fils /DailyProthomAlo /ProthomAlo

৬০ বছর বয়স হলে অবসরে যেতে হবে

তামীম রায়হান, কাতার

কাতারে বিদেশি কর্মীদের চাকরিতে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ

বিশ্ববাজারে তেলের দরপতনের কারণে এমনিতেই দিন দিন যেন কাতারে ছোট হয়ে আসছে চাকরির বাজার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করেও কাঙ্ক্ষিত চাকরি পাচ্ছেন না অনেক তরুণ। তাঁদের মধ্যে কাতারি তরুণদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে বেকারত্ব নিয়ে বেশ কিছু প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। ওই সব প্রতিবেদনে বেকার তরুণেরা দাবি করছেন, পড়ালেখা শেষ হওয়ার পরও বছর খানেক ধরে তাঁরা চাকরি পাচ্ছেন না।

তরুণদের; বিশেষ করে কাতারি তরুণদের কর্মসংস্থান বাড়াতে তাই সরকার নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। তবে সরকারি চাকরির চেয়ে তরুণেরা এই সুযোগ বেশি পাবেন বেসরকারি খাতে। কাতারি তরুণদের চাকরিতে প্রবেশ আরও সহজ করতে বেসরকারি খাতে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের বাধ্যতামূলক অবসরের সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে চিন্তাভাবনা করছে সরকার। বিদেশি কর্মীরা কাতারে সর্বোচ্চ ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করতে পারবেন।

সম্প্রতি একটি আরবি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে অভিবাসী কর্মীদের ৬০ বছর বয়সে চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে। আর অবসরে গেলে কাতারে থাকারও সুযোগ থাকবে না তাঁর। ফিরে যেতে হবে স্বদেশে।

কাতারের প্রশাসনিক উন্নয়ন, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অনেক আগে থেকেই অভিবাসী কর্মীদের চাকরি নিয়ন্ত্রণের ধারণাটি নিয়ে কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা উচ্চশিক্ষিত কাতারি তরুণ ও বিদেশিদের মধ্যে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বয়স্ক অভিবাসীদের কর্মসংস্থান নিয়ে নতুন করে ভাবছে মন্ত্রণালয়।

ওই আরবি দৈনিকের প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্দিষ্ট বয়সের পর কাতারে বসবাসরত বিদেশি অভিবাসীদের অবসর দেওয়া হলে উচ্চশিক্ষিত কাতারি তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের পথ অনেক প্রশস্ত হবে। সরকারের গৃহীত ২০৩০ সালের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় কর্মক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা উল্লেখ করা আছে।

তবে অভিজ্ঞ বিদেশি কর্মীদের পরিবর্তে একদম নতুন তরুণদের চাকরিতে অংশগ্রহণ দেশের উৎপাদন ও উন্নয়ন খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি না—বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষকেরা ভাবছেন। তাই তাঁরা এই পরিকল্পনা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পক্ষে মত দিচ্ছেন।

২০০৯ সালের ৮ নম্বর মানবসম্পদ আইন অনুযায়ী, বর্তমানে একজন সরকারি চাকরিজীবী সর্বোচ্চ ৬০ বছর পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এই বয়সসীমা বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে বেসরকারি খাতে বয়সসীমার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে এসব জায়গায় ৬০ বছরের পরও বিদেশি কর্মীরা কাজ করতে পারেন। তবে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে গেলে অনেক সময় বয়স্ক বিদেশি কর্মীদের বেশ অসুবিধার মুখে পড়তে হয়।

কাতার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করা বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'আমরা এক বছর ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুরছি। কিন্তু চাকরির বাজার ক্রমেই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত কর্মীরা অবসরে যাচ্ছেন না বলে কাজের ক্ষেত্র খালি হচ্ছে না। সরকারের এই আইন বাস্তবায়ন করা গেলে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হব।'

বিদেশি কর্মীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণের ধারণাটি কয়েক বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আলোচিত হয়ে আসছে। সৌদি আরব সরকার ২০১৩ সালে বিদেশি কর্মীদের ছাঁটাই করার উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক অবসরের বয়সসীমা নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

কলম্বিয়ায় আমির

কাতারের আমির শেখ তামিম সম্প্রতি লাতিন আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা সফর করেন। গত ২৭ জুলাই তিনি কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোতায় পৌঁছান। সেখানে বিমানবন্দরে তাঁকে লালগালিচা সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে তিনি কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ান ম্যানুয়েল স্যান্তোসের সঙ্গে প্রেসিডেনশিয়াল প্রাসাদে বৈঠক করেন। এ সময় তাঁরা দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এবং সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

বাড়ছে বাংলাদেশের আয়তন

ইফতেখার মাহমুদ

বছরে যুক্ত ১৬ বর্গকিলোমিটার

আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ডের আয়তন ছিল বড়জোর ৫০ হাজার বর্গকিলোমিটার। হাজার বছর ধরে পলি পড়ে সমুদ্র ও নদী থেকে বাকি প্রায় এক লাখ বর্গকিলোমিটার জমি জেগে উঠেছে। নতুন ভূখণ্ড জেগে ওঠার প্রক্রিয়া এখনো চলছে। এখন বছরে গড়ে প্রায় ১৬ বর্গকিলোমিটার নতুন ভূমি যুক্ত হচ্ছে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। গত ৭৫ বছরে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রায় দুই হাজার বর্গকিলোমিটার নতুন ভূমি যোগ হয়েছে, যার আয়তন গাজীপুর জেলার চেয়েও বেশি।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড জিওগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (সিইজিআইএস) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবছর বাংলাদেশের ৭০ কিলোমিটার ভূমি ভেঙে যাচ্ছে বা নদীভাঙনের কবলে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। তার বিপরীতে পলি পড়ে জেগে উঠছে ৮৫ বর্গকিলোমিটার জমি। ফলে ক্রমাগত নতুন ভূমি যোগ হচ্ছে।

সংস্থাটির হিসাবে সবচেয়ে বেশি ভূমি জেগে উঠেছে নোয়াখালীতে। এই জেলায় ৭০ বছরে প্রায় ২০০ বর্গকিলোমিটার ভূমি ক্ষয় হলেও একই সময়ে আরও ১ হাজার বর্গকিলোমিটার যুক্ত হয়েছে। আর ভোলা জেলায় ভাঙনে ৪০০ বর্গকিলোমিটার ভূমি বিলীন হলেও একসময় জেগে উঠেছে ৬০০ বর্গকিলোমিটার ভূমি। পটুয়াখালী জেলায় ৪১০ বর্গকিলোমিটার ভূমি যুক্ত হয়েছে হারানো ৫০ কিলোমিটারের বিপরীতে। এ তিনটি জেলাতেই ক্রমাগত ভূমি বেড়েছে।

সিইজিআইএসের ২০১৬ সালের সর্বশেষ গবেষণা অনুযায়ী, প্রতিবছর ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও পদ্মা নদী দিয়ে ১২০ কোটি টন পলি বয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। এই পলি নদীগুলোর দুপাশে ও মোহনায় জমে জন্ম দেয় নতুন ভূখণ্ডের। অনেক ক্ষেত্রে নদীর মাঝখানেও পলি জমে সৃষ্টি হয় নতুন চরের। সেখানে উড়ি ঘাস জন্মালে তা স্থায়ী ভূখণ্ডে রূপ নেয়।

বাংলাদেশ সরকার এত দিন জেগে ওঠা নতুন ভূখণ্ডে বনায়ন এবং ভূমিহীনদের মধ্যে বরাদ্দ করত। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সম্প্রতি জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, ওই জমিগুলো জেগে ওঠার পর শুরুতেই তা কারও নামে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না। এগুলোকে বনায়ন এবং নানা অবকাঠামো তৈরি করে স্থায়ী করতে হবে। তারপর সরকার থেকে তা বিশেষ শিল্পাঞ্চল, বন্দর, শহর ও বিমানবন্দরের মতো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা নতুন জেগে ওঠা চরে বনায়নের জন্য ইতিমধ্যে ১৭ কোটি টাকার একটি প্রকল্প শেষ করেছি। আরও কয়েকটি প্রকল্প তৈরি করে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

কাতারে গরমে খাদ্য গ্রহণে সতর্ক থাকার পরামর্শ

গরমে খাদ্যে বিষক্রিয়া বাড়ছে

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে গ্রীষ্ম মৌসুমে দিন দিন তাপমাত্রা বাড়ছে। গত জুলাই মাসে রেকর্ড পরিমাণ তাপমাত্রা উঠেছে। প্রচণ্ড গরমের কারণে খাদ্যে বিষক্রিয়া ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হচ্ছে। ফলে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন হামাদ মেডিকেলের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে পেটব্যথা থেকে শুরু করে আমাশয় ও ডায়রিয়ার মতো রোগ হতে পারে। তাই জীবাণুযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করতে সবার প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

হামাদ হাসপাতালের জরুরি চিকিৎসা ও বিষক্রিয়া বিশেষজ্ঞ ডা. গালাল সালেহ জানান, গরমের সময় হামাদ হাসপাতালে আসা রোগীদের বেশির ভাগই খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা নিতে ভর্তি হন।

সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা অন্য কোনো জীবাণু-সংক্রমিত খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের পরিপাকতন্ত্রে এসব জীবাণু আক্রমণ করে। সঠিকভাবে প্রস্তুত বা সংরক্ষণ করা না হলে খাদ্যে জীবাণু আক্রমণ করতে পারে। বিষক্রিয়া হলে আক্রান্ত ব্যক্তির বমি বমি ভাব, তলপেটে মোচড়ানো ব্যথা, ডায়রিয়া অথবা পায়খানার সঙ্গে রক্ত এবং জ্বর হতে পারে। অবস্থা গুরুতর হলে রোগীর শরীরে তরল উপাদান কমে রক্ত সংবহন বন্ধ হতে পারে। এতে দেহকোষ প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়।

গরমে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশু, অশীতিপর বৃদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, অপুষ্টিতে ভোগা

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

প্রথম আলো
সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ
এখন পাওয়া যাচ্ছে
Grand Mall
HYPERMARKET
গ্র্যান্ড মল, ওয়েস্ট এন্ড পার্ক, কারওয়ার প্রধান কার্যালয়ের কাছে, পোস্ট বক্স : ৪০৪৬৫, দোহা কাতার

তিন প্রবাসীর স্মরণে আলনূরের দোয়া মাহফিল

কাতার প্রতিনিধি

কাতার ও বাংলাদেশে সম্প্রতি ইন্তেকাল করা বিশিষ্ট তিন প্রবাসীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কাতারের আলনূর কালচারাল সেন্টার। সম্প্রতি দোহায় স্থানীয় একটি মিলনায়তনে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে 'বেহেশত লাভের বিশেষ উপায়' সম্পর্কে আলোচনা করেন মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান। এরপর সম্প্রতি মৃত্যু হওয়া তিন বিশিষ্ট প্রবাসীর রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। তাঁরা হলেন কাতারের বাংলাদেশ স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রকৌশলী মরহুম মো. আবদুল মান্নান, আলনূর কালচারাল সেন্টারের মহাপরিচালক প্রকৌশলী শোয়াইব কাশেমের বাবা আবুল কাশেম চৌধুরী, আলনূর কালচারাল সেন্টারের বাংলাদেশ শাখার নির্বাহী পরিচালক মুফতি সালমান আহমেদের বাবা মাওলানা ওজিউল্লাহ। এই তিন ব্যক্তিত্বের জন্য দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক মাওলানা ইউসুফ নূর।

দোয়া ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক এ কে এম আমিনুল হক, নাসির উদ্দীন, মতিউর রহমান, নজরুল ইসলাম, সালেহ নুরুন নবী, রকিবুল ইসলাম, আবদুল হামিদ মোল্লা, পান্না খান, রেজোয়ান বিশ্বাস, হাফেজ লোকমান আহমদ, মুফতি আহসান উল্লাহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে সংগঠনের মহিলা বিভাগের তত্ত্বাবধানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

জঙ্গিবাদ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে

দূতাবাসের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় বক্তারা

কাতার প্রতিনিধি

বাংলাদেশ দূতাবাসে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, জঙ্গিবাদ কেবল বাংলাদেশের নয়, বরং এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। দেশপ্রেম ও ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও পারিবারিক বন্ধনের অভাবে বর্তমানে তরুণেরা জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকছে। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে অভিভাবক, শিক্ষকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতার বিকল্প নেই।

গত ২৯ জুলাই কাতারে বাংলাদেশ দূতাবাসে ওই সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব নাজমুল হক। পরে জঙ্গিবাদ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে একটি স্লাইড শো উপস্থাপন করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন দূতাবাসের শ্রম কাউন্সেলর ড. সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সেলর কাজী মুহাম্মদ জাভেদ ইকবাল, শ্রমসচিব রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন শরিফ থেকে তিলাওয়াতের পর গুলশান ও শোলাকিয়া ঈদগাহে জঙ্গি হামলায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন প্রবাসীরা।

রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ বলেন, 'সম্প্রতি দেশে-বিদেশে জঙ্গি হামলা আমাদের এত দিনের ধারণাকে বদলে দিয়েছে। তাই এ সম্পর্কে কাতারে বসবাসরত সবাইকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। যার যার অবস্থান থেকে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এ সময় পরিবারে নিজেদের সন্তানদের সঙ্গে আন্তরিক অভিভাবকসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তাদের পাশে থাকতে হবে।'

অনুষ্ঠানে কাতার শাখা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জাসদ ও কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এসব দল ও সংগঠনের নেতাদের পরামর্শ ও মন্তব্য শোনেন রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মকর্তারা। বক্তারা অভিযোগ করেন, আইএসের নামে বাংলাদেশে এসব কর্মকাণ্ড মূলত পরিচালনা করছে জামায়াত-বিএনপি। কাতারেও ছদ্মনামে জামায়াতের কর্মকাণ্ড চলছে অভিযোগ এনে এসব বন্ধ করতে ভূমিকা নিতে রাষ্ট্রদূতের প্রতি তাঁরা আহ্বান জানান। কেউ কেউ এ সময় ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স না পাঠানোর দাবি জানান। দূতাবাসের অনুষ্ঠানে জামায়াতের কোনো ব্যক্তি যাতে না আসেন, সে দাবিও তোলেন কোনো কোনো নেতা।

প্রয়াত প্রকৌশলী আবদুল মান্নানের মৃত্যুতে নাজমায় একটি রেস্তোরাঁয় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় ● প্রথম আলো

প্রকৌশলী মান্নানের স্মরণে দোয়া মাহফিল

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে প্রয়াত প্রকৌশলী মরহুম মো. আবদুল মান্নানের স্মরণে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে বাংলাদেশি কমিউনিটি। ২৮ জুলাই সন্ধ্যায় নাজমায় এশিয়ান শেফ রেস্তোরাঁর হলরুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ।

বাংলাদেশ দূতাবাস, বাংলাদেশ এমএইচএম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের কর্মকর্তারাসহ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

কমিউনিটি নেতারা স্মৃতিচারণা করে বলেন, বাংলাদেশ এমএইচএম স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়নে গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে সক্রিয় ছিলেন প্রকৌশলী আবদুল মান্নান। বাংলাদেশ কমিউনিটি তাকে যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তাঁর কর্মতৎপরতা কাতারে অনেক বাংলাদেশিকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। যে নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম বুকে ধারণ করে তিনি কমিউনিটির স্বার্থে অবিরাম কাজ করেছেন, তা সবার জন্য অনুকরণীয়।

অনুষ্ঠানে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা ইউসুফ নূর। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বোরহানউদ্দীন, ওমর ফারুক চৌধুরী, শামসউদ্দীন মণ্ডল, এম এ বাকের, আবদুস সাত্তার, শামসউদ্দীন খান, পেয়ার মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, নজরুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম তালুকদার, শফিকুল কাদের, আবদুল মতিন পাটোয়ারী, শাহজাহান সাজু প্রমুখ।

চলতি মাসে পেট্রলের দাম বাড়বে

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের শিল্প ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় সম্প্রতি প্রিমিয়াম পেট্রল ও সুপার পেট্রলের নতুন মূল্যতালিকা প্রকাশ করেছে। এই নতুন তালিকা অনুযায়ী চলতি আগস্ট মাসে পেট্রলের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৫ রিয়াল পর্যন্ত হবে। এদিকে সুপার গ্রেড পেট্রল ও প্রিমিয়াম পেট্রল উভয়ের দামই জুলাইয়ের তুলনায় বেড়ে ৫ রিয়াল হতে পারে।

এ ছাড়া চলতি মাসে প্রিমিয়াম পেট্রলের দাম বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি লিটার ১ দশমিক ৩৫ কাতারি রিয়াল হবে। গত জুলাইয়ে এই প্রিমিয়াম পেট্রলের দাম ছিল ১ দশমিক ৩০ কাতার রিয়াল, জুনে ১ দশমিক ২০ কাতারি রিয়াল। অন্যদিকে সুপার পেট্রলের দাম বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি লিটার ১ দশমিক ৪৫ কাতারি রিয়ালে দাঁড়াবে। গত জুলাইয়ে সুপার পেট্রলের দাম ছিল প্রতি লিটার ১ দশমিক ৪০ কাতারি রিয়াল এবং জুনে দাম ছিল প্রতি লিটার ১ দশমিক ৩০ কাতারি রিয়াল।

কাতারের শিল্প ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী ডিজেলের দাম জুলাইয়ের মতো প্রতি লিটার ১ দশমিক ৪০ কাতার রিয়ালে অপরিবর্তিত থাকবে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাসওয়ারি জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে পর্যালোচনা করে আগস্ট মাসের মূল্যতালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

ডিজেলের লাইনে এখন পেট্রলও মিলবে

চাপ কমাতে জ্বালানি স্টেশনে নতুন উদ্যোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

কাতারে প্রায় সব পেট্রল স্টেশনে জ্বালানির জন্য গাড়ির দীর্ঘ সারি। জ্বালানি নিতে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘক্ষণ। এ সমস্যা সমাধানে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। পেট্রলের দীর্ঘ সারি কমাতে ইতিমধ্যে কাতারে লম্বা পাইপের মাধ্যমে তেল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ।

এবার আরেকটি অভিনব প্রযুক্তি করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। শিগগিরই গ্রান্ড হামাদ রাস্তায় অবস্থিত ওকুদ পেট্রল স্টেশনে জ্বালানি সঞ্চালন করার জন্য যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগে এই স্টেশনে কেবল ডিজেলচালিত যানবাহনের জন্য জ্বালানি সঞ্চালনের ব্যবস্থা ছিল। এখন পেট্রল সঞ্চালনের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। ফলে ডিজেলচালিত গাড়ির সারিতে পেট্রলচালিত গাড়িও দাঁড়াতে পারবে।

এই পদক্ষেপটি মোটরগাড়ির চালকদের সময় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পেট্রল স্টেশনের আগের অবস্থান ছিল নিউ ওয়ার্ল্ড সেন্টারে। এটি আল কবির মোড় যা সোরড মোড় নামে পরিচিত ও আলকুতুব গোলচত্বরের মাঝামাঝি নিউ ওয়ার্ল্ড সেন্টারে অবস্থিত। বর্তমানে এ পেট্রল স্টেশনটি আগের অবস্থানের বিপরীতে অবস্থিত। এ পেট্রল স্টেশনের চারটি পাম্পিং মেশিন একসঙ্গে আটটি গাড়িতে জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে। এই পেট্রল স্টেশনে পর্যাপ্ত স্থান না থাকার কারণে ডিজেল পাম্প মেশিনে অতিরিক্ত পেট্রল লাইন সংযুক্ত করা হয়। ফলে এ রকম একটি ব্যস্ত এলাকায় অতিরিক্ত যানবাহনের সেবা নিশ্চিত করা যাবে।

নতুন উদ্যোগের ফলে প্রতিটি সঞ্চালন যন্ত্রের চারটি পাইপ থাকবে। এর মধ্যে সবুজ ও সোনালিটি দিয়ে পেট্রল ও হলুদটি দিয়ে ডিজেল সরবরাহ করা হবে। ফলে একসঙ্গে অনেক গাড়িতে দ্রুত জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে এবং অন্য পেট্রল স্টেশনের ওপর চাপ কমবে।

সূত্র : দ্য পেনিনসুলা

FSIB ISLAMI BANK
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ
প্রধান কার্যালয়:
বাড়ী: এস ডাব্লিউ(আই) ১/এ, রোড: ৮, গুলশান-১
ঢাকা-১২১২। ফোন: ৮৮-০২-৯৮৮৮৪৪৬
SWIFT : FSEBBDDH, Web: www.fsiblbd.com

চট্টগ্রামের রাউজানপ্রবাসী ব্যবসায়ী মো. এনামের মালিকানাধীন নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েল কাতার ফার্নিচারের উদ্বোধন হয়েছে। ১ আগস্ট নাজমায় সুক হারেজে ৭৪ নম্বর দোকানে রয়েল ফার্নিচারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঈদ আবদুল্লাহ আলমোহান্নাদি। এ সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইবরাহিম আবদুল্লাহ আলমোহান্নাদি, মোহাম্মদ ইউসুফ আলশাহাবি, ড. আবদুল মান্নান প্রমুখ ● বিজ্ঞপ্তি

গাড়ি চালানোর সময় মুঠোফোনে কথা বললে ৫০০ রিয়াল জরিমানা

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ট্রাফিক অধিদপ্তর গাড়ি চালানোর সময় মুঠোফোনে কথা বলা এবং গাড়ি চলার সময় সিটবেল্ট না বাঁধা চালক ও যাত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। যুক্তি হিসেবে ট্রাফিক অধিদপ্তর বলছে, গাড়ি দুর্ঘটনার ৮০ শতাংশ হয় চালকদের গাড়ি চালানোর সময় মুঠোফোনে কথা বলার কারণে।

গত ২৪ জুলাই থেকে ট্রাফিক বিভাগ অভিযান শুরু করেছে। পুরো গ্রীষ্ম মৌসুমজুড়ে চলবে এই অভিযান। এতে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে ৫০০ রিয়াল জরিমানা আদায় করা হবে।

গণমাধ্যম ও ট্রাফিক সচেতনতা বিভাগের সহকারী পরিচালক মেজর জাবের মোহাম্মদ রশিদ বলেন, আইন লঙ্ঘনকারীদের খুঁজে পেতে প্রতিটি সড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তৈরি আছেন। গরমের সময় কাতারের সড়কগুলোতে যানজটের পরিমাণ কমে আসে। তাই এ সময় চলন্ত গাড়িতে মুঠোফোনে কথা বলা ও সিটবেল্ট না বাঁধা চালক ও যাত্রীদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব।

মেজর জাবের বলেন, চলন্ত গাড়িতে মুঠোফোনে কথা বলা অবস্থায় কোনো চালককে পাওয়া গেলে তাঁকে তাৎক্ষণিক জরিমানা করা হবে। নানাভাবে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন হয়ে থাকলেও এই দুটি অপরাধের জন্য অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

মেজর জাবের আরও বলেন, অনেক চালক গাড়ি চালানো অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা সাম্প্রতিক মুক্তি পাওয়া জনপ্রিয় গেম পোকেমন গো খেলায় ব্যস্ত থাকেন। এ অবস্থায় মনঃসংযোগের অভাবে চালক, যাত্রী ও পথচারীদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে।

এই সহকারী পরিচালক আরও বলেন, এই অভিযানে জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি চালকদের সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মকালে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হয়। মুঠোফোনে কথা বলা ও সিটবেল্ট না বাঁধার বিপদ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হবে।

প্রতি সপ্তাহে কাতারের বিভিন্ন প্রান্তে পরিচালিত অভিযানের তথ্য পর্যালোচনা করে তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রকাশ করা হয়। পুরো কাতারে বিশেষ দল গঠন করে আইন লঙ্ঘনকারীদের সচেতন করে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে।

পৌরসভা ও পরিবেশমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আলরুমাইহি গত ২৯ জুলাই আলমাজরুহ ইয়ার্ড পরিদর্শন করেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সেখানকার সেবা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। এ সময় তিনি কাতারের সাধারণ নাগরিক ও বাসিন্দাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন এবং তাঁদের মতামত শোনেন ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

আলশামাল পৌরসভার টেকনিক্যাল মনিটরিং বিভাগের কর্মকর্তারা নির্মাণাধীন বিভিন্ন ভবন পরিদর্শন ও পরীক্ষা করেন ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

নির্মাণকাজে আইন লঙ্ঘন, ৫০ হাজার রিয়াল জরিমানা

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে আইন লঙ্ঘন করে নির্মাণকাজ পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজে অনিয়ম ধরা পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৫০ হাজার কাতারি রিয়াল জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আলশামাল পৌরসভায় পরিচালিত বিশেষ অভিযানে বেশ কয়েকটি স্থানে নির্মাণ ও খনন আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পেয়েছে কারিগরি পর্যবেক্ষণ দল। এসবের মধ্যে রয়েছে পথচারীদের নিরাপত্তায় উপযুক্ত পদক্ষেপ না নেওয়া, নির্মাণস্থলের চারদিকে সঠিকভাবে বেড়া না দেওয়া এবং নির্ধারিত স্থানের বাইরে বর্জ্য ফেলা।

অভিযানে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একই সময় আলরাইয়ান পৌরসভায় পরিচালিত অভিযানে ২৪টি নির্মাণ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের জরিমানা করা হয়। পরিত্যক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকা দুটি যানবাহন সরিয়ে ফেলে হয়েছে। এসব অভিযানে প্রায় ৫০ লাখ রিয়াল জরিমানা আদায় করা হয়।

স্নাতকদের প্রথম চাকরি পাওয়া কঠিন চ্যালেঞ্জ

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে নতুন স্নাতকদের ৫৩ ভাগই মনে করেন প্রথম চাকরি খুঁজে পাওয়া তাঁদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাইত.কম-এর এক সমীক্ষায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। ওয়েবসাইটটি 'মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায়' নতুন স্নাতকদের ওপর সমীক্ষা চালানোর পর এই ফলাফল তুলে ধরে।

কাতারের স্নাতকেরা সমীক্ষায় দাবি করেন, তাঁদের কর্মজীবনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার সবচেয়ে বেশি। এতে কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়া স্নাতকদের চাকরি পাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ৮ মে থেকে ২২ মে বিভিন্ন দেশের ৪ হাজার ২৪৭ জন নতুন স্নাতকদের মধ্যে এই সমীক্ষা চালানো হয়। এই স্নাতকদের সবাই গত তিন বছরে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

সমীক্ষায় সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, মিসর, মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিশিয়ার স্নাতকেরা অংশ নেন। এতে সব ধরনের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ করা হয়েছে।

> সমীক্ষায় সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, মিসর, মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিশিয়ার স্নাতকেরা অংশ নেন

সমীক্ষার তথ্যমতে, কাতারের বেশির ভাগ নতুন স্নাতকদের দাবি প্রথম চাকরি পাওয়া আগেও কঠিন ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাঁদের শতকরা ২২ জন প্রথম চাকরি পাওয়া 'খুব কঠিন' বলে মতামত দেন। এ ছাড়া কাতারে জরিপ পরিচালনাকারীরা স্নাতকদের প্রথম চাকরি না পাওয়ার প্রাথমিক কারণ হিসেবে শিল্পক্ষেত্রে তাঁদের প্রয়োজনীয় 'অভিজ্ঞতা' এবং 'দক্ষতার' অভাবকে দায়ী করেছেন।

তবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো কম বেতনে নিয়োগের জন্য ৪৭ ভাগ কর্মী নিয়োগ দিয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নির্দেশাবলির প্রতি পূর্ণ সম্মতি ও অনুসরণ করার জন্য ৩৯ ভাগ নতুন স্নাতকদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। এটি চাকরিপ্রত্যাশী স্নাতকদের জন্য প্রধান অনুপ্রেরণা। তবে অন্য নিয়োগকারীদের মধ্যে অনেকেই অভিজ্ঞ প্রার্থী নিয়োগের পক্ষে থাকেন।

সমীক্ষার ফলাফলে জানানো হয়, মাত্র ৩৪ ভাগ নতুন চাকরিপ্রত্যাশী কার্যকরভাবে চাকরির সন্ধান করেন। অন্যদিকে ২৮ ভাগ প্রার্থী তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী কোথায় চাকরি খুঁজতে হবে সেই জ্ঞানের অভাবে প্রথম চাকরি পেতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন।

স্নাতকদের চাকরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'কাজটি সম্পর্কে আমি উৎসাহিত' এ ধরনের মনোভাব ৩৮ ভাগ নতুন স্নাতকের রয়েছে। এটি তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া ১৬ ভাগ কোনো সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ১৫ ভাগ উচ্চ বেতনে কাজ করতে আগ্রহী।

সোমালিয়ায় ১ লাখ ৭৫ হাজার মানুষকে চিকিৎসাসেবা

প্রথম আলো ডেস্ক

কাতার রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও সোমালিয়ার মধ্যে চুক্তির এক বছরে বেশ কিছু ত্রাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে সেখানে খরা এবং দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নতি হয়েছে। রেড ক্রিসেন্ট বিভিন্ন শহরে ও শরণার্থীশিবিরে চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করছে।

এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ১ লাখ ৭৫ হাজার লোক সরাসরি এবং আরও বহু লোক পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। কাতার রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বাদবাদু শরণার্থীশিবিরে চিকিৎসাসেবা চালু করেছে। ২০১৫ সালে সেখানে ৬৩২টি শিশুকে পুষ্টিহীনতা এবং ৭১৫টি শিশুকে ম্যালেরিয়া ও শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ১০৪টি শিশুকে রোগ প্রতিরোধক টিকা দেওয়া হয় এবং ৬৩২ জন মাকে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়।

বিধ্বস্ত ভবন সংস্কার করে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে ৬০ জন চিকিৎসক সার্বক্ষণিক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করছেন। ওই হাসপাতালে প্রতিদিন ১২০ জনের মতো রোগী চিকিৎসা নেন।

রেড ক্রিসেন্ট সোমালিয়ার মোগাদিসুতে যক্ষ্মা প্রতিরোধ কেন্দ্র চালু করেছে। সেখানে এখন পর্যন্ত ৭৪ রোগীর চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

মারেরি এবং এর পাশের শহরে রোগ ও মৃত্যুহার কমাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে এক বছরে প্রায় ১৯ হাজার লোকের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন ৬৬ জনকে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে ইতিমধ্যে প্রায় ১৩ হাজার মা ও শিশুকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে।

ইয়াগুরি এবং কিসমাইয়ু জেলায় পানি, সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল এবং অ্যাম্বুলেন্স-সেবা চালু করেছে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।

শিল্পকারখানায় অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আধুনিক ব্যবস্থা

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে প্রচণ্ড গরম পড়ছে। এ সময় তাপমাত্রা গ্রীষ্ম মৌসুমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে। এ অবস্থায় অগ্নিকাণ্ড ঠেকাতে নানা প্রস্তুতি নিচ্ছে কাতারের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও নানা ধরনের কারখানা। কারখানা ও কর্মচারীদের বাসস্থানে পুরোনো অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র বদলে নতুন যন্ত্র স্থাপন করেছে সব নির্মাণ ও প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি ঠেকাতে জরুরি অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

নগর ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে আবাসিক এলাকা, কারখানা ও শ্রমিক ক্যাম্প পরিদর্শন করছে। এতে করে ত্বরান্বিত হচ্ছে অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র স্থাপনের কাজ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চলছে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও অগ্নিনির্বাপণ মহড়া।

গরমের সময় কাতারে আগুন লাগার ঘটনা স্বাভাবিক। তবে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করায় এ বছর বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে ছোটখাটো কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

> অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে শ্রমিকদের আবাসিক ক্যাম্পে নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। এ ছাড়া বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা

কিছুদিন আগে সালোয়া পর্যটন প্রকল্পের শ্রমিক ক্যাম্পে আগুন লেগে ১১ জন নিহত হন। নির্মাণাধীন কাতার মলে আগুন লাগলেও জানমালের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এই দুটি ঘটনা ছাড়া আর কোথাও আগুন লেগে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

শিল্প এলাকায় অবস্থিত তেলক্ষেত্র প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের একজন জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা পরিদর্শক জানান, অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে শ্রমিকদের আবাসিক ক্যাম্পে নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। এ ছাড়া বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা। পৌরসভা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরামর্শ অনুসারে অগ্নিকাণ্ড ঠেকাতে নিয়মিত নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রতিস্থাপন করা হয়।

আলমদিনা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কর্মরত এক প্রবাসী কর্মী বলেন, নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঠেকাতে যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রশিক্ষণ। বিশেষ করে স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের নতুন প্রযুক্তির অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রদান ও ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়াটা জরুরি। এ বিষয়ে অধিকাংশ শ্রমিক খুব অল্প জানেন।

ওই কর্মী আরও বলেন, শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র ও বাসস্থানগুলো আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত। আগুন লাগার সাধারণ কারণ এবং কী করে তা প্রতিরোধ করতে হয়, এ ব্যাপারে তাদের ধারণা দেওয়া হয়েছে।

সরেজমিনে জানা গেছে, শিল্প এলাকায় অবস্থিত অধিকাংশ কারখানা পুরোনো যন্ত্র বদলে নতুন অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র প্রতিস্থাপন করেছে। নিরাপত্তার বিষয় দেখভালের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কর্মীদের সমন্বয়ে খোলা হয়েছে আলাদা বিভাগ।

জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল কর্মী সব সময় প্রস্তুত থাকেন। গ্রীষ্মকালীন দুর্ঘটনা ঠেকাতে তাদের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কাতারি কুকুরের স্কটল্যান্ড জয়

কাতার প্রতিনিধি

মানুষের তাড়া খেয়ে রাজধানী দোহার রাস্তায় দিগ্‌বিদিক ছুটছিল ক্রিস্টি। কাতার প্রাণী কল্যাণ সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীরা তাকে অভুক্ত, অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেন। এরপর প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেছে।

স্বেচ্ছাসেবীরা ক্রিস্টি নামের এই কুকুরকে উদ্ধারের পর সুস্থ হতে তার অনেক দিন সময় লেগেছিল। কিছুদিন আগে মালিকের সঙ্গে তার গন্তব্য হয়েছে স্কটল্যান্ডে। সম্প্রতি সেখানে স্থানীয় একটি প্রতিযোগিতায় ক্রিস্টি প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে ক্রিস্টির মালিক উইলিয়াম লসন সে সময়ের স্মৃতিচারণা করে বলেন, উদ্ধারের পরে ক্রিস্টিকে উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হয়। তার সাময়িক ঠিকানা হয় কাতার বন্য প্রাণী কল্যাণকেন্দ্রের আশ্রয়কেন্দ্রে অন্যান্য কুকুরের সঙ্গে। এই কল্যাণকেন্দ্রে প্রায়ই স্বেচ্ছাসেবীরা নিজ আগ্রহে প্রাণীদের সেবা যত্ন করে থাকেন।

লসন বলেন, আশ্রয়কেন্দ্রে লসনের পরিবার ক্রিস্টির যত্ন-আত্তি করে। প্রতিদিন অল্প অল্প করে ক্রিস্টির সঙ্গে সময় কাটানোর ফলে তার প্রতি পরিবারের সদস্যদের মায়া জন্মে যায়।

বন্য প্রাণী কল্যাণকেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতিনিয়ত কঠিন সময় পার করতে হয়। প্রতিদিনই কেন্দ্রের সদর ফটকে পরিত্যক্ত প্রাণীদের ফেলে রাখা হয়। প্রাণীদের যত্ন ও চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কর্মী না থাকলেও কোনো প্রাণিজ সেবা যত্ন থেকে বঞ্চিত হয় না।

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও কল্যাণকেন্দ্রের কর্মীদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে প্রাণীদের জন্য বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে যায়। লসন বলেন, এসব বিষয় বিবেচনা করেই তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ক্রিস্টিকে স্কটল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

স্কটিশ কুকুরদের চেয়ে ভিন্ন জাতের হওয়ায় ক্রিস্টি স্কটল্যান্ডে লসনের আবাসস্থলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তিনি বলেন, সবাই ক্রিস্টিকে নিয়ে কথা বলে। দোহার তপ্ত বালুতে ক্রিস্টির জীবনযুদ্ধ সবাই আগ্রহী হয়ে শোনে।

লসন বলেন, এক প্রতিযোগিতায় মোট ১০০টি কুকুর অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে ক্রিস্টিকে আরও ২৫টি কুকুরের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয় ক্রিস্টি। ক্রিস্টি এত ভালো করবে কল্পনা করেননি তিনি।

কাতারের আইন অনুসারে সব ধরনের প্রাণীর ওপর অত্যাচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধে জেল-জরিমানার বিধান রয়েছে। গ্রীষ্ম মৌসুমে অনেক কাতারি ছুটি কাটাতে বা অন্যত্র অভিবাসনের জন্য স্থায়ীভাবে কাতার ছেড়ে চলে যায়। পোষা প্রাণী নিয়ে বিদেশযাত্রা খুবই ব্যয়বহুল। তাই তাদের পোষা প্রাণী রাস্তায় ফেলে দেয়।

বর্তমানে পরিত্যক্ত প্রাণীদের রাখার জন্য সরকারি কোনো আশ্রয়কেন্দ্র নেই। তবে উম সালালে তিন হাজার বর্গমিটারের একটি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। দোহায় স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে পাঁচটি আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালিত হয়। সীমিত অর্থ ও জায়গার মধ্যেই তাঁরা প্রাণীদের রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

রাস্তায় পরিত্যক্ত অধিকাংশ প্রাণী অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকে। ফলে কারও কাছে হস্তান্তরের আগে এগুলোকে সুস্থ করে তুলতে নিবিড় পরিচর্যা ও চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, যা খুবই ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ।

বন্য প্রাণী কল্যাণকেন্দ্র কাতারের সবচেয়ে বড় ও পুরোনো আশ্রয়কেন্দ্র। কয়েক বছর ধরেই প্রতিষ্ঠানটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। দুই বছর আগে ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে জায়গা নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়ে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে জায়গার ভাড়া বাবদ প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতি মাসে বেশ বড় অঙ্কের অর্থ দিতে হয়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা এখন আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা প্রায় ৩৫০টি প্রাণীর জন্য পাখিপ্রেমীদের কাছে সাহায্য চেয়েছে। বিশেষ করে গরমের সময়টাতে অতিরিক্ত ব্যয় মেটাতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা।

সমস্যা মোকাবিলায় অতি উৎসাহ নিয়ে পোষা প্রাণী না কিনতে কাতারের মানুষের প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। পোষা প্রাণী রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এদের লালনপালন ও চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের মতো সামর্থ্য আছে কি না, যাচাই করে নিতে হবে।

মালাবারের কারখানার সম্প্রসারণ : কাতারে মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের স্বর্ণালংকারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন কারখানা সংস্কার এবং আরও সম্প্রসারণ করেছে। বসানো হয়েছে নতুন যন্ত্রপাতি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ইন্টারন্যাশনাল অপারেশন) শামাল আহমেদ, গ্রুপেরে নির্বাহী পরিচালক আবদুল সালা কে পি, করপোরেট নির্বাহী পরিচালক ফায়জাল এ কে, আঞ্চলিক প্রধান সন্তোষ টি ভিসহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পরিচালক, অতিথি, গণমাধ্যমকর্মী ও প্রতিষ্ঠানের শুভাকাঙ্ক্ষীরা। মালাবার গ্রুপ যৌথভাবে আলনাজা গোল্ড জুয়েলারির সঙ্গে কারখানার সম্প্রসারণ করেছে। জিসিসি অঞ্চলে মালাবার গোল্ডের সঙ্গে আলনাজার এটি চতুর্থ এবং বিশ্বে ১১তম কারখানা। আগে কারখানায় ১৫ জন কর্মী এবং উৎপাদনক্ষমতা ছিল ৩৬০ কেজি। এখন কর্মীর সংখ্যা ৪০ এবং উৎপাদন ক্ষমতা ৯৬০ কেজি ● বিজ্ঞপ্তি

জয়ালুকাসের রক্তদান কর্মসূচি : 'রক্ত দিন, নায়ক হোন' এই স্লোগান নিয়ে রক্তদানের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করতে প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে জয়ালুকাস। এরই অংশ হিসেবে হামাদ হাসপাতালের সহযোগিতায় গত ২৭ জুলাই জয়ালুকাসের আলওয়াতান সেন্টারের শোরুমে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে জয়ালুকাসের কর্মীরা স্বেচ্ছায় রক্ত দেন। অনুষ্ঠানে জয়ালুকাস গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক জন পল আলুকাস বলেন, 'আমরা রক্তদানের চেতনা সম্পর্কে আমাদের কর্মীদের উৎসাহিত করছি এবং বলছি রক্তদানের অর্থ একটি জীবন বাঁচাতে সহযোগিতা করা। তাঁরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এবং প্রতিটি কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন।' জয়ালুকাস সিএসআর শুধু কাতার নয়, জিসিসি সদস্যভুক্ত দেশ, ভারত, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরেও রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে ● বিজ্ঞপ্তি

প্রথম আলো
بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية
সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

এখন নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে
কাতারজুড়ে বিভিন্ন বাংলাদেশি রেস্তোরাঁয়

ভুইয়া রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
ফেনী রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
স্টার অব ঢাকা রেস্তোরাঁ, দোহাজাদিদ
হইচই রেস্তোরাঁ, নাজমা
আনন্দ রেস্তোরাঁ, নাজমা
রমনা রেস্তোরাঁ, নাজমা
হানিকুইন ক্যাফেটেরিয়া, রাইয়ান
প্রবাসী হোটেল, মদিনাখলিফা
আলরাবিয়া রেস্তোরাঁ, বিনওমরান
কুমিল্লা রেস্তোরাঁ, দোহা
বনানী রেস্তোরাঁ, দোহা
চাঁদপুর হোটেল, মাইজার
জাল ক্যাফেটেরিয়া,মাইজার
আলরাহমানিয়া রেস্তোরাঁ, সবজিমার্কেট
মিষ্টিমেলা, সবজিমার্কেট
বাংলাদেশ ট্রেডিং কমপ্লেক্স, আলআতিয়া মার্কেট
আলশারিফ রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
আলফালাক রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
সাফির ক্যাফেটেরিয়া,মদিনামুররা
আলবুসতান হোটেল, মদিনামুররা
ঢাকা ভিআইপি রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আসসাওয়াহেল রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আননামুজাযি রেস্তোরাঁ, মিসাইয়িদ মার্কেট

১২৫ কাতারি রিয়াল
গ্রাহক হোন
১ বছরের জন্য

প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আপনার বাসা, অফিস, প্রতিষ্ঠান কিংবা যেকোনো ঠিকানায় প্রথম আলো পৌঁছে যাবে

গ্রাহক বা এজেন্ট হতে চাইলে যোগাযোগ করুন
5549 2446, 30106828

কারখানায় আগুন আ'আলী এলাকায় ১ আগস্ট বিকেলে একটি কাঠের আসবাবপত্র তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিনির্বাপণ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই কারখানার কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

বিশ্ব খাদ্যনিরাপত্তা সূচক-২০১৬

খাদ্যনিরাপত্তায় মধ্যপ্রাচ্যে শীর্ষ দেশের মধ্যে বাহরাইন

প্রথম আলো ডেস্ক

সূচকে উপসাগরীয় দেশগুলোর (জিসিসি) মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে কাতার। বিশ্বে দেশটির অবস্থান ২০তম। কাতারের পরে জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যদের অবস্থান যথাক্রমে ওমান (২৬), কুয়েত (২৭), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৩০), সৌদি আরব (৩২) ও বাহরাইন (৩৩)

খাদ্যনিরাপত্তা কর্মসূচি ও খাদ্যশস্য সংরক্ষণের সুবিধার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর অন্যতম স্থান অধিকার করেছে বাহরাইন। বিশ্ব খাদ্যনিরাপত্তা সূচক-২০১৬ (জিএফএসআই-২০১৬) থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সূচকে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাহরাইনের অবস্থান সপ্তম। তবে বৈশ্বিক পর্যায়ে দেশটির অবস্থান ৩৩তম। সূচকে উপসাগরীয় দেশগুলোর (জিসিসি) মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে কাতার। বিশ্বে দেশটির অবস্থান ২০তম।

সূচকে উল্লেখ করা হয়, খাদ্যনিরাপত্তা, মুদিখানার সরব উপস্থিতি, পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি এবং জাতীয় পথ্য নির্দেশনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাহরাইনের সাফল্য উচ্চপর্যায়ের।

১১৩টি দেশের খাদ্যনিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এ সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি নির্ণয়ে মানদণ্ড বা পরিমাপক হিসেবে ধরা হয়েছে তিনটি বিষয়—সক্ষমতা, সহজলভ্যতা ও খাদ্যের মান। 'ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট' প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে বিশ্বজুড়ে খাদ্যনিরাপত্তায় অগ্রগতি হয়েছে। এ অগ্রগতির পেছনে ভূমিকা রেখেছে অধিকাংশ দেশের আয় বৃদ্ধি ও বিশ্ব অর্থনীতির সার্বিক উন্নতির বিষয়টি।

প্রতিবেদনে খাদ্যনিরাপত্তায় সাফল্যের ক্ষেত্রে বাহরাইনের ১১টি বিষয়ে মজবুত অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়। এগুলোর অন্যতম হলো কৃষি খাতের আমদানি শুল্ক, কৃষকদের অর্থায়ন সুবিধা, খাদ্যসামগ্রীর পেছনে পরিবারভিত্তিক খরচ ও কৃষি অবকাঠামো। এ কটি বিষয়ে স্কোর ১০০-এর মধ্যে বাহরাইন পেয়েছে যথাক্রমে ৯২ দশমিক ৯, ৭৫, ৮৭ দশমিক ৯ ও ৮০ দশমিক ৬।

প্রতিবেদনে বলা হয়, খাদ্যনিরাপত্তায় বাহরাইনের একমাত্র চ্যালেঞ্জ হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ ক্ষেত্রে ১০০ এর মধ্যে দেশটির স্কোর ৭০। যেখানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের গড় স্কোর ৪৫ দশমিক ৮। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাহরাইনে দারিদ্র্যসীমা বা এর নিচে বসবাসকারী একজন নাগরিকও নেই। দৈনিক মাথাপিছু আয় তিন থেকে ১০ ডলারকে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যসীমা হিসেবে ধরা হয়।

এদিকে সূচকে উপসাগরীয় দেশগুলোর (জিসিসি) মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে কাতার। বিশ্বে দেশটির অবস্থান ২০তম। কাতারের পরে জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যদের অবস্থান যথাক্রমে ওমান (২৬), কুয়েত (২৭), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৩০), সৌদি আরব (৩২) ও বাহরাইন (৩৩)।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, খাদ্যনিরাপত্তার সামর্থ্য তথা সক্ষমতা শ্রেণিতে জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর তিনটি দেশ কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েতের অবস্থান সূচকে ওপরের দিকে। এ শ্রেণিতে বাহরাইনের অবস্থান ২০তম। এ ছাড়া সহজলভ্যতা এবং খাদ্যের মান শ্রেণিতে দেশটির অবস্থান যথাক্রমে ৩৮ ও ৫১তম।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

বাহরাইনের উন্নয়নে অভিবাসীদের ভূমিকা প্রশংসনীয় : প্রধানমন্ত্রী

প্রথম আলো ডেস্ক

প্রিন্স খলিফা বিন সালমান আল খলিফা

বাহরাইনের উন্নয়নে বিদেশি কর্মীদের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স খলিফা বিন সালমান আল খলিফা। গুবাইদা প্যালেসে কূটনীতিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এই প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স খলিফা বিন সালমান আল খলিফা গত ২৭ জুলাই থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত চায়াপান বামরুংহং, ফিলিপাইন দূতাবাসে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মারিয়া বাজ কোরতেস ও ভারতীয় দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিরা সিসোদিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন।

এই দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স খলিফা বিন সালমান আল খলিফা বলেন, জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ী বিদেশি কর্মীদের অধিকার নিশ্চিত করবে বাহরাইন। তিনি দেশগুলোর সঙ্গে বাহরাইনের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থ বিষয় এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গভীর হবে বলে প্রকাশ করেন।

কূটনীতিকেরা বাহরাইনে নিজ নিজ দেশের কর্মীদের সহযোগিতা করায় বাহরাইনের সরকারে প্রতি ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি তাঁরা বাহরাইনের উন্নয়ন এবং বিদেশি কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার নিশ্চিত করতে বাহরাইনের নমনীয় আইনের প্রশংসা করেন।

দেশে ফেরা হলো না তাঁর

প্রথম আলো ডেস্ক

মোহাম্মদ নূর মিয়া

৫৩ বছর বয়সী নূর মিয়ার পেটের ব্যথা নিয়ে বাহরাইনের সালমানিয়া মেডিকেল কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধরা পরে তাঁর ক্যানসার হয়েছে এবং তা ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে

নিজের ভাগ্য ফেরাতে স্বজনদের রেখে বাহরাইনে গিয়েছিলেন সিলেটের বাসিন্দা মোহাম্মদ নূর মিয়া। তখন কী ভেবেছিলেন, এমন করুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে। তিন মাস আগে পাকস্থলীর ক্যানসার ধরা পড়ে তাঁর। এরপর দেশে ফেরার জন্য অনেক কষ্ট করে কিছু টাকা-পয়সা জোগাড় করেন। কিন্তু ফেরার নির্ধারিত দিনের এক দিন আগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

৫৩ বছর বয়সী নূর মিয়ার পেটের ব্যথা নিয়ে বাহরাইনের সালমানিয়া মেডিকেল কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর ক্যানসার হয়েছে। ফুসফুস পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় তিন মাস সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন নূর মিয়া। সম্বল যা কিছু ছিল, চিকিৎসাতেই ব্যয় হয়েছে। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল দেশে ফিরে স্ত্রী ও এক ছেলেকে একনজর দেখা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ভারতীয় একজন সমাজকর্মী জানান, খবর পেয়ে তাঁরা গত সপ্তাহে হাসপাতালে নূর মিয়াকে দেখতে গিয়েছিলেন। হাসপাতালের সেবিকারা তাঁদের জানিয়েছেন নূর মিয়াকে কেউ কখনো দেখতে আসেননি। তিনি বলেন, 'আমরা বিষয়টি বিভিন্ন জনকে জানালাম। একজন পাকিস্তানি নারী নূর মিয়ার বিমান টিকিটের খরচ দিতে চাইলেন। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে আরও দুই হাজার ৪৬৫ দিনার তোলা হলো। বাংলাদেশের দূতাবাসকে বিষয়টি জানানো হলো। গত ২৮ জুলাই নূর মিয়ার দেশে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু আগের দিন স্থানীয় সময় বেলা দুইটার দিকে মারা যান তিনি।'

ওই সমাজকর্মী বলেন, 'নূর মিয়া কথা বলতে পারছিলেন না। পেট ব্যথার কথা জানিয়েছিলেন। নিজের শেষ ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন, দেশে ফিরে স্ত্রী আর ছেলেকে একনজর দেখবেন।'

বাহরাইনের শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী নূর মিয়ার বৈধ কর্মভিসা ছিল না।

বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নূর মিয়ার ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তাঁর মরদেহ দেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**।

সাপ ঢুকেছে খবর পেলেই বিভিন্ন বাসাবাড়িতে ছুটে যান আলি আলকাতারি ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

গরমে বাসাবাড়িতে সাপের উপদ্রব

প্রথম আলো ডেস্ক

সাপের এই আতঙ্ক থেকে নগরবাসীকে মুক্তি দিতে এগিয়ে এসেছেন আলি আলকাতারি। বাসাবাড়ি থেকে ডাক পেলেই দিচ্ছেন ছুট। গত জুলাইয়ের প্রথম ২০-২২ দিনে বিভিন্ন বাড়ি থেকে ১১টি সাপ ধরেছেন তিনি

বাহরাইনে প্রচণ্ড গরমে এখন বাড়ির বাইরে বের হওয়া দায়। এর সঙ্গে শুরু হয়েছে সাপের উপদ্রব। গরমে মানুষের যখন হাঁসফাঁস অবস্থা, তখন তা থেকে রেহাই নেই গর্তবাসী নিরীহ প্রাণিকুল সাপেরও। একটু শীতল পরশ পেতে তাই বাসা-বাড়িতে ঠেলে উঠছে এরা। কিন্তু তাতে কি রক্ষা আছে! ভয়েই যে অনেকের প্রাণ যায় যায়।

সাপের এই আতঙ্ক থেকে নগরবাসীকে মুক্তি দিতে এগিয়ে এসেছেন আলি আলকাতারি। বাসাবাড়ি থেকে ডাক পেলেই দিচ্ছেন ছুট। গত জুলাইয়ের প্রথম ২০-২২ দিনে বিভিন্ন বাড়ি থেকে ১১টি সাপ ধরেছেন তিনি। বলেন, এক মাসে সবচেয়ে বেশি সাপ ধরার ঘটনা তাঁর জীবনে এটাই প্রথম।

নগরবাসী কেউ কেউ আতঙ্কে থাকলেও কাউকে সাপ না মারার অনুরোধ করেছেন আল-কাতারি। *গালফ ডেইলি নিউজকে* তিনি বলেন, বাসা-বাড়িতে যেসব সাপ আসছে সেগুলো বিষধর নয়, নিরীহ প্রকৃতির। তাই এগুলো মারা উচিত না। তিনি বলেন, কেউ সাপ দেখলে যেন তাঁকে খবর দেন। তিনি বিনা খরচে সাপ সরিয়ে নেবেন।

বাহরাইনে এ বছর অস্বাভাবিক গরম পড়েছে উল্লেখ করে আল-কাতারি বলেন, মরু এলাকায় গরমের তীব্রতা এখন ভয়াবহ। এসব এলাকা থেকেই মূলত সাপ বাহরাইনের বিভিন্ন বাসা-বাড়িতে চলে আসছে। তাঁর ভাষায়, 'বাসা-বাড়ি থেকে আমি সাধারণত মাসে দুয়েকটি সাপ ধরে থাকি। গরমের সময় তা বেড়ে হয় চার-পাঁচটি। কিন্তু এ বছর শুধু এ মাসেই এখন (জুলাই ২২) পর্যন্ত ১১টি সাপ ধরেছি। এর আগে কোনো মাসে এত সাপ ধরিনি।'

আল-কাতারি বলেন, গত মাসে দুরাজ ও বনি জামরা এলাকার দুটি বাড়ি থেকে দুটি সাপ ধরেন তিনি। খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে খালি হাতেই সাপ দুটো ধরেন। এভাবে সাপ ধরতে কোনো ভয় পান না। বরং সাপকে ভালোবাসেন। তিনি বলেন, গরম থেকে বাঁচতেই সাপগুলো মরুভূমি থেকে লোকালয়ে চলে আসছে। এরা ৩৫-৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ওপরে বাঁচতে পারে না। চরম আর্দ্রতায় এরা শ্বাসকষ্টে ভোগে। লোকালয়ে এসে বাসা-বাড়িতে জামাকাপড়, সোফা, খাটের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তবে কারও ক্ষতি করে না।

২৯ বছর বয়সী আলি আল-কাতারি আরও বলেন, দুরাজ এলাকায় নিজের বাসায় তিনি চারটি সাপ পুষছেন। বাবার সঙ্গে মাত্র ১১ বছর বয়সে বাগানে কাজ করার সময় থেকেই শখের বসে সাপ ধরা শুরু করেন। বাসা-বাড়ি থেকে ধরে আনা সাপের পরিচর্যায় একটি ঘর করার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। সেখানে করতে চান এদের বংশবৃদ্ধি। তবে বাহারাইনে এর অনুমতি নেই।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**।

অনলাইন বিজ্ঞাপনে ব্যয় বাড়বে বাহরাইনে

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে আগামী বছর অনলাইন বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্ট প্ল্যানেট রিসার্চের এক নতুন গবেষণায় এ আভাস দেওয়া হয়েছে।

এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০১৭ সালে উপসাগরীয় দেশগুলোতে (জিসিসি) অনলাইন বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় ২০ শতাংশ বাড়বে। যার অর্থ হলো, বিশ্বব্যাপী গড় প্রবৃদ্ধির তুলনায় এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি হবে দ্রুততর।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী বছরের মধ্যে আরব বিশ্বের দেশগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়াবে ১৯ কোটি ৭০ লাখে (১৯৭ মিলিয়ন)।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা পরামর্শক আবদুল কাদের আলকামলি বলেন, 'অনলাইনে নিজেদের উপস্থিতি বাড়ানোর গুরুত্ব ধীরে ধীরে অনুধাবন করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এটা এখন আর বিলাসিতা নয়। বরং তা বর্তমান ক্রম অগ্রসরমাণ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সমাজে জরুরি হয়ে পড়েছে।'

আবদুল কাদের বলেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজের দিকে আমাদের আরও এগোনোর বিষয়টি অনলাইন বিজ্ঞাপন বাজারের বিকাশ ঘটিয়েছে। উদ্ভাবনী নানা কর্মসূচির প্রসার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেখিয়েছে যে, নিজেদের পণ্য ও সেবার কাটতি বৃদ্ধিতে অনলাইন বিজ্ঞাপন কত ভালোভাবে সুবিধা বয়ে এনে দিতে পারে।

এই গবেষণা পরামর্শক আরও বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসায়িকভাবে বেশি লাভবান হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে প্রধানত আরব বিশ্বে নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়টি। গবেষণায় দেখা গেছে, আগামী বছরের মধ্যে আরব বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৯ কোটি ৭০ লাখে পৌঁছাতে পারে।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**।

সিলেটে বাহরাইনপ্রবাসী আহমেদ মালিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানামায় গত ২৯ জুলাই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে যুবলীগ ● প্রথম আলো

সিলেটে প্রবাসীকে নির্যাতন জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি

বাহরাইন প্রতিনিধি

প্রবাসী আহমেদ মালিকের ওপর বাংলাদেশে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বাহরাইন শাখা যুবলীগের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা ও সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। গত ২৯ জুলাই রাজধানী মানামার একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন যুবলীগের বাহরাইন শাখার আহ্বায়ক আল মাহমুদ ভূঁইয়া।

বাহরাইন শাখা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শরীফুল ইসলামের উপস্থাপনায় বক্তৃতা করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, আবদুস সবুর, মানামা মহানগর শাখার মোক্তার মুন্না প্রমুখ।

প্রবাসী আহমেদ মালিকের দেশের বাড়ি সিলেটের ওসমানী নগর উপজেলার সাদীপুর ইউনিয়নের ইব্রাহিমপুর গ্রামে। তিনি বাহরাইনে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা কর্মী হিসাবে কাজ করতেন। চার মাস আগে তিনি ছুটিতে বাংলাদেশ যান।

সংবাদ সম্মেলনে আল মাহমুদ ভূঁইয়া লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেন, গত স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় আহমেদ মালিক দেশে ছিলেন। ফেসবুকের একটি লেখা নিয়ে সাদীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কবির আহমদের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীরা ১৫ জুলাই তাঁর ওপর হামলা চালায়। শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়ে বাড়ি ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা আহমদ মালিককে কয়েকটি রাউন্ড করে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে পায়ের অবস্থা বেশি খারাপ হওয়ায় তাঁকে দ্রুত ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে অবস্থার আরও অবনতি হলে চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁর একটি পা কেটে ফেলতে হয়।

বাহরাইন শাখা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান বলেন, আহমেদ মালিক অত্যন্ত ভালো ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। শুধু ফেসবুকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় সন্ত্রাসীরা একজন সুস্থ-সবল মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে ফেলেছে। দুই সন্তানের পিতা মালিক ছিলেন পরিবারের উপার্জনক্ষম একমাত্র ব্যক্তি। কিন্তু সন্ত্রাসী হামলায় আজ তিনি পরিবারের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

যুবলীগের নেতারা প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আহমদ মালিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি তাঁর দুই শিশু সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়ার জোর দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মো. মোবারক হোসেন, নজির আহমদ, মোশারফ হোসেন, মো. সুহেল মিয়া, এম এ কালাম, শাহিন শিকদার, গাজী ডালিম, যুবলীগ মানামা শাখার সানাউল্লাহ, এরশাদ, রিফা শাখার জে এইচ জামাল, আরদ শাখার ফরহাদ, সোহেল ভূঁইয়া প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বাহরাইনে কর্মরত সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে কর্মকর্তারা

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের সাউদার্ন গভর্নরেটে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের ওপর অব্যাহতভাবে নজরদারি শুরু করেছেন কর্মকর্তারা। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে হওয়া নিশ্চিত করতেই এই নিবিড় তদারকি শুরু করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সাউদার্ন মিউনিসিপ্যালটির কারিগরি সেবা বিভাগের পরিচালক ফাতিমা মাহমুদ ইউসিফ বলেন, বিভিন্ন অব্যবহৃত সামগ্রী ও বর্জ্য ফেলার স্থানগুলোতে সার্বক্ষণিকভাবে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন পরিদর্শকেরা। যাতে এসব স্থান দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়।

গত মাসের শুরুর দিকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে এক সংকট দেখা দিলে সাউদার্ন গভর্নরেটের আবর্জনা ফেলার স্থান পরিদর্শনে যান সাউদার্ন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আহমেদ আলআনসারি, ফাতিমা মাহমুদ ইউসিফ ও অন্য ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা। তাঁদের এ পরিদর্শনের পরই পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের ওপর অব্যাহতভাবে নজরদারি শুরু হয়।

নর্দার্ন ও সাউদার্ন গভর্নরেটের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের দায়িত্ব গত ১ জুলাই 'স্ফিংস সার্ভিস'-এর কাছ থেকে স্প্যানিশ প্রতিষ্ঠান 'আরবাসের'কে দেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন স্থানে বর্জ্য স্তূপাকারে জমা হতে শুরু করে। এতে নগরবাসী দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার অভিযোগ করে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কায় এসব স্তূপ নিজেরাই পুড়িয়ে ফেলার হুমকি দেন।

এ ব্যাপারে ইউসিফ বলেন, প্রতিষ্ঠানটিকে আরও কনটেইনার ও কর্মী সরবরাহ করা দরকার, যাতে তারা কাঙ্ক্ষিত মানে সেবা দিতে পারে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**।

পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সাউদার্ন মিউনিসিপ্যালটির কর্মকর্তারা ● প্রথম আলো

চলে গেলেন হাজার চুরাশির মায়ের স্রষ্টা

অমর সাহা, কলকাতা ●

মহাশ্বেতা দেবী

চলে গেলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী। গত ২৮ জুলাই বেলা ৩টা ১৬ মিনিটে দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতাল বেলভিউতে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। গত ২৭ জুলাই গভীর রাতে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়।

গত ২২ মে ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী ভর্তি হন বেলভিউ হাসপাতালে। এখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিনের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের জন্য তাঁর দুটি কিডনিই বিকল হয়ে যায়। কাজ বন্ধ হয় ফুসফুসের। শেষ মুহূর্তে তাঁকে ডায়ালাইসিস করা যায়নি।

মহাশ্বেতা দেবীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও মেডিকেল বোর্ডের সদস্য সমরজিৎ নস্কর বলেছেন, 'আমরা এই মহান সাহিত্যিককে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি।'

মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম বাংলাদেশের ঢাকায়। ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি। শৈশব ও কৈশোরে স্কুলের পড়াশোনাও ঢাকায়। দেশভাগের পর তাঁরা চলে আসেন কলকাতায়। এরপর শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। মহাশ্বেতা দেবীর বাবা মণীশ ঘটক ছিলেন প্রখ্যাত কবি ও কথাসাহিত্যিক। ঢাকার কথ্যভাষায় কবিতা ও উপন্যাস লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। মা ধরিত্রী দেবীও ছিলেন সাহিত্যিক ও সমাজসেবী। তাঁর ছোট কাকা ঋত্বিক ঘটক ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা। বিখ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন আইপিটিএ ও গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁদের একমাত্র পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্য কয়েক বছর আগে মারা যান। স্মরণীয় কবিতার পঙ্‌ক্তি 'এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়' এবং *হারবার্ট* উপন্যাস লিখে নবারুণ বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এখন রয়েছেন পুত্রবধূ ও এক নাতনি।

মহাশ্বেতা দেবীর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৬৪ সালে কলকাতার বিজয়গড় কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। তিনি সাংবাদিকতাও করেছেন। একজন সমাজসেবী হিসেবে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের উপজাতি এবং দলিত লোধা ও শবর সম্প্রদায়ের মাঝে। এদের জীবন-জীবিকা এবং সুখ-দুঃখ নিয়ে লিখেছেন গল্প-উপন্যাস। তিনি উপজাতি ও আদিবাসীদের সংগ্রামে শামিল হয়েছেন। শামিল হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি।

মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন প্রচুর গল্প ও উপন্যাস। তাঁর লেখা *সংঘর্ষ*, *রুদ্রালি*, *গাঙ্গর*সহ বেশ কয়েকটি উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে। বহির্বিশ্বে সর্বাধিক অনূদিত ভারতীয় লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি (১৯৭৯) ও জ্ঞানপীঠ (১৯৯৬) পুরস্কার। পেয়েছেন র‍্যামন মেগসাইসাই পুরস্কারসহ রাষ্ট্রীয় সম্মান পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলাবিভূষণ পুরস্কারসহ অন্যান্য পুরস্কার। মহাশ্বেতা দেবীর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে *হাজার চুরাশির মা*, *অরণ্যের অধিকার*, *দৌলতী*, *বেদানাবালা*, *অর্জুন*, *অগ্নিগর্ভ*, *তিতুমীর*, *দ্রৌপদী*, *ওল্ড ওম্যান*, *ডাকাতি কাহিনী*, *কৈবর্ত খণ্ডা*, *খণ্ডিত দর্পণে সমাজ*, *নীল চাবি*, *রং নাম্বার* ইত্যাদি।

মহাশ্বেতা দেবীর মৃত্যুতে গভীর শোক নেমে এসেছে পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা ভারতের সাহিত্যজগতে।

বিএনপি নেতাদের সাজা দিয়ে আগাম নির্বাচন!

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর নেতাদের আশঙ্কা

সেলিম জাহিদ ●

দলীয় সাংসদদের নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পর বিএনপিও নড়েচড়ে বসেছে। দলটির আশঙ্কা, বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের বিচারাধীন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করে সরকার আগাম নির্বাচন দিতে পারে। এতে বিএনপির অনেক নেতা নির্বাচনের অযোগ্য হতে পারেন।

দলটির উচ্চপর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতারা জানান, নিজেদের সুবিধামতো সময়ে আগাম নির্বাচন করার সরকারি চিন্তার কিছু ইঙ্গিত তাঁরা পেয়েছেন। তাঁদের কাছে খবর আছে, ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে সরকারের শরিক জাতীয় পার্টিকেও (জাপা) নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।

জাপার চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ গত ১৮ জুন চার দিনের ভারত সফরে যান। এ সফরে এরশাদ দেশটির রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দলের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, জাপাকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার তাগাদা দিয়ে জানানো হয়, আগামী বছরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হবে।

এদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদ একটি সেমিনারে অংশ নিতে গত সপ্তাহে নয়াদিল্লি গেছেন। ২৬ জুলাই 'মৌলবাদের উত্থান : দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নিরাপত্তা'বিষয়ক এ সেমিনার হয়। আজ তাঁর দেশে ফেরার কথা। এ সফর নিয়েও দলে নানা কথা আছে।

বিএনপির নেতাদের অযোগ্য করে নির্বাচনের চিন্তাকে জনগণের ওপর সরকারের আস্থাহীনতা বলে মন্তব্য করেন দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, সরকার জনগণের ওপর আস্থা পাচ্ছে না। তাই এসব তাদের বিকল্প চেষ্টা। এর মাধ্যমে তারা টিকে থাকতে চাইছে।

বিএনপির নেতারা বলছেন, দুটি কারণে তাঁরা সরকারের আরেকটি 'প্রহসনমূলক' মধ্যবর্তী নির্বাচনের আশঙ্কা করছেন। প্রথমত, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও তাঁর ছেলে তারেক রহমানসহ দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলাগুলোতে সরকারের তাড়াহুড়া। দ্বিতীয়ত, গত ২৬ জুলাই আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় দলীয় সাংসদদের এখন থেকেই জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা।

বিএনপির নেতারা মনে করছেন, আগাম নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁরা যেসব তথ্য পাচ্ছেন, তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের একটা যোগসূত্র বা মিল আছে। এ কারণে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। গত ২৭ জুলাই ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠকে এবং তারও আগে ১৯ জুলাই যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে বাংলাদেশবিষয়ক সেমিনারেও বিষয়টি তুলেছিল বিএনপি।

কূটনীতিকদের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন। *প্রথম আলো*কে তিনি বলেন, 'আমরা কূটনীতিকদের বলেছি, সরকার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতাদের সাজা দিয়ে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রহসন করার অপচেষ্টা করছে। বলেছি, এতে বিরাজমান সমস্যা দূর তো হবেই না, বরং পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলবে।'

আর যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সের সেমিনারে বিষয়টি উত্থাপনের কথা উল্লেখ করে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ক্ষমতাসীন দলের উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রাখা। হাউস অব কমন্সের সেমিনারেও বিষয়টি উঠেছিল। যতটুকু জানি, সেখানে এর প্রতিক্রিয়া ভালো হয়নি। এ ধরনের নির্বাচন হলে তা কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে না।'

> ক্ষমতাসীন দলের উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রাখা। হাউস অব কমন্সের সেমিনারেও বিষয়টি উঠেছিল। যতটুকু জানি, সেখানে এর প্রতিক্রিয়া ভালো হয়নি
>
> **অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ**
> সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দলীয় সূত্র জানায়, মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় গত সপ্তাহে তারেক রহমানকে সাত বছরের সাজা ও ২০ কোটি টাকা জরিমানার রায়ের পর বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। হাইকোর্টের এ রায়ের ফলে তারেকের দেশে ফেরা ও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পথে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। একই অবস্থার আশঙ্কা করা হচ্ছে খালেদা জিয়ার ব্যাপারেও। দলের নেতারা ইতিমধ্যে সভা-সেমিনারে তা বলেছেন।

বিএনপি ও আদালত সূত্র জানায়, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ২৯টি মামলা আছে। এর মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পাঁচটি; হত্যা, বিস্ফোরক ও নাশকতার অভিযোগে ১৫টি; মানহানি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি, রাষ্ট্রদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক উসকানির অভিযোগ মিলিয়ে মামলার সংখ্যা এই।

জানা গেছে, দুদকের মামলাগুলো হয়েছে সেনা-সমর্থিত সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। সেগুলো হলো জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি, নাইকো দুর্নীতি, গ্যাটকো দুর্নীতি ও বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতির মামলা। এর মধ্যে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে এখন খালেদা জিয়ার আত্মপক্ষ সমর্থন করার পর্যায়ে আছে।

বিএনপির সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত খালেদা জিয়াসহ বিএনপির ১৫৮ জন কেন্দ্রীয় নেতার বিরুদ্ধে ৪ হাজার ৩৩১টি মামলা ছিল। আর সারা দেশে নেতা-কর্মীদের নামে মামলা ছিল ২১ হাজার ৬৮০টি। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিরুদ্ধে ৮৬টি মামলা আছে। ২৫টিতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে রফিকুল ইসলাম মিয়ার বিরুদ্ধে ৮৩টি, মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে ৫৩, মওদুদ আহমদের বিরুদ্ধে ২৩টি মামলা আছে। এ ছাড়া গত বছরের ২ অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য এম কে আনোয়ার ৩০টি, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ২১, তরিকুল ইসলাম ১২, আ স ম হান্নান শাহ ১০ ও খন্দকার মোশাররফ হোসেন ৬টি মামলার আসামি ছিলেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, 'আমাদের জেল দিয়ে তারা আবার নির্বাচন করে ক্ষমতায় পুনর্বহাল থাকতে চায়। আমরা দেখছি, সরকার আমাদের মামলায় খুব তাড়াহুড়া করছে। ৫ থেকে ১০ দিনের বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের মামলায় এক-দেড় মাস পর পর তারিখ দেওয়া হয়।'

বিএনপির নেতারা বলছেন, দুর্নীতির মামলায় সাজার পর খালেদা জিয়াকে জেলে নিয়ে দলের একটি অংশকে হাত করে সরকার নির্বাচন করবে, এমন গুঞ্জন অনেক দিন ধরেই দলের ভেতরে-বাইরে আছে। তারেকের সাজার রায়ের পর ওই গুঞ্জন আরও ঘণীভূত হচ্ছে বলে নেতাদের আশঙ্কা।

এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'বেগম জিয়াকেও সাজা দেওয়া হবে বলে আমরা আশঙ্কা করছি। তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, তারা (সরকার) যদি এমনটা করতে যায়, তার প্রতিক্রিয়া ২০১৪ সালের চেয়ে ভিন্ন রকম হবে।'

ট্যানারির মালিকদের ওপর বিরক্তি প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

প্রথম আলো ডেস্ক ●

শেখ হাসিনা

রাজধানীর হাজারীবাগ ছাড়তে ট্যানারির মালিকেরা অযথা কালক্ষেপণ করছেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ৩১ জুলাই রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ট্যানারি কারখানাগুলো সাভারের হরিণধরা এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ট্যানারির মালিকদের অনেক ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনারও সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। তবু ট্যানারি কারখানাগুলোর মালিকেরা অযথা সময় নষ্ট করছেন। কেন তাঁরা সেখানে যেতে চাইছেন না, তা বুঝতে পারছি না। এটা ঠিক নয়। তবে তাঁদের আর দেরি করা উচিত নয়।'

শেখ হাসিনা আরও বলেন, তাঁরা যত তাড়াতাড়ি হাজারীবাগ এলাকা ছাড়বেন, ততই এই এলাকার পরিবেশের উন্নয়নের জন্য তা মঙ্গলজনক হবে। তিনি এ সময় ট্যানারি স্থাপনাগুলো অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জোরদার করতে হবে। এর অংশ হিসেবে সারা দেশে সবুজ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, গ্রিন হাউস গ্যাস ইফেক্টের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সবুজ অর্থনীতি গড়ার পথই একমাত্র বিকল্প।

প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব ভালোভাবে নিরূপণ করা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নদীদূষণ, পাহাড় কাটা, কৃষিজমিতে রাসায়নিকের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধসহ পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। জাতি হিসেবে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব সবার।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রতিটি এলাকায় জলাধার রাখতে হবে। এ জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের অব্যাহত নজরদারির মাধ্যমে রাজউকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে চাপ প্রয়োগেরও আহ্বান জানান তিনি।

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন পরিবেশ ও বন উপমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, পরিবেশ ও বনসচিব কামাল উদ্দিন আহমেদ, পরিবেশ ও বন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রইসুল আলম মণ্ডল এবং প্রধান বন সংরক্ষক মো. ইউনুস আলী।

বার্তা সংস্থা বাসস জানায়, অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালের জন্য বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ও জাতীয় পরিবেশ অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১৫ সালের জন্য বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার ও সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশের চেক প্রদান করেন।

এ বছর তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁরা হলেন সাবেক বন সংরক্ষক তপন কুমার দে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ড. নুর জাহান সরকার এবং নওগাঁর জীববৈচিত্র্য, বন, বন্য প্রাণি ও নদী সংরক্ষণ কমিটির (জীবন) প্রতিষ্ঠাতা মো. ইউনুছার রহমান (হেবজুল)।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ান : বাসস জানায়, দেশের বন্যাকবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে শুকনো খাবারসহ ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দাঁড়াতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ৩১ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়। সূত্র : **ইউএনবি**

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় বন্যার পানিতে ডুবে গেছে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার ডেবরাইপেচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন। বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ায় এরই মধ্যে জেলায় প্রায় ৮০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ১ আগস্ট সকালে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

কিছু অঞ্চলে পরিস্থিতির আরও অবনতি

বন্যার সঙ্গে সংকট খাদ্যের

প্রথম আলো ডেস্ক ●

ফরিদপুর, রাজবাড়ী, শেরপুর ও গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। পানি উঠেছে নতুন নতুন এলাকায়। তবে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, কুড়িগ্রাম ও টাঙ্গাইলে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে কেবল বগুড়ায়। সব জায়গাতেই ত্রাণের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে বানভাসী মানুষেরা।

ফরিদপুর, জামালপুর ও কুড়িগ্রামে গত ৩১ জুলাই বন্যার পানিতে ডুবে তিন শিশুসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। রেললাইনে বন্যার পানি ওঠায় জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ রেলপথে গত ৩০ জুলাই সকাল থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে ওই রেলপথের যাত্রীরা চরম বিপাকে পড়েছে।

পদ্মার পানি বাড়া অব্যাহত রয়েছে। ফাটল ধরেছে ফরিদপুর শহররক্ষা বাঁধে। সদর উপজেলার ডিক্রির চর, নর্থ চ্যানেল এবং আলিয়াবাদ ইউনিয়নের বিপুলসংখ্যক মানুষ পানিবন্দী রয়েছে। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন গত ৩১ জুলাই ডিক্রির চর ও নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নের ৮৫০টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন। তবে সদরের আলিয়াবাদ ও চরমাধবদিয়া ইউনিয়নে ওই দিন পর্যন্ত বন্যাদুর্গত লোকজনকে কোনো সাহায্য দেওয়া হয়নি। চরভদ্রাসনের চরহরিরামপুর ইউনিয়নের পূর্ব শালেপুর গ্রামে গতকাল দুপুরে পানিতে ডুবে আলী বেপারী (৮৫) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন বলে জানা গেছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) রাজবাড়ী কার্যালয়ের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী নুরুল নবী জানান, পদ্মার পানি বাড়ায় জেলার সদর, কালুখালী, পাংশা এবং গোয়ালন্দ উপজেলার নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, দুর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণের জন্য তাঁরা ত্রাণ পাননি। তাঁরা ত্রাণের জন্য সহায়তা কামনা করছেন। গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পঙ্কজ ঘোষ জানান, তাঁর উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য গত ৩০ জুলাই আরও ৭৫ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদ ও দশআনী নদীর পানি বাড়া অব্যাহত থাকায় শেরপুর সদর উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। উপজেলার পাঁচ ইউনিয়নের ৪০টি গ্রামের প্রায় ৩০ হাজার মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে।

গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালি ইউনিয়নের তালুক বুড়াইল এলাকায় ৩১ জুলাই দুপুরে সোনাইল বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের প্রায় ৩০০ ফুট অংশ ভেঙে কমপক্ষে আটটি গ্রাম নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। তালুক বুড়াইল গ্রামের কৃষক খোকা মিয়া (৫০) বলেন, 'কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমার তিনটি ঘর, আসবাবপত্র, গোলার ধান-চাল ডুবে গেছে। গবাদিপশু নিয়ে বাঁধে আশ্রয় নিয়েছি।'

> ফরিদপুর, রাজবাড়ী, শেরপুর ও গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে

৩০ জুলাই রাতে একই উপজেলার খামার বোয়ালি এলাকায় গাইবান্ধা-কালীরবাজার সড়কের আধা কিলোমিটার অংশ ডুবে যাওয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে গাইবান্ধা-সাঘাটা সড়ক। গাইবান্ধার চারটি উপজেলার ৩৩টি ইউনিয়নে পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে ২ লাখ ৭০ হাজার মানুষ।

সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি কিছুটা কমলেও জেলায় বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। শাখা নদীগুলোতে পানি বাড়া অব্যাহত রয়েছে। করতোয়া, বড়াল, হুরাসাগর, ধলাই এবং ফলঝোর নদের পানি বাড়ার কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলো প্লাবিত হয়েছে। তাঁতসমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে পরিচিত শাহজাদপুর, বেলকুচি ও এনায়েতপুরের হাজার হাজার তাঁত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কাজ না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন এসব কারখানার শ্রমিকেরা।

জামালপুরের বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। রেললাইনে বন্যার পানি ওঠায় জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ রেলপথে গত ৩০ জুলাই সকাল থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে ওই রেলপথের যাত্রীরা চরম বিপাকে পড়েছে। মেলান্দহ উপজেলার দুরমুঠ এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে রেললাইনের ওপর দিয়ে বন্যার পানি প্রবাহিত হওয়ায় এই পথে রেল চলাচল বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩১ জুলাই সকালে মাদারগঞ্জ উপজেলার দাঁতভাঙ্গা সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়ক ভেঙে যাওয়ায় উপজেলার সঙ্গে জেলা শহরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দুপুরে ইসলামপুর উপজেলার চরপুটিমারী গ্রামে বন্যার পানিতে ডুবে ৩১ জুলাই দুপুরে মনোয়ারা বেগম (৫৫) ও একই ইউনিয়নের বেনুয়ার চর নয়াপাড়া গ্রামের মরিয়ম বেগম (৫৩) নামের দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে।

নদ-নদীর পানি সামান্য কমলেও কুড়িগ্রামের নয় উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। ত্রাণের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ মানুষ। ৩১ জুলাই সকালে চিলমারীর সরকার পাড়া গ্রামের মৃত কফিল উদ্দিনের ছেলে ওসমান হোসেন (৫৫) এবং দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চিলমারী ডিগ্রি কলেজ মাঠসংলগ্ন এলাকায় পানিতে ডুবে মো. শাহিন মিঞার ছেলে নাজিম মিঞা (১৪) মারা গেছে।

টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। উপজেলার সব কটি ইউনিয়নই বন্যাকবলিত। পানিবন্দী রয়েছে প্রায় ২৫ হাজার পরিবার। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মাঝে ৩১ জুলাই পর্যন্ত কোনো ত্রাণসামগ্রী পৌঁছায়নি বলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে।

যমুনার পানি কমায় বগুড়ায় বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সরকারি হিসাবে গতকাল পর্যন্ত সারিয়াকান্দি, সোনাতলা এবং ধুনট উপজেলার ১ লাখ ২১ হাজার মানুষ পানিবন্দী ছিল।

{প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন **গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রাজবাড়ী ও গোয়ালন্দ প্রতিনিধি** এবং **কুড়িগ্রাম ও ফরিদপুর অফিস**}

সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নরেন্দ্র মোদি

মুক্তিযুদ্ধের মতো পাশে আছে ভারত

নয়াদিল্লি প্রতিনিধি ●

নরেন্দ্র মোদি

> বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সহিংস কর্মকাণ্ড দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁর প্রশংসা করেন নরেন্দ্র মোদি

মুক্তিযুদ্ধের সময় যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিল, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও ভারত তেমনি দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশের পাশে থাকবে। সফররত বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে এ কথা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ২৮ জুলাই সকালে মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন আসাদুজ্জামান খান।

সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সহিংস কর্মকাণ্ড দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁর প্রশংসা করেন নরেন্দ্র মোদি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, বাংলাদেশ সব সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বাংলাদেশে তাদের ধর্মীয় আচার-উৎসব স্বাধীনভাবে পালন করে আসছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সব সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও মানবিক অধিকার রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

দুই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক : ২৮ জুলাই বিকেলে নয়াদিল্লির নর্থ ব্লকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠক করেন আসাদুজ্জামান খান এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন ১৪ সদস্যের প্রতিনিধিদল। সাড়ে তিন বছর পর দুই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো।

বৈঠক শেষে আসাদুজ্জামান খান সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে বলেছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ যে সার্বিক যুদ্ধ শুরু করেছে, ভারতও তার শরিক। বাংলাদেশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারত এ লড়াইয়ে রয়েছে। সন্ত্রাসবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণে দুই দেশই একে অপরকে আরও বেশি করে সহযোগিতা করবে।

বৈঠকে দুই দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী, উপকূলরক্ষী বাহিনী, মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পদস্থ কর্মকর্তারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। বৈঠকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার বিষয়টি। ভারতীয় নেতৃত্ব বৈঠকে বলেন, বাংলাদেশের প্রয়োজনে ভারত সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে বলা হয়, মৌলবাদী সন্ত্রাস কী জিনিস, বাংলাদেশ এই প্রথম তা উপলব্ধি করছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর প্রভাবও সে দেশের জঙ্গি সংগঠনগুলোর ওপর পড়েছে। এ ধরনের বিপদ মোকাবিলার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের তুলনায় ভারতের বেশি। ভারত তাই প্রতিবেশী বন্ধু দেশকে জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার জন্য যেভাবে নিজেদের গড়ে তোলা দরকার, ভারত তা বাংলাদেশকে দিতে প্রস্তুত। বাংলাদেশকে শুধু তার প্রয়োজনের দিকগুলো জানাতে হবে।

বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের এক সদস্য *প্রথম আলো*কে বলেন, তদন্তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত অনেক উন্নত ও আধুনিক। কমান্ডো প্রশিক্ষণের দিকটাও ভারতের খুব উন্নত। এ বিষয়গুলোর সহায়তা বাংলাদেশ নিতে চায়। ভারতও জানিয়েছে, তারা সব ধরনের প্রশিক্ষণ দিতে প্রস্তুত। বিশেষ করে কমান্ডো প্রশিক্ষণ।

প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হক এই সফরে ভারতের উন্নত প্রশিক্ষণব্যবস্থা ঘুরে দেখেন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সন্ত্রাস দমনে যে সংস্থাগুলো নিয়োজিত সেই এনএসজি, এনআইএ ও গোয়েন্দা ব্যুরোর কাজকর্মের পদ্ধতি তিনি নিরীক্ষণ করেন।

দুই দেশ সম্প্রতি বহিঃসমর্পণ চুক্তি সংশোধন করেছে। অপরাধী হস্তান্তর যাতে সহজতর হয়, সে লক্ষ্যেই এই সংশোধন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এই চুক্তির বিষয়গুলোও আলোচিত হয়। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমকে এ কথা জানিয়ে আসাদুজ্জামান খান বলেন, ভিসা সমস্যা দূর করার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআই আসাদুজ্জামান খানের বরাতে জানিয়েছে, দুই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস) কিংবা ভারতের ধর্মপ্রচারক জাকির নায়েকের বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেণ রিজেজু। তিনি বলেন, এটা খুবই ফলপ্রসূ বৈঠক ছিল। সেখানে এমন কোনো বিষয় ছিল না, যেটাতে দুই পক্ষের মতভিন্নতা হয়েছে।

সংক্ষেপ

বাড়তি পণ্য বহনের দায়ে ব্যবস্থা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ডের বড় দারোগারহাটে ওজন পরীক্ষা (এক্সেল লোড কন্ট্রোল) স্টেশনে গত ২৮ জুলাই ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালিত করেছে। এ সময় অতিরিক্ত পণ্য বহনের দায়ে ১৩টি যানকে জরিমানা ও ৩১টি যানের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। নির্বাহী হাকিম ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ রুহুল আমীন দুপুরে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, ২৮ জুলাই দুপুরে ওই এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনে তিনি ৫৭টি পণ্যবাহী গাড়ির ওজন পরীক্ষা করেন। এর মধ্যে ৫৪টি গাড়িতে অনুমোদিত ওজনের তুলনায় ৪ থেকে ১৬ টন পর্যন্ত অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই ছিল। এ ঘটনায় ১৩টি ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। বাকি ৩১টি যানবাহনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। মোটরযান অধ্যাদেশ-১৯৮৩-এর আওতায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এর আগে গত ২৪ জুলাই দুপুরে একই স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সীতাকুণ্ডের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজমুল ইসলাম ভূঁইয়া ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুহুল আমীন। এ ঘটনার পর সন্ধ্যায় গাড়িচালকেরা জোট বেঁধে ওই স্থানে এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করেন।
● সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

‘অর্থডক্স’ চায়ের সর্বোচ্চ দাম

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ চা-বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন নিউ সমনভাগ চা-বাগানে তৈরি ‘অর্থডক্স’ জাতের চা নিলাম বাজারে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হয়েছে। গত ২৬ জুলাই চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক নিলাম বাজারে এই চা বিক্রি হয়। চা-বোর্ডের চা-ব্যবস্থাপনা কোষের মহাব্যবস্থাপক শাহজাহান আখন্দ জানান, নিলাম বাজারে প্রতি কেজি অর্থডক্স চা সর্বোচ্চ ৭৮০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। নিউ সমনভাগ বাগান এ জাতের ২০০ কেজি চা তৈরি করেছে। শাহজাহান আখন্দ বলেন, সতেজ কুঁড়ি থেকে এ জাতের চা তৈরি হয়। এটি উন্নতমানের চা। সাধারণ চা থেকে এ চায়ের নির্যাসও ভিন্ন। ভবিষ্যতে আরও বেশি পরিমাণে অর্থডক্স চা উৎপাদিত হবে।
● জুড়ী (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

মহেশখালীতে বড়শি উৎসব

প্রতিবছরের মতো এবারও কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলা সদরের বাবু দিঘিতে গত ২৯ জুলাই বড়শি উৎসব শুরু হয়েছে। মহেশখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আবুল কালাম জানান, বড়শি উৎসবের জন্য বাবু দিঘিতে ১২টি বাঁশের মাচা বসানো হয়েছে। কোনো ব্যক্তি দিনে দেড় হাজার টাকা দিয়ে একটি মাচায় বসে মাছ শিকার করতে পারবেন। টানা ১০ সপ্তাহ প্রতি শুক্রবার এ উৎসব চলবে। গত ২৯ জুলাই দেখা যায়, মৎস্য শিকারিরা বাঁশের মাচায় বসে বড়শি দিয়ে মাছ শিকার করছেন। কারও কারও বড়শিতে ধরা পড়ছে চার-পাঁচ কেজি ওজনের মাছ। এতে তাঁরা বেশ খুশি। আবার আশানুরূপ মাছ ধরা না পড়ায় অনেকে হতাশা ব্যক্ত করেন। স্থানীয় মৎস্য শিকারি মোহাম্মদ শাহিন বলেন, একবার বড়শি উৎসবে অংশ নিতে প্রায় চার হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু সেই অনুপাতে মাছ ধরা পড়ে না। তারপরও শখের বসে তিনি মাছ শিকারে এসেছেন।
● মহেশখালী (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

খরগোশের মতো লাফিয়ে চলে লাফারু। এ প্রাণীটির খুব একটা দেখা মেলে না। বন্যার কারণে লোকালয়ে আসা এটি ধরে ফেলে শিশু-কিশোরেরা। ছবিটি গত ৩১ জুলাই ফরিদপুর সদর উপজেলার আলিয়াবাদ ইউনিয়নের ভাজনডাঙ্গা এলাকা থেকে তোলা
● প্রথম আলো

১৬টি রেলক্রসিংয়ের ১১টিই অরক্ষিত

রংপুরের কাউনিয়া রেলওয়ে জংশন এলাকায় ১৬টি রেলক্রসিংয়ের মধ্যে ১১টিই অরক্ষিত। নেই কোনো ব্যারিয়ার বা গেট। ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে সব ধরনের যানবাহন। কাউনিয়া রেলওয়ে স্টেশনটি হলো রেলওয়ে জংশন। স্টেশনটি ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রেলওয়ে জংশন থেকে তিন দিকে তিনটি রেললাইনের পথ চলে গেছে। এর একটি ঢাকার পথে, একটি কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট এবং একটি রংপুরের দিকে। ট্রেনের এই তিন পথে ১৬টি স্থানে রেলক্রসিং রয়েছে। এসব ক্রসিংয়ের ১১টি অরক্ষিত। রেলওয়ে স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, অরক্ষিত রেলক্রসিংগুলো হলো খোর্দ্দ বালাপাড়া, সান্দি, শহীদবাগ বাজার, চেয়ারম্যানবাড়ি, সাধুর মোড়, মীরবাগ বীজলের ঘণ্টি, মোফাজ্জল হোসেন উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে, মজির গেট, কুলিপাড়া, বাঁধক্রসিং ও বল্লভবিষু।
● নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর

রাস্তায় ধানরোপণ এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির পরও পাকা হয়নি মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার জয়চণ্ডী ইউনিয়নের পূর্ব রঙ্গিরকুল-কাটাউনি দেড় কিলোমিটার কাঁচা। চলতি বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিতে রাস্তাটি কাঁদায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় ভুক্তভোগী এলাকাবাসী প্রতিবাদ জানাতে প্রতীকীভাবে গত ৩১ জুলাই সকালে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে আমন ধানের চারা রোপণ করেন ● প্রথম আলো

জঙ্গি দলে কেন ভিড়ছে বিত্তবানের সন্তানেরা

আহমেদ জায়িফ ●

গুলশানে হলি আর্টিজান, কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ও সর্বশেষ ঢাকার কল্যাণপুরের ঘটনায় নিহত জঙ্গিদের মধ্যেও সাতজন রাজধানীর উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁরা ইংরেজি মাধ্যমে ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মাদ্রাসাপড়ুয়া থেকে শুরু করে শহুরে উচ্চবিত্তের সন্তানেরা পর্যন্ত কেন জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ছেন, তা এখন সর্বত্র আলোচনার বিষয়। বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে। দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও মনস্তত্ত্ববিদেরা বলছেন, জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো কৌশল হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম শিক্ষিত তরুণদের দলে ভেড়ানোর কৌশল নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো কিছুটা সফল হয়েছে। এখন এটা মোকাবিলার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

গুলশান ও শোলাকিয়ায় হামলা, মাদারীপুরের কলেজশিক্ষককে হত্যাচেষ্টায় জড়িত এবং সর্বশেষ গত ২৬ জুলাই ভোরে কল্যাণপুরের জঙ্গি আস্তানায় পুলিশি অভিযানে নিহত হয়েছেন ১৬ জন জঙ্গি। হলি আর্টিজানের ঘটনা বাদে বাকি তিনটি ঘটনায় একজন করে সন্দেহভাজন জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছেন।

নিহত ও গ্রেপ্তার হওয়া এই ১৯ জঙ্গির মধ্যে সাতজন ইংরেজি মাধ্যম বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। তাঁদের মধ্যে চারজন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের, একজন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের, একজন মালয়েশিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। একজন স্কলাস্টিকা থেকে ও লেভেল পাস করা। বাকিরা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁদের মধ্যে চারজন কলেজছাত্র ও ছয়জন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন। একজন পড়েছেন তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত। একজনের লাশ এখনো শনাক্ত হয়নি।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, ২০১২-১৩ সাল থেকে জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তানদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, নিম্নবিত্ত ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণেরাই শুধু জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত, সবাই যখন এমনটা ধরে নিয়েছে; জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো তখন তাদের লক্ষ্যবস্তুতে নিয়েছে শিক্ষিত তরুণদের। কারণ, বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগব্যবস্থার প্রসার এবং ‘ইসলামিক রাষ্ট্র’ গঠন করার তাদের যে লক্ষ্য, সে জন্য শিক্ষিত তরুণদেরই তাদের প্রয়োজন বেশি। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে যাঁরা সিরিয়ায় গেছেন, তাঁদের বড় অংশই উচ্চশিক্ষিত।’

বিত্তবান পরিবারের শিক্ষিত তরুণদের জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত হওয়ার বিষয়টি আগেও বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় এসেছে। ২০০১ সালে এ দেশে হিযবুত তাহ্রীরের তৎপরতা শুরুর পর থেকেই বিষয়টি ক্রমে আলোচনায় আসতে থাকে। বিত্তবান পরিবারের সন্তান ও সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কেন্দ্র করেই হিযবুত তাহ্রীর (বর্তমানে নিষিদ্ধ) কার্যক্রম শুরু করে। তাদের সদস্যদের বড় অংশই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা।

১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলার পর এই বিষয়টি সারা দেশের মানুষকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এটা সর্বত্র আলোচনা ও উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুলশানের ঘটনায় নিহত পাঁচ জঙ্গির মধ্যে তিনজনই ছিলেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া। এর মধ্যে রোহান ইবনে ইমতিয়াজ স্কলাস্টিকা থেকে এ লেভেল শেষ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন, স্কলাস্টিকা থেকে ও লেভেল পাস করেছিলেন মীর সামেহ মোবাশ্বের। নিবরাস ইসলাম ঢাকার টার্কিশ হোপ স্কুল থেকে পাস করে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে কিছুদিন পড়ার পর তিনি মালয়েশিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়েছেন। তাঁদের সবার পরিবারই অবস্থাপন্ন এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

হলি আর্টিজানের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গত ২৬ জুলাই ভোরে কল্যাণপুরের জঙ্গি আস্তানায় পুলিশের হামলায় নিহত জঙ্গিদের পরিচয় এই আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সমাজের সচেতন মানুষদের আবার বড় ধরনের নাড়া দিয়েছে। এখানে নিহত নয়জনের মধ্যে এ পর্যন্ত আটজনের পরিচয় জানা গেছে। একজন আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পরিচয় পাওয়া নিহত আটজনের মধ্যে শেহজাদ রউফ ওরফে অর্ক মার্কিন নাগরিক ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএর ছাত্র ছিলেন। তাজ-উল-হক রাশিক একাডেমিয়া থেকে ও লেভেল ও পরে মাস্টারমাইন্ড স্কুল থেকে এ লেভেল পাস করে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস বিভাগ থেকে পাস করেন। নিহত আকিফুজ্জামান টার্কিশ হোপ স্কুলে পড়াশোনা শেষে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। বাকি পাঁচজনের মধ্যে একজন কলেজে স্নাতক শ্রেণির ছাত্র, একজন উচ্চমাধ্যমিক পাস এবং দুজন মাদ্রাসায় ও একজন তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন।

এর আগে শোলাকিয়ার ঈদগাহ মাঠের পাশে পুলিশের ওপর হামলাকারী নিহত জঙ্গি আবির রহমান বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়াল (বিআইটি) থেকে এ লেভেল পাস করে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। মাদারীপুরে কলেজশিক্ষক হত্যাচেষ্টার ঘটনায় প্রথমে আটক ও পরে পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত গোলাম সাইফুল্লাহ (ফাহিম) উত্তরার একটি কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ছিলেন।

সচ্ছল পরিবারের সন্তান এবং অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এসব ছাত্ররা কেন এ পথে গেল? এ বিষয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মো. তাজুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, দারিদ্র্যের কারণে বা বিশেষ একটি শিক্ষায় শিক্ষিতরাই জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট হয়—এই ধারণা সঠিক নয়। যাঁরা জঙ্গিবাদের আকৃষ্ট হচ্ছেন, তাঁরা অর্থ বা জাগতিক কোনো কারণে ওই পথে যাচ্ছেন, এমনটা নয়। তরুণদের প্রথমে ধর্মের প্রতি অনুরক্ত করা হয় এবং পরে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সামাজিক অবস্থান এ ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসে না।

লাউয়াছড়ার গাছ কাটা বন্ধ ও রামপাল চুক্তি বাতিলের দাবি

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি ●

নির্বিঘ্নেরেল চলাচলের জন্য লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ২৫ হাজারের অধিক গাছ কাটার উদ্যোগ বন্ধ এবং রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ চুক্তি বাতিলের দাবিতে ১ আগস্ট মৌলভীবাজারে মানববন্ধন হয়েছে।

বেলা ১১টায় মৌলভীবাজার প্রেসক্লাব মোড়ে এসব কর্মসূচি পালন করেছে পাঁচটি সংগঠনের জোট তরুণ সামাজিক উদ্যোক্তা ফোরাম। এ সময় বক্তৃতা করেন বাপার জেলা কমিটির সমন্বয়ক আ স ম সালেহ সোহেল, লাউয়াছড়া বন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ ভূঁইয়া, উই ফর বাংলাদেশের চেয়ারম্যান শাহ ফাহিম, ধ্রুবতারা ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক মাহমুদ এইচ খান প্রমুখ।

নেশা তাঁর পত্রিকা পাঠ

শেষ পৃষ্ঠার পর

একপর্যায়ে আমিও অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। এখন পত্রিকাগুলোর দেখভালও করি।’

একমাত্র ছেলে তানভির হোসেন সিলেটের মদনমোহন কলেজের স্নাতক শিক্ষার্থী। তাঁর ভাষায়, বাবার এই সংগ্রহশালা ইতিহাস। এটা ভবিষ্যতে সংরক্ষণ করে রাখার চিন্তা আছে।

পেশাগত কারণে মুদাব্বিরের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এমাদ উল্লাহ শহিদুল ইসলামের। তিনি বলেন, প্রতিদিন একাধিক পত্রিকা বগলদাবা করে বাড়ি নিয়ে যান মুদাব্বির। তাঁর এই পাঠাভ্যাস নিঃসন্দেহে বিরল।

মুদাব্বিরকে এক নামে চেনেন স্থানীয় অনেক সংবাদপত্র পরিবেশক। অন্যতম পুরোনো পরিবেশক ‘আলমগীর এন্টারপ্রাইজ’-এর মালিক ইসমাইল হোসেন বলেন, পাকিস্তান আমলে পত্রিকা ছিল কম। যেগুলো আসত সবই কিনতেন মুদাব্বির।

নিজ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক খাতা দেখে ইসমাইল হোসেন জানান, ১৯৭৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকা কিনেছেন মুদাব্বির। দিনে সর্বোচ্চ ২০টিও নিয়েছেন। ১৯৯১ সালের পর পত্রিকার সংখ্যা বাড়লে তাঁর মাসে বিল আসত কয়েক হাজার টাকা। মাঝেমধ্যে বিল বকেয়া পড়লে টাকার জন্য তাগাদা দিলে তিনি বলতেন, ‘পড়া জমাইয়া রাখলাম!...মাইর যাইত নায়, জমিজামা বিক্রি করি হইলেও বিল দিমু!’ বাস্তবে দুবার জমি বিক্রি করে বিল পরিশোধও করেছেন।

মুদাব্বিরের এই পত্রিকাপাঠ ও সংগ্রহকে ‘অমূল্য’ হিসেবে অভিহিত করেছেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক মো. সোহরাব হোসেন। তিনি বলেন, পত্রপত্রিকার সংগ্রহ দেশ-বিদেশের ঘটনাপ্রবাহের একটি দালিলিক প্রমাণ। নিঃসন্দেহে এটি অমূল্য। কিন্তু যথাযথ প্রক্রিয়ায় এগুলো সংগ্রহ করে না রাখতে পারলে এর কোনো মূল্য নেই। তিনি পত্রিকাগুলো রক্ষায় মুদাব্বিরকে বাড়িতে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। তাতে পত্রিকাগুলো সব সময় পাঠকদের নাড়াচাড়ার মধ্যে থাকলে সংরক্ষণের জন্যই ভালো।

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

যে পরিমাণ বেতনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা দেওয়া হচ্ছে না। এ কারণে কাজ বন্ধ রেখে ধর্মঘটে নামেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, ভারতে তাঁদের বলা হয়েছিল ১৫০ বাহরাইনি দিনার করে দেওয়া হবে, কিন্তু বাহরাইনের আসার পর জোর করে তাঁদের সঙ্গে ৮০ দিনারের চুক্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া পুরো পবিত্র রমজান মাসে এক দিনের জন্যও বিশ্রাম না দিয়ে তাঁদের দিয়ে কাজ করানো হয়েছে। এখন শ্রমিকেরা আর ওই কাজে ফিরতে চান না। তাঁরা দেশে ফিরে যেতে চান।

জিএফবিটিইউর প্রতিনিধি করিম রাধি বলেন, ‘আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলি, শ্রমিকদের দেশে থাকতে যে বেতনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, বাহরাইনে পৌঁছার পর তাঁদের কেমন বেতন দেওয়া হয়, সেদিকে নজর দিতে।’ তিনি বলেন, ‘আমরা প্রবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ও শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শ্রমিক বলেন, ‘আমাদের ঠিক সময় বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, যে পরিমাণ বেতন দেওয়ার কথা ছিল, সে পরিমাণে বেতন দেওয়া হয় না। তাঁরা দুই বছরের কিছু কম সময় ধরে ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন।’

ভারতের তামিলনাড়ুর বাসিন্দা ২৯ বছর বয়সী এক যুবক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, তাঁকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত একটানা কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। অ্যাসিডের মতো রাসায়নিক দিয়ে ১০০ ফুট গভীরে নামিয়ে ট্যাংক পরিষ্কার করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁরা এ ধরনের কাজ আর করতে চান না। বাড়ি ফিরে যেতে চান।

এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জিডিএনের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তারা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি ভারতীয় দূতাবাসের কোনো কর্মকর্তাও।

সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

চা ক রি র খোঁ জ

কাতারে কাজের খবর

বিক্রয়কর্মী
একটি পোশাক তৈরির কারখানার জন্য সেলস অ্যান্ড প্রমোশন পারসন আবশ্যক। বেতনের পাশাপাশি কমিশন দেওয়া হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : alaamuhanna@gmail.com, ফোন : ৫৫৩৬৩৪০৫। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

বিক্রয়কর্মী
একটি প্রতিষ্ঠিত কাতারি কোম্পানির জন্য কয়েকজন বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। নতুন গ্রাহক আনার কাজে অভিজ্ঞ এবং নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা ও স্থানান্তরযোগ্য ওয়ার্ক পারমিটধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ফোন করুন :৫৫০৮৫২৩৫, সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

শেফ/ওয়েটার
ডেজার্ট শেফ ও ওয়েটার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : alwakracafe@gmail.com। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

অ্যাপ ডেভেলপার
মোবাইলের অ্যাপ ডেভেলপার (খণ্ডকালীন) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : dohahrd@yahoo.com. ফোন : ৫৫৪৫৮৬৬৪, সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

গাড়িচালক
একটি খাবারসামগ্রীর কোম্পানির জন্য হালকা ও ভারী যানের কয়েকজন চালক আবশ্যক। এনওসিধারী (অনাপত্তিপত্র) প্রার্থীরা কেবল হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন : ৫৫৮৮৫০৫৮। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

হেন্না আর্টিস্ট
দুহাইলের একটি সেলুনের জন্য হেন্না আর্টিস্ট আবশ্যক। হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন : ৬৬০০২৩৬৬। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

গাড়িচালক
একটি কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য কয়েকজন গাড়িচালক আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : qatarrecruitment@gmail.com ফোন : ৩১২৮২৬৯০/৭০০৪০১৪৮, সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

শিক্ষক
বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক আবশ্যক। ফোন করুন :৩৩০৩০১০৪, সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

বিক্রয়কর্মী
খুচরা পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি নেতৃস্থানীয় গ্রুপের জন্য বিক্রয়কর্মী (নারী) আবশ্যক। পেশাদার মনোভাবের অধিকারী, উদ্যমী ও স্মার্ট হতে হবে। ই-মেইল করুন : hr.cfqa@gmail.com, সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

গাড়িচালক
লিম্যুজিনসহ বিভিন্ন পরিবহন সেবাদানকারী একটি কাতারি কোম্পানির জন্য কয়েকজন গাড়িচালক আবশ্যক। যোগ্যতা : গাড়িচালনায় ন্যূনতম এক বছরের অভিজ্ঞতা; কাতারি লাইসেন্সধারী; স্থানীয় বিভিন্ন এলাকা সম্পর্কে ধারণা; স্থানান্তরযোগ্য স্পনসরশিপ। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : Qatarhr901@gmail.com। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

ইঞ্জিনিয়ার/ড্রাফটস-ম্যান
একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য এমইপি কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য জ্যেষ্ঠ মেকানিক্যাল সাইট ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি; উপসাগর অঞ্চলে ন্যূনতম আট বছর কাজের অভিজ্ঞতা; ভবন নির্মাণ-সম্পর্কিত ডিজাইন পর্যালোচনা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এইচভিএসি বসানো ও প্লাম্বিং সার্ভিসের কাজের দায়িত্ব), মেকানিক্যাল সাইট ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি; উপসাগর অঞ্চলে ন্যূনতম পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা; ভবন নির্মাণের জন্য এইচভিএসি বসানো ও প্লাম্বিং সার্ভিসের কাজের দায়িত্ব) এবং ড্রাফটস-ম্যান (উপসাগর অঞ্চলে ন্যূনতম তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা; এইচভিএসি, প্লাম্বিং ও কো-অর্ডিনেশনের কাজ) আবশ্যক। সব পদের জন্য প্রার্থীদের বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স, এনওসি/স্থানান্তরযোগ্য ভিসা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত ডিগ্রির কপি থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : rec@electrowattco.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

ম্যানেজার/ইঞ্জিনিয়ার/অন্যান্য
হামাদ পোর্ট প্রজেক্টের জন্য কিউএ/কিউসি ম্যানেজার, টেস্টিং অ্যান্ড কমিশনিং ম্যানেজার, রোডস/হাইওয়েস ইঞ্জিনিয়ার, টেস্টিং অ্যান্ড কমিশনিং ইঞ্জিনিয়ার (এলভি/এইচভি), টেস্টিং অ্যান্ড কমিশনিং ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক), কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার (এমইপি), অটোক্যাড ড্রাফটস-ম্যান (এইচভিএসি) ও কন্ট্রাকটস ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hamadnppjobs@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার/সেক্রেটারি
একটি নেতৃস্থানীয় ফিট-আউট কন্ট্রাকটরের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার(documentcontrollerse@gmail.com), সাইট সেক্রেটারি (sitesecretaryse@gmail.com) ও সেক্রেটারি/আইটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (sitesecretary@gmail.com) আবশ্যক। প্রার্থীদের জিসিসিতে ফিট-আউট প্রকল্পে ন্যূনতম পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সূত্র : গালফ টাইমস।

মিস্ত্রি/গাড়িচালক/অন্যান্য
একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য স্টিল ফিক্সার (৭০ জন), স্টিল ফিক্সার ফোরম্যান (৩ জন), শাটারিং কাঠমিস্ত্রি (৫০ জন), কাঠমিস্ত্রি ফোরম্যান (৩ জন), রাজমিস্ত্রি (৫০ জন), স্ক্যাফোল্ডার (২০ জন), সিভিল হেলপার (৫০ জন), ট্রেলার চালক (১৫ জন-বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী) ও হালকা যানের চালক (২ জন-বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : jobs.amic@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

প্রধান হিসাবরক্ষক
একটি স্বনামধন্য ভারী সরঞ্জামে ভাড়া প্রদানের কোম্পানির জন্য প্রধান হিসাবরক্ষক আবশ্যক। যোগ্যতা : ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা; বিকম/এমকম পাস। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hr@deepstoneprojects.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/ফোরম্যান
একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য এমইপি হাই ভোল্টেজ কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি; উপসাগর অঞ্চলে ন্যূনতম তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা; খারামা সংশ্লিষ্ট কাজের বিষয়ে জ্ঞান) ও এক্সকাভেশন ফোরম্যান (উপসাগর অঞ্চলে ন্যূনতম পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা; খারামা সংশ্লিষ্ট কাজের বিষয়ে জ্ঞান) আবশ্যক। প্রার্থীদের বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স, এনওসি/স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : rec@electrowattco.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ম্যানেজার/ইঞ্জিনিয়ার
একটি স্বনামধন্য এমইপি কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজার, জ্যেষ্ঠ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এমইপি), জ্যেষ্ঠ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ফায়ার ফাইটিং) ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্লাম্বিং অ্যান্ড ড্রেনেজ) আবশ্যক। প্রার্থীদের বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী, এনওসি/স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : careerhr74@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/ইলেকট্রিশিয়ান/অন্যান্য
সি-ওয়ার্কস কোম্পানির জন্য ফর্কলিফট, বুলডোজার, গ্রেডার, লোডার ও মোবাইল ক্রেন অপারেটর, ট্রেলার চালক, বাসচালক, হালকা যানের চালক, মেকানিক ও ইলেকট্রিশিয়ান আবশ্যক। প্রত্যাশিত বেতন ও বিষয়ের স্থানে পদের নাম উল্লেখপূর্বক জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hrc@seaworks.us, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় প্রতিনিধি
পেইন্ট ও লাইটিং নিয়ে কাজ করা একটি কোম্পানির জন্য কয়েকজন বিক্রয় প্রতিনিধি আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : ahmedmohsen1311@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় সমন্বয়কারী
একটি ট্রেডিং কোম্পানির জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ বিক্রয়কর্মী/বিক্রয় সমন্বয়কারী আবশ্যক। ইংরেজি ও কম্পিউটারজ্ঞান আবশ্যক; এনওসিধারী। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : careerhradm@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিপণন ব্যবস্থাপক
একটি নেতৃস্থানীয় ম্যানপাওয়ার ও কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে বিপণন ব্যবস্থাপক আবশ্যক। প্রার্থীকে জনবল সরবরাহ ও নির্মাণ খাতের কাজে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞ হতে হবে। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : aqcrecruit@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

টাইল ফিক্সার
জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন টাইল ফিক্সার আবশ্যক। যোগাযোগ করুন : ৬৬১৮২৬৮৩, সূত্র : গালফ টাইমস।

মেকানিক
ডিজেল ও পেট্রল মেকানিক আবশ্যক। ১৫-২০ বছরের অভিজ্ঞতা; জিসিসিতে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। ই-মেইল করুন : anil@fitoutwll.com, ফোন : ৭০০৫২৬২৫/৭০০৫২৬২৮, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিপণন/বিক্রয় নির্বাহী
একটি ডিজাইন ও মিডিয়া প্রডাকশন কোম্পানির জন্য বিপণন/বিক্রয় নির্বাহী আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট শিল্পে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ই-মেইল করুন : hr.alzaini@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার
টানফিথ গ্রুপের জন্য কয়েকজন মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল আবশ্যক। ইউপিডিএ সনদধারী; ফায়ার সিস্টেমের বিষয়ে জ্ঞান; কাতারে তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hr@tanfeethqatar.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

এসি টেকনিশিয়ান
দোহার একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য এইচভিএসি টেকনিশিয়ান আবশ্যক। এসির খুচরা যন্ত্রাংশের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : info.kspq@kazema.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

শিক্ষক
নার্সারি শ্রেণির জন্য সহকারী শিক্ষক (নারী; পূর্বঅভিজ্ঞতা থাকতে হবে) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : infocareer277@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার
জ্যেষ্ঠ এফএ ও এফএফ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। এফএ/এফএফ খাতে ন্যূনতম ১০-১২ বছরের অভিজ্ঞতা; বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী; এনওসিধারী; ইংরেজি ও আরবি ভাষায় দক্ষতা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : eteagulf@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

সেলস ইঞ্জিনিয়ার/ বিপণন নির্বাহী/অন্যান্য
একটি স্টিল ও অ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেশন কোম্পানির সেলস ইঞ্জিনিয়ার (ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা), বিপণন নির্বাহী (ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা), কয়েকজন স্টিল ফেব্রিকেটর এবং অ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেটর আবশ্যক। বিষয়ের স্থানে পদের নাম উল্লেখপূর্বক ই-মেইলে আবেদন করুন : jobssteelalum@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
নির্মাণ খাতের একটি নেতৃস্থানীয় কোম্পানির জন্য কয়েকজন করে ট্রাকচালক ও ট্রেলারচালক আবশ্যক। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে; বর্তমানে কাতারে অবস্থানরত; স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : info.hrnh@yahoo.com ফ্যাক্স : ৪৪৬৮৩২০৫, সূত্র : গালফ টাইমস।

বাহরাইনে কাজের খবর

পাব ম্যানেজার
মানসুরি ম্যানসনস হোটেলের পাবের জন্য কয়েকজন পাব ম্যানেজার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠানোর ঠিকানা : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিও বক্স-৫১৮৫, মানামা, বাহরাইন। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

কনস্যুলার অ্যাসিস্ট্যান্ট/কাস্টমস ব্রোকার সুপারভাইজার
আমেরিকান দূতাবাসের জন্য কনস্যুলার অ্যাসিস্ট্যান্ট, কনস্যুলার অ্যাসিস্ট্যান্ট-ডি, কাস্টমস ব্রোকার সুপারভাইজার, জানিটর সুপারভাইজার আবশ্যক। পদভেদে প্রার্থীদের সেকেন্ডারি স্কুল পাস, ইংরেজি ও আরবিতে লেভেল ৪ (অনর্গল বলতে পারা), অভিবাসন ও জাতীয়তা আইন সম্পর্কে জ্ঞান, বিভিন্ন কনস্যুলার অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে জ্ঞান, মাইক্রোসফট অফিস স্যুট, বাহরাইনের স্থানীয় আইন, শরিয়া আইন, স্থানীয় প্রথা ও সংস্কৃতি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আর্থসামাজিক বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে জানাশোনা, বাহরাইনি কাস্টমস ব্রোকার লাইসেন্সধারী হতে হবে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : http ://bahrain.usembassy.gov/job_opportunities.html, ৯ আগস্টের মধ্যে জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : ManamaHRO@state.gov। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

রেস্তোরাঁ সুপারভাইজার/ওয়েট্রেস/অন্যান্য
সিফ এলাকায় সদ্য চালু হওয়া একটি রেস্তোরাঁর জন্য রেস্তোরাঁ সুপারভাইজার, পেস্তা মেকার, স্যান্ডউইচ মেকার, জুস মেকার, ওয়েট্রেস, ব্রোস্টেড মেকার ও শর্মা মেকার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : htgahrain @gmail.com, ফোন :৩৭২৭৬৮৭৪, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

শিক্ষক/পরীক্ষা কর্মকর্তা/অন্যান্য
ব্রিটিশ স্কুল অব বাহরাইনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ইয়ার ৪ ক্লাস টিচার, রিটেইল অ্যান্ড ইনভেনটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, পারচেজিং অ্যান্ড ইনভেনটরি অফিসার, টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, পরীক্ষা কর্মকর্তা, ম্যাটারনিটি কাভার-আর্ট টিচার ও প্রাইমারি টিচার আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাধারী ও অভিজ্ঞ প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : hrcv@thebsbh.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

নতুন ঠিকানায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

নিজস্ব প্রতিবেদক ও কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোড থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ঠিকানা ২২৮ বছর পর বদল হলো। পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোড থেকে এই কারাগারের ঠিকানা হলো কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়ার রাজেন্দ্রপুর। গত ২৯ জুলাই সকালে বন্দীদের আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ঠিকানায় স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ডেপুটি জেলার মাজাহারুল ইসলাম হাতে রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে বন্দীদের বরণ করে নেন।

কারা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ইকবাল হাসান বলেন, সকাল ছয়টা থেকে স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ৬ হাজার ৪০০ পুরুষ বন্দীর মধ্যে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত ৫ হাজার ৮০০ বন্দীকে নতুন কারাগারে নেওয়া হয়েছে।

এর আগে বিভিন্ন সময় নাজিমউদ্দিন রোডের কারাগার থেকে নারী বন্দী, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গি ও ডিভিশন পাওয়া বন্দীদের কাশিমপুরের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বন্দী স্থানান্তর উপলক্ষে নাজিমউদ্দিন রোড ও এর আশপাশ এবং কেরানীগঞ্জের রাজেন্দ্রপুর এলাকায় কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় ২ হাজার ৬০০ সদস্য নাজিম উদ্দিন রোড থেকে মেয়র হানিফ উড়ালপথ-দোলাইরপাড়-পোস্তগোলা হয়ে কেরানীগঞ্জের আবদুল্লাহপুর বাজার পর্যন্ত সড়কের দুই পাশ ঘিরে রাখেন। প্রিজন ভ্যানের বহরে বন্দী স্থানান্তর চলে এই পথ দিয়ে। এই পথ দিয়ে যানবাহন চলাচল ছিল নিয়ন্ত্রিত। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ছাড়া এই পথ দিয়ে কাউকে যেতে দেওয়া হয়নি।

> ১৩ লাখ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য স্থায়ী পে-কমিশনের ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী পে-কমিশনের ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ ইফতেখার উদ্দীন বলেন, বন্দী স্থানান্তরের কাজে ২৫টি প্রিজন ভ্যান কাজ করেছে। প্রতিটি বহরে ৩০০ থেকে ৩৫০ জন বন্দী নতুন কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, প্রতিটি বহরে ছিল সাত-আটটি প্রিজন ভ্যান। বহরের সামনে ও পেছনে বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ, আর্মড পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসসহ অ্যাম্বুলেন্স ছিল।

বন্দী স্থানান্তর নিয়ে বেলা ১১টায় বকশীবাজারে কারা অধিদপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করেন কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ ইফতেখার উদ্দীন। তিনি বলেন, নতুন কারাগারে নারী বন্দীদের রাখার ব্যবস্থা না থাকায় তাঁদের আগেই কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় কারাগার দীর্ঘদিন নাজিমউদ্দিন রোডে থাকায় এখানে একধরনের সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছিল। নতুন কারাগারে স্থানান্তর হওয়ায় এই সিন্ডিকেট ভেঙে পড়বে।

নাজিমউদ্দিন রোডে ১৭৮৮ সালে ১৭ একর জায়গায় নির্মাণ করা হয়েছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। সৈয়দ ইফতেখার উদ্দীন বলেন, পুরোনো কারাগারের জায়গায় দুটি জাদুঘর, কনভেনশন সেন্টার, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, ওপেন থিয়েটার ও খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে। কারাগারের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সংরক্ষণ করে এই জায়গাকে পুরান ঢাকার 'ব্রিথিং স্পেস' হিসেবে তৈরি করা হবে।

নতুন কারাগার : নাজিমউদ্দিন রোড থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে ঢাকা-মাওয়া সড়কের পাশে রাজেন্দ্রপুরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নতুন অবস্থান। ১৯৪ একর জমির ওপর ৪০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কারাগারের নির্মাণকাজ চলতি বছর শেষ হয়। গত ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে কারাগারটির উদ্বোধন করেন। এখানে ৪ হাজার ৫৯০ জন বন্দী রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে আটটি ছয়তলা ভবনে থাকবেন চার হাজার সাধারণ বন্দী। দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী-জঙ্গিদের রাখার জন্য আলাদা চারটি চারতলা ভবন (ডেঞ্জার সেল) রয়েছে। ডিভিশনপ্রাপ্তদের জন্য রয়েছে আলাদা ভবন। মানসিক রোগী ও প্রতিবন্ধী বন্দীদের জন্য আলাদা একটি দ্বিতীয় তলা ভবন রয়েছে। এ ছাড়া ২৭০ জন নারী বন্দীর জন্য আলাদা একটি ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

ডেঞ্জার সেলের ৩ নম্বর ভবনের সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে ফাঁসির মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে একসঙ্গে দুজনের ফাঁসি কার্যকর করা যাবে।

বন্দীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য গ্রন্থাগার কেন্দ্র, ওয়ার্কশপ, লন্ড্রি, সেলুন, গুদাম ও গম থেকে আটা তৈরির কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বন্দীদের বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে।

পুরান ঢাকার চকবাজার এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কয়েদিদের গত ২৯ জুলাই ভোরে নবনির্মিত কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওই দিন কিছুক্ষণ পর পর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে কয়েদিদের গাড়িবহর বকশীবাজার এলাকা থেকে হানিফ উড়ালসেতু দিয়ে কেরানীগঞ্জ যায়। এ সময় উড়ালসেতুতে সাধারণ যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় ● প্রথম আলো

রিজার্ভের চুরির অর্থ উদ্ধারে বাংলাদেশকে সহায়তা দিন

ফিলিপাইনকে মার্কিন ব্যাংকের চিঠি

প্রথম আলো ডেস্ক

চুরি যাওয়া রিজার্ভের অর্থ উদ্ধারে বাংলাদেশ ব্যাংককে সহযোগিতা করতে ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক। এই ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকেই হ্যাকাররা গত ফেব্রুয়ারিতে ৮ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি করে।

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কের প্রধান আইন উপদেষ্টা (জেনারেল কাউন্সেল) টমাস ব্যাক্সটার গত ২৩ জুন ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জেনারেল কাউন্সেল এলমোর ও. ক্যাপুলকে একটি চিঠি দেন। এতে চুরি যাওয়া অর্থ উদ্ধারে বাংলাদেশ ব্যাংকের চেষ্টায় সব রকমের সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।

চিঠিতে ব্যাক্সটার লেখেন, ম্যানিলাভিত্তিক রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং গ্রুপে (আরসিবিসি) অর্থ স্থানান্তরের জন্য যেসব নির্দেশনা এসেছিল, সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করতে 'বাণিজ্যিকভাবে যৌক্তিক' একটি নিরাপত্তা প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছিল। কিন্তু চোরাই পরিচয় ব্যবহার করে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

অর্থ চুরির বিষয়ে একটি প্রতিবেদন নিউইয়র্কের ওই ব্যাংককে দেখাতে রাজি হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মার্কিন সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ফায়ারআই ওই প্রতিবেদন তৈরি করেছে। মার্কিন কর্মকর্তারা ওই প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে আহ্বান জানাচ্ছেন। তবে ফায়ারআইয়ের প্রতিবেদন সম্পর্কে নিউইয়র্কের ব্যাংকটি কোনো মন্তব্য করেনি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকেও তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য সংগ্রহ করতে পারেনি রয়টার্স। আর ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, যে ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে, সে বিষয়ে তারা কোনো মন্তব্য করবে না। আরসিবিসি এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ উদ্ধারের চেষ্টায় সাহায্য করছে।

আরসিবিসিতে যাওয়ার পর ওই চুরি যাওয়া অর্থের বেশির ভাগই ফিলিপাইনের ক্যাসিনো ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়েছিল। এ ঘটনার পর প্রায় ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও চুরি যাওয়া অর্থের অধিকাংশের খোঁজ মেলেনি। আর অপরাধীদের সবাইকেও চিহ্নিত করা যায়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির গত মঙ্গলবার বলেছেন, আরসিবিসি থেকে ওই অর্থ চুরির ঘটনা নিয়ে ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সূত্র : **রয়টার্স**

দিনভর আনন্দ আয়োজন

ছিটমহল বিলুপ্তির প্রথম বার্ষিকী

প্রথম আলো ডেস্ক

মোমবাতি প্রজ্বালন, শোভাযাত্রা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে ছিটমহল বিনিময়ের প্রথম বার্ষিকী। বিলুপ্ত ছিটমহলের চার জেলা কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, নীলফামারী ও লালমনিরহাটে এসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

গত বছরের ৩১ জুলাই মধ্যরাতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে থাকা ১৬২টি ছিটমহলের বিনিময় হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিল ১১১টি ছিটমহল। এর মধ্যে লালমনিরহাটে ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬, কুড়িগ্রামে ১২ ও নীলফামারীতে চারটি। বাকিগুলো ভারতের।

প্রথম আলোর **আঞ্চলিক কার্যালয়** ও **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর :

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রামের বিলুপ্ত ছিটমহল দাশিয়ারছড়ায় রোববার রাত ১২টা ১ মিনিটে ৬৮টি মোমবাতি জ্বালানো হয়। গতকাল সোমবার আয়োজন করা হয় নৌকাবাইচ, হাডুডু, লাঠিখেলাসহ নানা অনুষ্ঠানের। বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বলেন, দীর্ঘ আন্দোলনের পর এক বছর আগের মুক্তি পাওয়ার দিনটিকে স্মরণ করতে সবচেয়ে বড় বিলুপ্ত ছিটমহল দাশিয়ারছড়ায় ৩১ জুলাই মধ্যরাতে মোমবাতি প্রজ্বালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সকালে মিলাদ মাহফিল হয়েছে। দিনভর খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আনন্দ-আয়োজনে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

পঞ্চগড় : রাত ১২টা ১ মিনিটে সদর উপজেলার রাজমহলে (বিলুপ্ত গারাতি ছিট) মফিজার রহমান কলেজ মাঠে শহীদ মিনারের বেদিতে ফুল দেওয়া হয়। পরে আতশবাজি পোড়ানোর উৎসব হয়। ১ আগস্ট সকালে মফিজার রহমান কলেজ প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লায়লা মুনতাজেরী দীনা। এরপর কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে বের হয় বিজয় শোভাযাত্রা।

নীলফামারী : ডিমলা উপজেলার বিলুপ্ত চার ছিটমহলের বাসিন্দারা ৩১ নম্বর নগর জিগাবাড়ির জয়নাল আবেদীনের বাড়ির সামনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পরে বিলুপ্ত নগর জিগাবাড়ি ছিটমহলের বাসিন্দা রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন বিলুপ্ত ছিটমহল বড় খানকি খারিজা গিদালদহের মিজানুর রহমান, টেপাখড়িবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ময়নুল হক প্রমুখ।

পাটগ্রাম **(লালমনিরহাট) :** গতকাল সকালে পাটগ্রাম উপজেলার বাঁশকাটা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় সাংসদ মোতাহার হোসেন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নূর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা হয়। এতে বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রুহুল আমীন, ভাইস চেয়ারম্যান শফি কামাল, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অবনি শংকর কর প্রমুখ।

এদিকে ছিটমহল বিনিময়ের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে উপজেলার মুজিব-ইন্দিরা নগর সমশেরপুরে (সাবেক ৪ নম্বর বড়খেঙ্গির ছিটমহল) শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় অধিবাসীরা। শপথ পড়ান বিলুপ্ত ছিটমহল উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি গোলাম মতিন। পরে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। এটি গ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

ব্যাচেলরদের বাসা ভাড়ায় ভোগান্তি আরও বেড়েছে

অর্ণব সান্যাল

গ্রিন রোড দিয়ে কারওয়ান বাজার যাওয়ার পথে সবুজ রঙের বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। গেটের সামনে বেশ বড় একটি হলুদ রঙের সাইনবোর্ড টাঙানো। এতে লেখা, 'এই কমপ্লেক্সের কোনো ফ্ল্যাট ব্যাচেলর ভাড়াটিয়ার নিকট ভাড়া দেওয়া যাইবে না'।

পশ্চিম কারওয়ান বাজারে প্রতীক কাজী গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে ঢোকার মুখেও বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো। এতেও আছে ব্যাচেলর বা অবিবাহিত ব্যক্তিদের কাছে বাড়ি ভাড়া না দেওয়ার কথা।

রাজধানীতে বাড়ি ভাড়া নেওয়া বেশ ঝক্কির ব্যাপার। আর তা যদি হয় ব্যাচেলরদের জন্য, তবে তো কথাই নেই। বাড়ির মালিককে রাজি করানো যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন নানা বিধি-নিষেধের মধ্যে টিকে থাকা। সম্প্রতি জঙ্গি হামলার পর ব্যাচেলরদের বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে নতুন করে কড়াকড়ি বেড়েছে। এর মধ্যে গুলশানের হলি আর্টিজান, শোলাকিয়ায় হামলার পর পুলিশ দুজন বাড়িওয়ালাকে গ্রেপ্তার করার পর বাড়ি মালিকদের মধ্যেও ব্যাচেলর ভাড়া দেওয়া নিয়ে ভীতি জন্মেছে। সর্বশেষ কল্যাণপুরে একটি বাড়ির 'জঙ্গি আস্তানায়' পুলিশের অভিযানে নয়জন নিহত হওয়ার ঘটনায় এবং বাড়িওয়ালাকে গ্রেপ্তারের কারণে ভবিষ্যতে রাজধানীতে ব্যাচেলরদের ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরও বাড়তে পারে।

তরুণ ব্যবসায়ী মতিউর রহমান বলেন, এক মাস ধরে হাতিরপুল, কাঁঠালবাগান ও ভূতের গলি এলাকায় বাসা খুঁজছেন তিনি। কিন্তু পরিবার না থাকায় এখনো বাসা জোটেনি। তিনি বলেন, সবখানেই বাড়ির মালিকেরা ব্যাচেলরদের বাসা ভাড়া দিতে ইতস্তত করেন। অনেক সময় দেখা গেছে, বিজ্ঞপ্তি দেখে ফোন দেওয়ার পর ব্যাচেলর শুনেই লাইন কেটে দিয়েছেন। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতকোত্তর শেষ করে এখন আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন গোবিন্দ বিশ্বাস। প্রায় দেড় মাস ধরে বাড়ি খুঁজছেন। তিনি বলেন, সব ব্যাচেলর তো আর একরকম হয় না। কারও কারও সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাড়ির মালিকেরা ভাড়া দিতেই চান না। অনেকে এমনও বলেন যে পরিবার নিয়ে আসুন। আর বাসা পেলেও দেখা যায়, মান অনুযায়ী ভাড়া বেশি চাওয়া হয়। যে বাসা সাধারণত ১৭ থেকে ১৮ হাজার টাকায় পাওয়া যায়, তার ভাড়া দাঁড়ায় ২৫ হাজার টাকায়।

> সম্প্রতি জঙ্গি হামলার পর ব্যাচেলরদের বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে নতুন করে কড়াকড়ি, বিধি-নিষেধ বাড়ার ফলে বাড়ির মালিকদের রাজি করানো কঠিন হয়ে পড়েছে

উত্তরার সেক্টর-১০ এলাকায় পাঁচতলা বাড়ি আছে একরামুল্লাহ মাহমুদের। দুই কক্ষের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে চান তিনি। তাঁর প্রথম পছন্দ ছোট পরিবার। ব্যাচেলরের প্রসঙ্গ উঠতেই বললেন, তাঁর বাড়িতে সব ফ্ল্যাটই বিভিন্ন পরিবারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ব্যাচেলরদের দিতে গেলে অন্য ভাড়াটে আপত্তি করেন।

মোহাম্মদপুরে বাড়ি আছে মো. আনোয়ার হোসেনের। তিনি বলেন, ব্যাচেলরদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ একটু কম থাকে। তা ছাড়া অন্য যেসব ভাড়াটে পরিবার নিয়ে থাকেন, তাঁরা নানা অভিযোগ করেন। এসব কারণেই ব্যাচেলরদের ভাড়া দেওয়া হয় না।

অবশ্য ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার শেখ মারুফ হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, ব্যাচেলরদের বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের কোনো বিধিনিষেধ নেই। বাড়িওয়ালাদের কোনো ভীতি থাকাও উচিত নয়। পুলিশ বলেছে যাদেরই (ব্যাচেলর-ফ্যামিলি) বাসা ভাড়া দেওয়া হোক না কেন, সেই তথ্য পুলিশকে জানাতে। যে দুজন বাড়িওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁরা ভাড়াটের তথ্য জানাননি। এখানে ব্যাচেলর বা ফ্যামিলি ভাড়া নিয়ে কোনো ধরনের সমস্যা নেই।

প্রতীক কাজী গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপক মো. আবু তাহের বলেন, ব্যাচেলরদের ফ্ল্যাট ভাড়া দিলে নানা ধরনের সমস্যা হয়। তা ছাড়া অন্যান্য ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকা পরিবারগুলোরও সমস্যা হয়। ব্যাচেলরদের কাছে নানা সময় নানা ধরনের অপরিচিত লোক আসে। ফলে ঠিকমতো হিসাব রাখা যায় না। তিনি জানান, সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার পর ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া পরিবারগুলোর কাছে আসা বিভিন্ন অতিথির পরিচয়ও তালিকা করে রাখা হচ্ছে।

তেজগাঁওয়ে পশ্চিম কারওয়ান বাজারের প্রতীক কামিনী অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপক হাবিবুর রহমান বলেন, ব্যাচেলরদের বাড়ি ভাড়া দিলে নানা অপ্রীতিকর ঘটনার শিকার হতে হয়। সেসব এড়াতেই ব্যাচেলরদের ভাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফ্ল্যাট মালিকেরা। সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুরো কমপ্লেক্স সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

মিরপুর এলাকায় বাড়ির মালিক গোলাম মাহমুদ বলেন, মূলত নিরাপত্তার কারণেই ব্যাচেলরদের ভাড়া দেওয়া হয় না। ব্যাচেলর ভাড়া দিয়ে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। অনেকে রাতে দেরি করে বাসায় ফেরে। অনেকে আবার রাতবিরাতে লাউড স্পিকারে গান শোনে, গিটার বাজায়। এসব নিয়ে অন্য ভাড়াটেরা অভিযোগ করেন।

ব্যাচেলর নারীরা বাড়ি ভাড়া নিতে গেলে মুখোমুখি হন ভিন্ন বিড়ম্বনার। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত নুসরাত জাহান জানান, এ কারণে কিছুদিন আগেই বাসায় ওঠার এক মাসের মধ্যে তাঁকে তা ছাড়তে হয়েছিল। তিনি বলেন, 'বাড়ির মালিক আমাদের হুট করেই বাসা ছাড়তে বলেন। আর ভাড়া নিতে গেলে তো শুনতে হয় অনেক অযাচিত প্রশ্ন। বেশির ভাগ মালিকই ভাড়া দিতে চান না। আর ভাড়া পেলে মানতে হয় হাজারটা নিয়মকানুন। অবস্থা দেখে মনে হয়, আমাদের বিনা মূল্যে থাকতে দেওয়া হচ্ছে।'

বেসরকারি সংস্থায় চাকরিরত সাদিয়া মোবাশ্বেরা জান্নাত বলেন, বাড়ির মালিকেরা বাসা ভাড়া দিতেই চান না। আর বন্ধুদের নিয়ে থাকতে গেলে আরও সমস্যা হয়। কেন ঢাকায় আত্মীয় নেই, এমন প্রশ্নও শুনতে হয়। অনেক চেষ্টার পর মিরপুরে একটি বাসা পেয়েছেন বলে জানালেন সাদিয়া। কিন্তু সেখানেও মানতে হচ্ছে অনেক শর্ত, শুনতে হয় অহেতুক অনুযোগ।

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশে (ক্যাব) খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বাসা ভাড়া না পেয়ে এমন কোনো অভিযোগ এখনো তাদের কাছে আসেনি। তবে বাড়ির মালিকের সঙ্গে ভাড়াটেদের অগ্রিম টাকার লেনদেন ও ভাড়ার চুক্তি নিয়ে নানা অভিযোগ আসে।

৬০ বছর বয়স

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একই সময়ে কাতার সরকার তরুণদের বেকারত্বের হার কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে শুরু করে। তবে এত দিন পর্যন্ত প্রবাসী কর্মীদের জন্য বয়সসংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়, কাতারে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ও চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অনেক বিদেশি কর্মী কাতারে রয়ে গেছেন। তাঁরা অবৈধভাবে এখনো অন্যান্য প্রকল্পে কাজ করছেন। অথবা নির্মাণ খাত ছেড়ে অন্য কোথাও কাজ করছেন। এ ধরনের অবৈধ বিদেশি কর্মীদের খুঁজে বের করে দ্রুত নিজ নিজ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে সরকার। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র স্পষ্ট করে কোনো বক্তব্য জানাননি।

আয়তন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। আশা করি, তা অনুমোদন পেলে আরও কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার নতুন ভূমি পাওয়া যাবে বনায়নের জন্য।'

সিইজিআইএসের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে নতুন ভূখণ্ড জেগে ওঠার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ১৯৫০ সালের আসাম ভূমিকম্প। ওই ভূমিকম্পে ভূমিধসের ফলে হিমালয় থেকে বিপুল পরিমাণ পলি নেমে আসতে থাকে নদীগুলো বেয়ে। ফলে ১৯৪৩ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রতিবছর ৪৩ বর্গকিলোমিটার করে ভূমি জেগে উঠেছে। ওই সময়েই নোয়াখালী ও ফেনী জেলার বেশির ভাগ ভূমি জেগে উঠেছে বলে সংস্থাটির গবেষণায় দেখা গেছে।

সিইজিআইএসের নির্বাহী উপপরিচালক মমিনুল হক সরকার বলেন, বাংলাদেশের নদী ও সমুদ্র দিয়ে এখনো যে পরিমাণ পলি আসে, তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে আগামী পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে আমরা আরও নতুন করে আড়াই হাজার বর্গকিলোমিটার জমি নদী ও সমুদ্র থেকে পেতে পারি।

ওই ভূখণ্ডগুলো রক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সিইজিআইএস থেকে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, নতুন জেগে ওঠা চরের অর্থনৈতিক মূল্যের চেয়ে ভেঙে যাওয়া পুরোনো জমির অর্থনৈতিক মূল্য কয়েক গুণ বেশি। ফলে নতুন ভূমির পাশাপাশি পুরোনো ভূমিগুলো রক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে পলি জমিয়ে নতুন ভূমি জাগিয়ে তোলার একটি পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় অবস্থিত রেপটাইলস ফার্ম লিমিটেডে কুমিরের দল ● প্রথম আলো

চামড়ার পর এবার লক্ষ্য কুমিরের মাংস রপ্তানি

মানসুরা হোসাইন

বাংলাদেশ থেকে কুমিরের চামড়ার পর এবার কুমিরের মাংস রপ্তানি হতে যাচ্ছে। রেপটাইলস ফার্ম লিমিটেড নামের কুমিরের খামারের কর্মকর্তারা এমনটাই জানালেন।

ময়মনসিংহের ভালুকার উথুরা ইউনিয়নের হাতিবেড় গ্রামে অবস্থিত রেপটাইলস ফার্ম লিমিটেড। ২০০৪ সালে এটি প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশে কুমিরের প্রজনন শুরু করে। কর্মকর্তারা বলেন, ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে তাঁরা কুমিরের চামড়া রপ্তানি শুরু করেন। এখন পর্যন্ত মূলত জাপানে বছরে ৪০০ থেকে ৪৫০ চামড়া রপ্তানি হচ্ছে। এর পরিমাণ বাড়িয়ে বছরে ২ হাজার করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। এর আগে জার্মানির একটি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার জন্য ৬৯টি হিমায়িত কুমির নিয়েছিল। কুমিরের মাংস এখনো কোনো কাজে আসছে না। ২০১৮-১৯ সালের মধ্যে কুমিরের মাংস রপ্তানি করা সম্ভব বলে মনে করছেন তাঁরা।

গত ২৭ জুলাই সরেজমিনে দেখা গেছে, অজপাড়াগাঁয়ে ১৫ একর জায়গায় গড়ে উঠেছে এই খামার। বর্তমানে এখানে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১ হাজার ৪৫০টি কুমির আছে। ডিম দেওয়ার জন্য আছে বড় ৪০টি পুকুর। জন্মের পর ডিম ও বাচ্চা দিতে একটি কুমিরের আট থেকে নয় বছর লাগে। বর্তমানে ৭০-৮০টি কুমির ডিম দিচ্ছে। রপ্তানির জন্য প্রয়োজন আড়াই থেকে তিন বছর বয়সী কুমিরের চামড়া। ইলেকট্রিক শক দিয়ে অজ্ঞান করার পর কুমিরকে জবাই করে চামড়া ছাড়ানো হয়। এ কাজে পারদর্শী মূলত নারীরা।

খামার ব্যবস্থাপক আবু সাইম মোহাম্মদ আরিফ *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রতিষ্ঠানটি এখন কুমিরের মাংস রপ্তানির প্রক্রিয়ার দিকে এগোচ্ছে। বর্তমানে কুমিরের চামড়া রপ্তানির পর কুমিরকে ডাম্প করা হচ্ছে। বিদেশে কুমিরের মাংসের চাহিদা অনেক। দেশেও বড় বড় হোটেলে, বিশেষ করে বিদেশি নাগরিকেরা যেখানে বেশি থাকেন, সেখানেও চাহিদা আছে। তবে দেশে কুমিরের মাংস বিক্রি করার নিয়ম নেই। যেসব ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো সম্ভব নয়, ওই সব ডিমও ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

এই কর্মকর্তার মতে, সরকার কুমিরের প্রজননসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরি করে নজরদারি বাড়াতে পারে। বর্তমানে আরেকটি প্রতিষ্ঠান কুমিরের প্রজনন নিয়ে কাজ শুরু করেছে। আরও প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তা এ খাতে এগিয়ে আসতে পারে। এ ব্যবসায় পুঁজি অনেক লাগে, তবে তা একসঙ্গে লাগে না। লাভের মুখ দেখতে একটু সময় লাগে এই যা।

এ খামারের বর্তমান মালিক মেজবাউল হক ও রাজীব সোম। প্রথমে মালয়েশিয়া থেকে আনা ৭৫টি কুমির দিয়ে খামারটির যাত্রা শুরু হয়। কুমিরের খাবার ব্রয়লার মুরগি, মাছ খামারের ভেতরেই উৎপাদন করা হচ্ছে। এখানে আছেন তিনজন নারীসহ প্রায় ২০ জন কর্মচারী। তবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চামড়া রপ্তানির সময় এ তিনজন নারীসহ আশপাশের গ্রামের ২০ জন নারী চামড়া ছাড়ানোর কাজ করেন।

দুই ছেলের মা আবেদা সুলতানা আড়াই বছর ধরে এখানে কাজ করছেন। তিনি চামড়া ছাড়ান, অন্য সময়ে মুরগি ও অন্যান্য কাজ দেখাশোনা করেন। তিনি বলেন, 'কুমির ছিলাইতে প্রথম প্রথম ডর (ভয়) লাগত। এখন দুজন মিলে দিনে তিনটি কুমির ছিলাইতে পারি। এখানে যে বেতন দেয়, তা দিয়ে ভালোই চলে।'

খামারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, একেকটি কুমির ৮০ থেকে ১০০ বছর বাঁচে। এখানকার কুমিরের ওজন সর্বোচ্চ ৬০০ কেজি হয়। বিভিন্ন ফাংগালজনিত রোগবালাই ছাড়া কুমিরের তেমন বড় কোনো অসুখ হয় না। তবে কুমির নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আহত হয়।

খামারে বর্তমানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারণ, বিভিন্ন শব্দে কুমিরের প্রজননে সমস্যা হয়। খামারের বিভিন্ন ঘর সাজানোতে ব্যবহার করা হয়েছে কুমিরের কঙ্কাল। টেবিলের পাশে রাখা হয়েছে কুমিরের অনেকগুলো ডিম।

কাতারে গরমে খাদ্য গ্রহণে সতর্ক থাকার পরামর্শ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিদের গরমে খাদ্য বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। এ ছাড়া যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড, জীবাণু দমনকারী ওষুধ অথবা হিস্টামিন প্রতিরোধী (অ্যান্টিহিস্টামিন) ওষুধ সেবন করছেন, তাঁরাও আক্রান্ত হতে পারেন। আবার অতিরিক্ত ভ্রমণের ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়লে জীবাণু সহজেই আক্রমণ করে।

খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটানোর জন্য প্রায় আড়াই শ জীবাণু দায়ী। এর মধ্যে সংক্রমিত খাদ্য ও পানীয় বা অপাস্তুরিত দুধে ক্যাম্পাইলোব্যাকটার জীবাণু আবাস গাড়ে। পোষা প্রাণী অথবা অন্য কোনো প্রাণীর মাধ্যমেও এই জীবাণু মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে। ক্যাম্পাইলোব্যাকটার মানুষের অন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করে। ফলে হঠাৎ করেই ঘন ঘন পাতলা পায়খানা শুরু হয়।

পোলট্রি পণ্য যেমন—মাংস কিংবা ডিম সঠিক তাপমাত্রায় রান্না না করে খেলে স্যালমনেলা জীবাণু আক্রমণ করতে পারে। এই জীবাণু পোষা কুকুর, বিড়াল বা অন্য গৃহপালিত পশুর দেহ থেকেও সংক্রমিত হতে পারে।

রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র জানায়, মাটি বা গোবরের মাধ্যমে শাকসবজিতে জীবাণু মিশে যায়। এসব জীবাণু বহনকারী পশু থেকেও মানবদেহে সংক্রমিত হয়। কাঁচা সবজি ও মাংসে লিস্টেরিয়া জীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এমনকি প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য যেমন—পনির, নরম নীল পনিরেও জীবাণুর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

হামাদের খাদ্যনিরাপত্তাবিষয়ক পরিদর্শক জ্যজি র‍্যামস বলেন, সঠিকভাবে প্রস্তুত করা না হলে কিছু কিছু খাদ্যে জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। কাঁচা মাংস সঠিক তাপমাত্রায় রান্না করা না হলে, কৌটাজাত খাবার দীর্ঘ সময় ধরে বাইরে ফেলে রাখলে জীবাণু বংশবিস্তার করতে পারে। একইভাবে রান্না করা মাংস বা ডিম সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষিত না হলে অথবা বাসায় তৈরি আইসক্রিম ও অপাস্তুরিত দুধ পান করলে সহজেই দেহে বিষক্রিয়া হতে পারে।

বিষক্রিয়া প্রতিরোধে জ্যজি র‍্যামস দিনের খাবার দিনে প্রস্তুত করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'আগেভাগে রান্না করে খাবার দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা উচিত নয়। কারণ, অধিকাংশ সময় খাদ্যবস্তু সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে আমরা ভুলে যাই।'

রান্না করা খাবার ফ্রিজের ওপরের অংশে ও কাঁচা খাবার ফ্রিজের নিচের অংশে সংরক্ষণ করলে খাদ্যে সংক্রমণের ঝুঁকি কমে যায়। অনেক সময় জমে যাওয়া খাবারের তাপমাত্রা সঠিকভাবে কমিয়ে আনা হয় না। ঠান্ডায় জমে যাওয়া কাঁচা মাংস বা সবজি প্রবহমান পানির মাধ্যমে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরিয়ে আনতে হলে খেয়াল রাখতে হবে, পানির তাপমাত্রা যেন ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি না হয়।

সংরক্ষণের আগে খাদ্য সঠিকভাবে মুড়িয়ে রাখতে হবে। এর ফলে জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস পায় ও খাদ্যের গুণাগুণ ঠিক থাকে। রান্না করা গরম খাবার শীতলীকরণের জন্য বরফপদ্ধতি ব্যবহার করলে পচে যাওয়ার ঝুঁকি কমে আসে। এ জন্য শক্ত খাবার রান্নার পরে কেটে ছোট ছোট টুকরা করতে হবে। এরপর তা একটি পাত্রে রেখে পাত্রটি বরফ মেশানো ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। সদ্য রান্না করা যেকোনো গরম খাবার ঠান্ডা করতে হলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

জ্যজি র‍্যামস জোর দিয়ে বলেন, খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ব্যক্তিগত ও রন্ধনপ্রণালির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। কেবল হাত ধুলেই জীবাণু ধ্বংস হয় না। রান্নার সময় মাথার চুল ঢেকে নেওয়া উচিত। কারণ, চুলের মাধ্যমেও জীবাণু খাদ্যে ঢুকতে পারে। রান্না করা ব্যক্তি শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন কি না, তাও নিশ্চিত করতে হবে।

হামাদের খাদ্যনিরাপত্তাবিষয়ক পরিদর্শক বলেন, খাবার রাখার জায়গা ও টেবিল ভালোভাবে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার রাখতে হবে। একইভাবে রান্নাঘরে ব্যবহৃত তৈজসপত্র ও যন্ত্রপাতি ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। রান্নাঘরে পোকামাকড় থাকলে সবার আগে সেগুলো নির্মূল করতে হবে।

সেবা নেই, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে রোগীরা!

সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) **প্রতিনিধি**

চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি, দালালদের দৌরাত্ম্য, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকা এবং ওষুধ সরবরাহে ঘাটতি থাকায় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীরা চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা না পাওয়ায় এই হাসপাতাল থেকে রোগীরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বলে স্থানীয় অনেকে অভিযোগ করেছেন।

গত ২৬ জুলাই সকাল নয়টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত হাসপাতালের রোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসাসেবা না পাওয়া, চিকিৎসকদের অনিয়মিত উপস্থিতি, দালালদের দৌরাত্ম্য, ওষুধ সরবরাহ কম ও নোংরা পরিবেশের কারণে উপজেলার একমাত্র সরকারি হাসপাতালটিতে এখন রোগীর সংখ্যা একেবারে কমে গেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, ৩১ শয্যার মধ্যে হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডে ছয়জন ও মহিলা ওয়ার্ডে চারজন রোগী ভর্তি আছেন। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা উপজেলার দামোদরদী গ্রামের কৃষক আবদুল গনি মিয়া বলেন, এ হাসপাতালে চিকিৎসকদের দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তা ছাড়া দালালদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। এ কারণে এখানে কেউ ভর্তি হতে চায় না। উলুকান্দি গ্রামের বাসিন্দা মোমেনা খাতুন বলেন, হাসপাতালের ১০৪ নম্বর কক্ষটি মা ও শিশুদের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত। অথচ টানা দুদিন এ কক্ষের সামনে দুই থেকে তিন ঘণ্টা বসে থেকেও তিনি কোনো চিকিৎসকের দেখা পাননি।

চিকিৎসকদের অনিয়মিত উপস্থিতি, দালালদের দৌরাত্ম্য, ওষুধ সরবরাহ কম ও নোংরা পরিবেশের কারণে সরকারি হাসপাতালটিতে এখন রোগীর সংখ্যা একেবারে কমে গেছে

২৬ জুলাই দুপুরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে গিয়ে দেখা যায়, দুর্ঘটনায় আহত একজন নারীর পায়ে ব্যান্ডেজ করছেন হাসপাতালের ওয়ার্ড বয় কাম এমএলএসএস মোস্তফা মিয়া ও অফিস সহকারী আবদুল মান্নান। জরুরি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক মারিয়া মতিন অন্য একটি কক্ষে বসে আছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মঙ্গলবার হাসপাতালে আটজন চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। মোস্তফা মিয়া বলেন, 'আমরাই সব সময় এ বিভাগে আগত রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিই। এ ধারাবাহিকতায় আজও রোগীদের সেবা দিচ্ছি।' মারিয়া মতিন বলেন, 'আমি অন্য একটি কাজে ব্যস্ত থাকায় তারা রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছে।'

সোনারগাঁয়ের মানবাধিকার নেত্রী ও উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক সদস্য জাহানারা বেগম বলেন, হাসপাতালটি দেখার যেন কেউ নেই। ঢাকার কাছে হওয়ায় রাজনৈতিক বিবেচনায় চিকিৎসকেরা এখানে বদলি হয়ে এসে ব্যক্তিগত প্র্যাকটিসে বেশি ব্যস্ত থাকেন। তিনি আরও বলেন, এ হাসপাতালে রোগী তেমন না থাকলেও আশপাশের ক্লিনিকগুলোতে রোগীদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায়।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, হাসপাতালটিতে বর্তমানে ২৫ জন চিকিৎসক কর্মরত আছেন। হাসপাতালটির দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. ইকবাল বাহার বেশ কিছুদিন ধরে ছুটিতে আছেন। মুঠোফোনে ইকবাল বাহার *প্রথম আলো*কে বলেন, 'যে চিকিৎসকেরা নিয়মিত আসেন না, তাঁদের তালিকা আমরা করেছি। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) এহসানুল হক বলেন, 'রোগীদের ভালো চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর সরকারিভাবে বরাদ্দ সব ওষুধ রোগীদের দেওয়া হয়। যাঁরা নিয়মিত অফিসে আসেন না, তাঁদের ইতিমধ্যে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়েছে। রোগী ভর্তি না হওয়ার কারণে বেড (শয্যা) খালি রয়েছে।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু নাছের ভূঁঞা বলেন, 'সরকারি এই হাসপাতালটিতে রোগীরা কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে না বলে বিভিন্ন সময় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। বিষয়টি লিখিতভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার মামুদকাঠি গ্রামের অনির্বাণ লাইব্রেরিতে চলছে দৈনন্দিন পাঠ ● প্রথম আলো

গ্রাম বদলে দিল লাইব্রেরি

শেখ আল-এহসান, খুলনা

খুলনা থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম মামুদকাটী। জেলার উপকূলবর্তী পাইকগাছা উপজেলা সদর থেকেও গ্রামটির দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার। হরিঢালী ইউনিয়নের হিন্দুপ্রধান এ গ্রামটিতে এবং আশপাশের দু-তিনটি গ্রামে একসময় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। বাল্যবিবাহ ও নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল এখানকার মানুষ। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও আলো ছিল না।

১৯৯০ সালের পর এক পরশপাথরের ছোঁয়ায় এলাকাটি এখন বদলে গেছে। বর্তমানে এখানে আর বাল্যবিবাহ হয় না। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই খোঁজ মেলে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে কর্মরত মানুষের। আর এসব সম্ভব হয়েছে একটি পাঠাগারের কল্যাণে। পাঠাগারটির নাম অনির্বাণ লাইব্রেরি।

এই লাইব্রেরি আর দশটা লাইব্রেরি থেকে আলাদা। এ পাঠাগারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ছোট পরিসরের এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। শুরু থেকেই প্রতি সপ্তাহে এলাকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে বসে পাঠচক্র। এলাকার স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাপ্তাহিক বৈঠক হয়। উচ্চশিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখানো হয় তরুণদের। শুধু তা-ই নয়, লাইব্রেরির আয়োজনে এলাকায় তিন মাস পরপর করা হয় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। এসব মেডিকেল ক্যাম্পে থাকেন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করা ওই এলাকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা।

লাইব্রেরি ঘিরে ওই এলাকায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনও এখন বেশ এগিয়ে গেছে। সপ্তাহের একটি দিনে চলে সংগীতচর্চা ও নাটক-যাত্রার প্রশিক্ষণ। যেকোনো জাতীয় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষকে নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে লাইব্রেরি কমিটি।

শুরুর কথা

১৯৯০ সাল। দেশে তখন প্রবল গণ-আন্দোলন। এমনই একটি সময়ে ওই গ্রামের কয়েকজন যুবক ভাবছিলেন গ্রামের মানুষের জন্য কিছু করার কথা। একদিন সন্ধ্যায় আড্ডা দিতে দিতে স্থানীয় সোনাতনকাটী গ্রামের জয়দেব ভদ্র (বর্তমানে হবিগঞ্জের এসপি) ও মানিক ভদ্র, মামুদকাটী গ্রামের বিশ্বকর্মা মণ্ডল ও হরিঢালী গ্রামের মৃণাল ঘোষ সিদ্ধান্ত নিলেন, গ্রামে লাইব্রেরি করবেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজও শুরু হলো। যুক্ত করা হয় স্থানীয় স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের। ওই বছরের ১০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় লাইব্রেরি।

লাইব্রেরির প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয় ওই গ্রামের কেন্দ্রস্থলে থাকা হরিসভার একটি ঘরে। প্রথমে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের বাড়িতে যেসব বই ছিল, সেগুলো দিয়ে শুরু হয় লাইব্রেরির কার্যক্রম। এরপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই খোঁজ মেলে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত মানুষের

লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জয়দেব ভদ্র *প্রথম আলো*কে বলেন, '১৯৯০ সালের দিকে আমি ছিলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায়ই বন্ধ থাকত। ফলে বাড়িতেই থাকতে হতো বেশির ভাগ সময়। তখন এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করার তাড়না অনুভব করি। সেই তাড়না থেকেই এলাকার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করি। পরে সবার সম্মিলিত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করা হয় লাইব্রেরিটি।'

বদলে দেওয়ার গল্প

লাইব্রেরির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্ণ দেবনাথ (বর্তমানে কৃষি ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখার সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার) বলেন, ১৯৯০ সালের আগে ওই গ্রাম থেকে একমাত্র তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। কিন্তু বর্তমানে গ্রামটি থেকে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই আছেন কয়েকজন শিক্ষার্থী। তা ছাড়া দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও অনেক। বর্তমানে এখানেই আছেন ছয়জন এমবিবিএস চিকিৎসক। তা ছাড়া প্রকৌশলী থেকে শুরু করে এই এলাকার নানা বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এখন সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। সবার সম্মিলিত চেষ্টায় গ্রাম থেকে উচ্চশিক্ষায় ঝরে পড়ার হার একেবারেই কমে গেছে। লাইব্রেরিকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড তাঁদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

অনির্বাণ লাইব্রেরি বদলে দিয়েছে মামুদকাটী গ্রামের মৎস্যজীবীপাড়ার ফারুক হোসেন মহলদারকেও। এ পাড়ায় কয়েক বছর আগেও মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়েছেন, এমন লোক ছিলেন না। আর এখন ওই পাড়াতেই আছেন কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত নারী-পুরুষ। ফারুক গত বছর খুলনা আযম খান কমার্স কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। সদ্য নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের সহকারী স্টেশনমাস্টার হিসেবে। তিনি বলেন, 'ছোট থেকেই লাইব্রেরির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সময় পেলেই এখানে এসে বই পড়তাম।'

অনির্বাণ লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি অধ্যাপক কালিদাশ চন্দ্র চন্দ বলেন, লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠার পর ঘরে ঘরে গিয়ে এলাকার ছেলেমেয়েদের ডেকে এনে সপ্তাহের একটি দিন পাঠচক্র করা হতো। এ পাঠচক্রের বিষয় থাকত সমসাময়িক বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। গ্রামের স্কুল ও কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের নিয়মিত খোঁজ নেওয়া হতো লাইব্রেরির পক্ষ থেকে।

বর্তমানে লাইব্রেরিতে রয়েছে দেড় হাজারের বেশি মূল্যবান বই। বইগুলো সবই অনুদানের। আর লাইব্রেরির খরচ জোগানো হয় এলাকার মানুষের অনুদানের টাকায়। ২০১৩ সালে ওই গ্রামেই লাইব্রেরির জন্য কেনা হয় ১১ শতক জমি। লাইব্রেরির জন্য একটি চারতলা ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। ওই ভবনে থাকবে লাইব্রেরি, মিলনায়তন, ডিজিটাল কক্ষসহ আধুনিক প্রযুক্তির সমাহার। নতুন ভবনে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি কেন্দ্র চালু এবং এলাকার শিক্ষার্থীদের আইটি প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছে লাইব্রেরি কমিটি। তা ছাড়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। লাইব্রেরির সভাপতি সমীরণ দে বলেন, 'ভবনটি নির্মাণে আনুমানিক ৬০ লাখ টাকা খরচ হবে। যদিও লাইব্রেরির বড় কোনো তহবিল নেই, তারপরও আমরা সাহস নিয়ে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেছি। আশা করি, সবার সম্মিলিত চেষ্টায় ভবন নির্মাণের কাজ শেষ করতে পারব।'

পার্বতীপুর রেলস্টেশন

সেবার মান বাড়ছে না, তাই কমছে যাত্রী

সৈয়দপুর (নীলফামারী) **প্রতিনিধি**

সেবার মানের উন্নতি না হওয়ায় ট্রেন ভ্রমণে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে যাত্রী কমেছে। এ কারণে পার্বতীপুর রেলস্টেশনে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বার্ষিক আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

পার্বতীপুর রেলস্টেশন সূত্রে জানা গেছে, পার্বতীপুর রেলস্টেশন থেকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে প্রতিদিন ব্রডগেজ ও মিটারগেজ মিলে ৮টি আন্তনগর ট্রেনসহ মোট ৪২টি ট্রেন চলাচল করে। স্টেশন কর্তৃপক্ষ বলছে, গত বছরের বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ট্রেনের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। তবে যাত্রীরা বলছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রেনের ভাড়া প্রায় দ্বিগুণ, বিলম্বে ট্রেন চলাচল ও সেবার মান নিম্নমুখী হওয়ায় ট্রেনে ভ্রমণে আগ্রহ হারাচ্ছে মানুষ।

রেলওয়ে স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পার্বতীপুর রেলস্টেশন থেকে ৩ লাখ ৮২ হাজার ৩১ জন যাত্রী ট্রেনে ভ্রমণ করে। কিন্তু ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় ৩ লাখ ৭২ হাজার ৮২২ জন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৬ কোটি ৮৬ লাখ ৩৪ হাজার ৮৪৬। কিন্তু যাত্রী পরিবহনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এ খাতে আয় দাঁড়ায় ৫ কোটি ৯৬ লাখ ৫৯ হাজার ৪২৭ টাকা। এ ছাড়া পণ্য পরিবহন খাতে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২২ লাখ ৩৮ হাজার ৫৮২ টাকা। আয় হয়েছে ১৪ লাখ ৮৬ হাজার ৯১১ টাকা।

আন্তনগর একতা ট্রেনের কয়েকজন যাত্রী বলেন, ট্রেনটির আসনগুলো ঠিকমতো পরিষ্কার না করায় বেশির ভাগ সময় ধুলাবালিতে ভরে থাকে। একই অবস্থা টয়লেটগুলোর। নিয়মিত পরিষ্কার না করায় অনেকেই ব্যবহার করতে চান না। মাঝেমধ্যে টয়লেটে পানি থাকে না। ট্রেনের খাবারের মান ভালো না হলেও দাম চড়া।

নীলসাগর ট্রেনের নিয়মিত যাত্রী মো. আমজাদ হোসেন বলেন, ট্রেনে পার্বতীপুর থেকে ঢাকায় পৌঁছাতে ৮ ঘণ্টা লাগার কথা থাকলেও মাঝেমধ্যে ১০ ঘণ্টাও লাগে। আর ঢাকা থেকে ট্রেন দেরি করে ছাড়াটা যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার বিষয়ে যোগাযোগ করলে স্টেশনমাস্টার শোভন রায় বলেন, সময়মতো ট্রেন ছাড়ার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে পরিস্থিতি এখন অনেক ভালো। খাওয়ার গাড়িতে নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। এ ব্যাপারে যাত্রীদের তেমন অভিযোগ নেই। লোকবল কম থাকায় যাত্রীদের সঠিক সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা তৈরি হয়। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলে এমনটা হতো না। তবে ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সব ব্যবস্থাই করা হবে।

ছাত্র না হয়েও রাজনীতিতে সরব, আছেন কমিটিতেও!

একরামুল হক ও সাইফুল ইসলাম, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নতুন কমিটির সহসম্পাদক হয়েছেন মো. জাহাঙ্গীর আলম নামের এক ব্যক্তি। ক্যাম্পাসে তিনি জাহাঙ্গীর আলম রাসেল নামে পরিচিত। তবে অভিযোগ উঠেছে, তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, মো. জাহাঙ্গীর আলম ২০১৩ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে অবস্থান করে আসছেন। অভ্যন্তরীণ কোন্দল বা বিবাদে তাঁকে ক্যাম্পাসে সোচ্চার দেখা যায়। তিনি কখনো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হননি, কিংবা ভর্তির সুযোগ পাননি। অথচ নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দাবি করে সভা-সমাবেশে সরব থাকছেন তিনি।

বহিরাগত হয়েও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কমিটিতে জায়গা পাওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মো. জাহাঙ্গীর আলম মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমি ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজের (আধুনিক ভাষাশিক্ষা ইনস্টিটিউট) ছাত্র।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ বলে জানিয়ে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দিয়ে সংযোগ কেটে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের নথিপত্র যাচাই করে মো. জাহাঙ্গীর আলম কিংবা জাহাঙ্গীর আলম রাসেল নামের কোনো শিক্ষার্থীর নাম পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক সাইফুল ইসলাম চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমাদের অনার্স ও এক বছর মেয়াদের ভাষাশিক্ষা কোর্সের শিক্ষার্থীদের নথি যাচাই করা হয়েছে। আমাদের ইনস্টিটিউটে অনার্স বা এক বছরমেয়াদি কোর্সে মো. জাহাঙ্গীর আলম কিংবা জাহাঙ্গীর আলম রাসেল নামের কোনো শিক্ষার্থী নেই।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি আলমগীর টিপু *প্রথম আলো*কে বলেন, 'জাহাঙ্গীর আলম রাসেল আমাদের সেক্রেটারির সঙ্গে থাকেন। তিনি (রাসেল) আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ছাত্র বলে শুনেছি। রাসেলের ছাত্রত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে আমরা বিষয়টি যাচাই করে কেন্দ্রকে জানাব। কেন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বিও মো. জাহাঙ্গীর আলমকে আধুনিক ভাষাশিক্ষা ইনস্টিটিউটের ছাত্র বলে দাবি করেন। কিন্তু ইনস্টিটিউটের কোনো কোর্স বা সেশনে এই নামের কোনো ছাত্র নেই বলে জানালে তিনি কাগজপত্র দেখে এ ব্যাপারে কথা বলবেন বলে জানান।

১৮ জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ২০১ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সাতকানিয়া উপজেলা পরিষদ সড়ক

সংস্কারের এক বছরেই খানাখন্দ ভরা সড়ক

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) **প্রতিনিধি**

এক বছর আগে সংস্কার করা হয় সাতকানিয়া উপজেলা পরিষদ গেট থেকে থানার মোড় পর্যন্ত প্রায় ৬০০ মিটার অংশের। কিন্তু বছর না ঘুরতেই আবার খানাখন্দে ভরে গেছে সড়ক।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সড়কের বিভিন্ন স্থানে পিচঢালাই ওঠে গিয়ে ছোট-বড় অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এসব গর্তে জমে আছে বৃষ্টির পানি। ফলে কাদাপানিতে একাকার হয়ে গেছে সড়ক। গাড়ি চলাচলের সময় কাদাপানি ছিটকে পড়ছে পথচারীদের পোশাকে।

সড়কটির পাশের কানুপুকুর পাড়ের ব্যবসায়ী নুরুল আবছার (৪৫) বলেন, সংস্কারকাজে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করায় সড়ক কিছুদিন পরই ভাঙা শুরু হয়। বেহাল অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সড়কটি গত বছরই সংস্কার করা হয়েছিল। এখন চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

প্রতিদিন চলাচলকারী রিকশাচালক মোহাম্মদ নুরুল আমিন (৩৮) বলেন, 'খানাখন্দের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন গাড়ি চালাতে গিয়ে শরীরের অবস্থা কাহিল হয়ে যায়।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষার্থীরা যাতায়াত করেন। সড়কের পাশে রয়েছে সাতকানিয়া মডেল উচ্চবিদ্যালয়, উপজেলা পরিষদ হল, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়, সাতকানিয়া সদরের একমাত্র খেলার মাঠসহ কয়েকটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল, মাদ্রাসা ও এতিমখানা।

সাতকানিয়া পৌরসভা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা পরিষদ সড়কের প্রায় ৬০০ মিটার এলাকার সংস্কারকাজ গত বছরের এপ্রিলের শেষ দিকে শুরু হয়ে জুন মাসে শেষ হয়। সড়কটির ওই অংশ সংস্কারে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের প্রায় ১০ লাখ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে পৌরসভার উপসহকারী প্রকৌশলী বিশ্বজিৎ দাশ বলেন, ওই সময় সংস্কারকাজ দরপত্র মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছে।

চকরিয়ায় ভাঙছে মাতামুহুরি আতঙ্কে দুই তীরের মানুষ

চকরিয়া (কক্সবাজার) **প্রতিনিধি**

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার বিভিন্ন অংশে মাতামুহুরি নদীর ভাঙন দেখা দিয়েছে। হুমকির মুখে পড়েছে মসজিদ, মন্দির ও বিদ্যুতের খুঁটিসহ বহু স্থাপনা। আতঙ্কে দিন কাটছে দুই তীরে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে।

জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চকরিয়া উপজেলার সুরাজপুর-মানিকপুর ইউনিয়নের সুরাজপুর, কাকারার প্রপার কাকারা, লোটনী ও মাঝেরফাঁড়ি, ফাঁসিয়াখালীর হাজিয়ান, ঘুনিয়া ও দিগর পানখালী, লক্ষ্যারচরের মণ্ডলপাড়া, জালিয়াপাড়া ও শিকলঘাট, কৈয়ারবিলের দিককুল ও খোঁজাখালী, সাহারবিলের বাটাখালী, বিএমচরের বেতুয়া বাজার, পূর্ব বড় ভেওলার আনিসপাড়া, কোনাখালীর মরংঘোনা, পুরইত্যাখালী ও কইন্যারকুম, চিরিঙ্গার সওদাগর ঘোনা ও মাছঘাট এবং চকরিয়া পৌরসভার কাজিরপাড়া, আমানপাড়া, আবদুল বারীপাড়া, চরপাড়া, নামার চিরিঙ্গা ও কোচপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের দিন কাটছে আতঙ্কে।

সরেজমিনে দেখা যায়, ফাঁসিয়াখালীর দিগর পানখালী এলাকায় মাতামুহুরি ভাঙন বেশি। চলতি বর্ষায় এখানকার তিনটি বসতঘর নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। নদীর পাশের ক্ষেত্রপাল মন্দিরের গোড়ার মাটি সরে যাওয়ায় মন্দিরটিও ভাঙনের ঝুঁকিতে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা চঞ্চলা বালা (৫২) বলেন, 'নদীর কূল ঘেঁষে ৩০ শতক ফসলি জমি ছিল। মাতামুহুরি ওই জমি গিলে খেয়েছে। এখন বন্যায় বসতভিটার অর্ধেক নদীতে তলিয়ে গেছে। অবশিষ্ট অংশ রক্ষা করা যাবে কি না সৃষ্টিকর্তাই জানেন।'

দিগর পানখালী ক্ষেত্রপাল মন্দিরের কর্মকর্তা শিবু ধর বলেন, 'মন্দিরটি শত বছরের পুরোনো। ভাঙতে ভাঙতে মাতামুহুরি নদী এখন মন্দিরের পাশেই চলে এসেছে। চলতি বর্ষায় পাহাড়ি ঢলের ধাক্কায় মন্দিরের গোড়া থেকে মাটি সেও গেছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মন্দিরটি বিলীন হয়ে যাবে।'

মাতামুহুরি নদীর ভাঙনে কৈয়ারবিলের দিককুল গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে ইসলামনগরের পাহাড়ে বসবাস করছেন জাহান আলী (৩৬)। তিনি বলেন, '২০১২ সালের বন্যায় বসতঘর বিলীন হয়েছে নদীতে। পরে পরিবার পরিজন নিয়ে টং তৈরি করে পাহাড়ে বসবাস করছি।' তাঁর মতো অনেকে বসতঘর হারিয়ে বেড়িবাঁধের ওপর ও পাহাড়ি এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

কোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান দিদারুল হক জানান, মরংঘোনা এলাকার ৩০০ মিটার বেড়িবাঁধ ভেঙে গেছে। দুই বর্ষায় অন্তত ২০ বসতঘর নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। জোয়ারের পানিতে ইউনিয়ন পরিষদের মাঠ প্লাবিত হচ্ছে।

জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ রেলপথের দুরমুঠ এলাকা বন্যার পানিতে ডুবে গেছে। ফলে ঢাকা থেকে দেওয়ানগঞ্জগামী কমিউটার ট্রেনটি আটকা পড়ে। দুই ঘণ্টা পর সব যাত্রীকে নামিয়ে পানি পার হয় ট্রেনটি। গত ২৯ জুলাই তোলা ছবি ● প্রথম আলো

জামালপুরে বন্যার পানিতে মাঝপথে আটকাল ট্রেন

আব্দুল আজিজ, জামালপুর

জামালপুরের মেলান্দহে বন্যার পানি রেললাইনের ওপরও উঠে গেছে। গত ২৯ জুলাই উপজেলার দুরমুঠ এলাকায় পানির মধ্যে আটকা পড়েছিল একটি কমিউটার ট্রেন। পরে যাত্রীদের পানির মধ্যেই নামিয়ে দিয়ে ট্রেনটি ওই এলাকা পার করা হয়। এতে যাত্রীরা, বিশেষ করে নারী ও শিশুরা চরম বিপাকে পড়ে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ রেলপথের গোমর দুরমুঠ এলাকায় প্রায় দুই কিলোমিটার রেলপথ পানিতে তলিয়ে যায়। ওই দিন দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা থেকে দেওয়ানগঞ্জগামী কমিউটার ট্রেনটি দুরমুঠ এলাকায় বন্যার পানিতে আটকা পড়ে। প্রায় দুই ঘণ্টা সেখানে ট্রেনটি আটকে ছিল। পরে সব যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে ট্রেনটি ধীরে ধীরে ওই অংশ পার হয়। যাত্রীরা তাদের মালপত্র কাঁধে নিয়ে তলিয়ে যাওয়া ওই পথ পাড়ি দেয়। প্রায় এক কিলোমিটার দূরে জামালপুর-ইসলামপুর মহাসড়কে পৌঁছায়। পরে সেখান থেকে নিজ নিজ গন্তব্যে যায়।

এদিকে নয় দিন ধরে দুর্গত এলাকার কয়েক লাখ মানুষ রাস্তা, উঁচু স্থান ও বিভিন্ন বাজারে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রীও তারা পায়নি। নেই সুপেয় পানির ব্যবস্থা। পানি বিশুদ্ধকরণ বড়িও নেই। এদিকে পানিবাহিত নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। দুর্গত মানুষের অভিযোগ, এত দিনেও সরকারি কোনো চিকিৎসক দলের দেখা তারা পায়নি।

মেলান্দহ উপজেলার হামলাপাড়া, দুরমুঠ, নয়াপাড়া, খুতিয়াকান্দা, শিতানীপাড়া কুলিয়া, সাদিপাটি এবং ইসলামপুর উপজেলার চিনাডুলীর দক্ষিণ বামনা, ডেবরাইপ্যাচ, আমতলী, নতুন পাড়া, উলিয়া, পাথর্শী, হাড়গিলাসহ বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে বন্যার্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

মেলান্দহ আলেয়া আজম কলেজের শিক্ষক শফিকুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'হাজার হাজার ঘরবাড়িতে বন্যার পানি উঠেছে। এ পানি ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত। দুর্গত এলাকার বেশির ভাগ চাপকল তলিয়ে গেছে। বিশুদ্ধ পানির জন্য মানুষ হাহাকার করছে। পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি জরুরি দরকার। দুর্গত এলাকার মানুষের মধ্যে নানা ধরনের রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু দুর্গত এলাকায় কোনো চিকিৎসক দল দেখিনি।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিভিল সার্জন মো. মোশায়ের উল ইসলাম বলেন, বন্যাকবলিত প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে মেডিকেল দল এবং প্রতিটি উপজেলায় আরও একটি করে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল রয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়পুর উপজেলা

দিনে গ্রাহকেরা বিদ্যুৎ পান ৮-১০ ঘণ্টা!

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায় কয়েক মাস ধরে ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে। এতে বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে। এ ছাড়া বারবার বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে। কষ্ট পাচ্ছেন হাসপাতালের রোগীরা।

উপজেলার দশটি ইউনিয়নের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিদিন গড়ে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পায় উপজেলাবাসী। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং চলে এখানে।

পাহাড়পুর ইউনিয়নের ধুরানাল গ্রামের উমেদ আলী জানান, প্রতিদিন গড়ে ৮-১০ বার বিদ্যুৎ আসা-যাওয়া করে। একই ইউপির বিটিদাউদপুর গ্রামের বাসিন্দা মাইনউদ্দিন রুবেল জানান, এর মধ্যে একদিন দুপুর ১২টার মধ্যেই পাঁচবার লোডশেডিং হয়েছে। বেলা তিনটা থেকে চারবার এবং রাতে দুই থেকে তিনবার লোডশেডিং হয়েছে। প্রতিবারই ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিল না। এটি এক দিনের নয়, প্রতিদিনের চিত্র।

এ বিষয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার নয়টি ইউনিয়নে ২৭ হাজার ৯১৪ জন বিদ্যুতের গ্রাহক রয়েছেন। এ জন্য প্রতিদিন সাত মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে মাত্র চার মেগাওয়াট। তা ছাড়া নতুন গ্রাহক দিন দিন বেড়ে চলেছে। নতুন সংযোগ বাড়লেও সে অনুযায়ী বিদ্যুতের সরবরাহ মিলছে না। উপজেলায় আশুগঞ্জের তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু ওই গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৩৩ কেভি লাইনে ব্যবহৃত তারগুলো অনেক পুরোনো এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পুরোনো তার হওয়ায় এটি বিদ্যুৎ সরবরাহের লোড নিতে পারছে না। লোড দিলেই লাইনে সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যার কারণেই ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে।

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবির) বিজয়নগর শাখার চেয়ারম্যান দীপক চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের বিষয়টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (সদর ও বিজয়নগর) আসনের সাংসদ র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীকে জানানো হয়েছে। সাংসদ এ বিষয়ে পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

সোনার বাংলায় খাবার না খেলেও দিতে হচ্ছে টাকা

ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে যাত্রী টানতে পারছে না সোনার বাংলা

একরামুল হক, চট্টগ্রাম

ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের দ্বিতীয় বিরতিহীন আন্তনগর ট্রেন 'সোনার বাংলা' সেভাবে যাত্রীদের আকর্ষণ করতে পারছে না। প্রতি যাত্রায় (ঢাকা-চট্টগ্রাম বা চট্টগ্রাম-ঢাকা) গড়ে ট্রেনটির ৩০ শতাংশের বেশি আসন ফাঁকা থাকছে। যাত্রীরা বলছেন, এই ট্রেনের টিকিটের সঙ্গে খাবারের দাম যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। খাবারের দাম টিকিটের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে কেটে রাখা না হলে এই ট্রেনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়বে।

সুবর্ণ চালু হওয়ার প্রায় ১৮ বছর পর ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে দ্বিতীয় বিরতিহীন ট্রেন হিসেবে সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হয় গত ২৬ জুন। উদ্বোধনী ট্রিপে (যাত্রা) রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১৮৭ জন যাত্রী নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করে ট্রেনটি। এর আগে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে প্রথম বিরতিহীন আন্তনগর ট্রেন সুবর্ণ এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ১৪ এপ্রিল।

রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের কর্মকর্তারা বলছেন, সোনার বাংলা এখন দেশের সবচেয়ে আধুনিক ট্রেন। গত ২৬ জুন থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত ৪৬টি ট্রিপে সোনার বাংলা ট্রেনটি ২৩ হাজার ৫৭৯ জন যাত্রী পরিবহন করেছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ১১ হাজার ৫৮৭ জন এবং ঢাকা থেকে ১১ হাজার ৯৯৭ জন যাত্রী ওঠেন। ট্রেনটি গড়ে প্রতি যাত্রায় ৫১২ জন করে যাত্রী পরিবহন করেছে। এটি ট্রেনটির যাত্রী ধারণক্ষমতার ৬৯ শতাংশ। ট্রেনটি প্রতিদিন সকাল ৭টায় কমলাপুর স্টেশন থেকে ছেড়ে দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছায়। আবার বিকেল ৫টায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়ে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে ট্রেনটি ঢাকায় পৌঁছায়। পথে শুধু ঢাকার বিমানবন্দর স্টেশনে ট্রেনটি কিছুক্ষণের জন্য যাত্রাবিরতি করে।

'সোনার বাংলা' ট্রেনটি শনিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি ছয় দিন যাত্রী পরিবহন করে। ট্রেনটির ১৬টি বগিতে স্নিগ্ধা (শীতাতপ চেয়ার), শোভন চেয়ার ও এসি বার্থ মিলিয়ে মোট ৭৩৬টি আসন রয়েছে। প্রতি যাত্রায় গড়ে ২২৪ জন বা ৩১ শতাংশ যাত্রী কম পরিবহন করছে ট্রেনটি। অবশ্য ঈদের ছুটির পরের এক সপ্তাহে ট্রেনটি চট্টগ্রাম থেকে প্রতি যাত্রায় প্রায় শতভাগ যাত্রী পরিবহন করেছে।

অন্যদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের বিরতিহীন আরেকটি ট্রেন সুবর্ণ এক্সপ্রেস গড়ে ৯১ থেকে ৯৫ শতাংশ যাত্রী পরিবহন করে বলে জানান রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (সিসিএম) সরদার সাহাদাত আলী। তিনি বলেন, গত ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সুবর্ণ ট্রেন গড়ে প্রায় ৯১ শতাংশ যাত্রী পরিবহন করেছে। জুন মাসে ২৩ দিন রমজান মাস ছিল। রমজান মাসে যাত্রীরা কম ভ্রমণ করেন। তা না হলে গত ছয় মাসে সুবর্ণ এক্সপ্রেসের গড় যাত্রী পরিবহন ৯৫ শতাংশের বেশি হতে পারত। সুবর্ণ ট্রেনটির আসনসংখ্যা ৮৯৯টি।

সুবর্ণ ট্রেন প্রতিদিন সকাল ৭টায় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছায়। ট্রেনটি আবার রাজধানীর কমলাপুর স্টেশন থেকে বেলা ৩টায় ছেড়ে রাত সাড়ে ৮টায় চট্টগ্রামে পৌঁছায়। এই ট্রেনটিও ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে থামে।

চট্টগ্রাম নগরের বাসিন্দা ও সুবর্ণ ট্রেনের নিয়মিত যাত্রী শাহাদাত হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'সুবর্ণ এক্সপ্রেস আমাদের কাছে খুব জনপ্রিয় একটি ট্রেন। কম খরচে স্বাচ্ছন্দ্যে আমরা এই ট্রেনে করে ঢাকায় যাতায়াত করি। কিন্তু সোনার বাংলা উন্নত মানের হলেও ভাড়া সুবর্ণের চেয়ে অনেক বেশি। ভাড়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা উচিত।'

রেলওয়ে সূত্র জানায়, সোনার বাংলার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত চেয়ারের ভাড়া ১ হাজার টাকা। কিন্তু সুবর্ণের ভাড়া ৭২৫ টাকা। সোনার বাংলার এসি বার্থের ভাড়া ১ হাজার ১১০ টাকা এবং শোভন চেয়ারের ভাড়া ৬০০ টাকা। সুবর্ণের এসি বার্থ নেই। তবে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৩৮০ টাকা। সুবর্ণ এক্সপ্রেসে যাত্রীদের খাবার সরবরাহ করা হয় না।

চট্টগ্রামের আরেক যাত্রী সামিউল হক বলেন, সোনার বাংলা ট্রেনের টিকিটের দাম থেকে খাবারের দাম আলাদা করা উচিত। খাবারসহ ও খাবার ছাড়া—দুই ধরনের টিকিটের ব্যবস্থা রাখা উচিত।

খায়রুল আলম নামের এক যাত্রী গত এক মাসে সোনার বাংলায় দুবার ভ্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, খাবারের মান মোটামুটি ভালো। তবে একদিন কাটলেট বাসি ছিল।

যাত্রীরা বলেন, সোনার বাংলা ট্রেনে দেওয়া খাবারের মধ্যে থাকে ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ, চিকেন ফ্রাই অথবা কাটলেট, এক পিস কেক, আপেল ও এক বোতল পানি বা কোমল পানীয়। খাবার সরবরাহ করছে পর্যটন করপোরেশন। কিন্তু খাবারের প্যাকেটে মেয়াদের তারিখ উল্লেখ থাকে না।

এ বিষয়ে পর্যটন করপোরেশনের আবাসিক ব্যবস্থাপক এ এন এম জিয়াউল করিম বলেন, আগের প্যাকেটে খাবার সরবরাহ হচ্ছে। নতুন করে প্যাকেট বানানো হলে খাবারের মেয়াদের তারিখ উল্লেখ থাকবে। বাসি খাবার সরবরাহ করা নিয়ে এক যাত্রীর অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, রাত দুইটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত খাবার তৈরি করে ভোর ছয়টায় ট্রেনে সরবরাহ করা হয়।

সোনার বাংলা ট্রেনে যাত্রী কম হওয়ার বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফিরোজ সালাহ উদ্দিন বলেন, এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে আধুনিক ট্রেন। এখনো সেভাবে প্রচার পায়নি। অনেক যাত্রী ট্রেনটির যাত্রার সময়সূচি সম্পর্কে জানেন না। যাত্রীরা ধীরে ধীরে ট্রেনটি সম্পর্কে জানছেন। কিছুদিনের মধ্যেই ট্রেনটি জনপ্রিয়তা পাবে। তিনি বলেন, 'আগামী ছয় মাস পর আপনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবেন, তখন কোনো আসন ফাঁকা থাকবে না। ট্রেনটিতে শিগগিরই ওয়াইফাই সংযোগ দেওয়া হবে।'

কুমিল্লায় ঝুঁকি নিয়ে মহাসড়ক পারাপার

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা

কুমিল্লায় পদচারী-সেতু থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে নারী, শিশুসহ বহু মানুষ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পার হয়। এতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। গত ১৫ দিনে এভাবে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে।

সড়ক ও জনপথ (সওজ) সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা জেলার ১০১ কিলোমিটার অংশে ১৪টি পদচারী-সেতু রয়েছে। ছয় মাস আগে এসব সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হয়। এরপরও অনেক মানুষ ঝুঁকি নিয়ে হেঁটে মহাসড়কের একপাশ থেকে অন্যপাশে আসা-যাওয়া করে। এতে দুর্ঘটনার পাশাপাশি ভোগান্তি বাড়ছে।

গত ২৭ জুলাই সকাল ১০টায় ও বেলা তিনটায় চান্দিনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সরেজমিনে দেখা গেছে, ঝুঁকি নিয়ে লোকজনের পারাপার ঠেকাতে মহাসড়কের চার লেনের সড়ক বিভাজকের ওপর বরইগাছের ডাল রাখা হয়েছে। এসব ডাল সরিয়ে অনেকে এমনকি শিশুদের নিয়ে মহাসড়কের একপাশ থেকে অন্য পাশে যাচ্ছে। সড়ক বিভাজকের দুই পাশের রাস্তায় লরি, কাভার্ডভ্যান, ট্রাক, বাস, মাইক্রোবাস ও ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল করছে। অথচ বাসস্ট্যান্ডের ওপরেই পদচারী-সেতু রয়েছে।

মহাসড়কের দক্ষিণ পাশ থেকে সড়ক বিভাজক পার হয়ে উত্তর পাশে এসেছেন দেবীদ্বারের বাগুর গ্রামের ফজলুল হক (৪৩)। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'এত উঁচুতে উঠতে ডর (ভয়) লাগে। তাই রোড ডিভাইডারের ওপর দিয়ে পার হচ্ছি।'

গত ২৮ জুলাই বেলা ১১টায় নন্দনপুর এলাকায় দেখা গেছে, অন্তত ছয়জন পথচারী হেঁটে মহাসড়ক পার হচ্ছে।

সওজ বিভাগ কুমিল্লার নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন বলেন, এত দিন নাগরিক সমাজসহ সবার দাবি ছিল পদচারী-সেতুর। এখন সেতু হয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়েনি। মানুষ আগের মতোই তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য হেঁটে মহাসড়ক পার হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সবার সহযোগিতা নিয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

মহাসড়ক পুলিশের কুমিল্লা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. সোলায়মান বলেন, পুলিশের চোখ এড়িয়ে অনেকে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হয়। পদচারী-সেতু ব্যবহারের জন্য যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

ক্যাশ কাউন্টারে দায়িত্ব পালন করছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হাফিজুর রহমান ● ছবি : জগলুল পাশা

চোখে না দেখলেও ক্যাশ সামলাচ্ছেন তিনি

মানসুরা হোসাইন, ময়মনসিংহ থেকে

বেলা আড়াইটা। হোটেলকর্মীদের ব্যস্ত চলাচল। টেবিলগুলোও ফাঁকা নেই। দুপুরের খাবার খেতে আসা লোকের ভিড়। কেউ ভাত খাচ্ছেন, কেউ খাচ্ছেন বিরিয়ানির সঙ্গে বোরহানি। খাওয়া শেষে ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে বিল দিচ্ছেন। কাউন্টারে সানগ্লাস চোখে এক ব্যক্তি বসে আছেন। খাবারের দাম নিচ্ছেন। ভাঙতি টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছেন। ময়মনসিংহের বড় বাজার এলাকায় বড় মসজিদের কাছে হোটেল মিনারের দৃশ্য এটি।

হোটেলের ক্যাশ কাউন্টারে বসে গুরুদায়িত্ব যিনি নিয়মিত পালন করে চলেছেন, তিনি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হাফিজুর রহমান। গ্লুকোমার কারণে তিন বছর ধরে চোখে দেখেন না। এর আগে তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ছিল। তবে এখন চোখে কিছু দেখতে না পেলেও থেমে যাননি। অফুরান প্রাণশক্তি দিয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

গত ২৮ জুলাই কথা হয় হাফিজুর রহমানের সঙ্গে। কথা বলার ফাঁকেই একজনের খাবারের বিল নিয়ে ভাঙতি টাকা ফেরত দিলেন। কিছু না দেখেও কীভাবে খাবারের দাম ঠিকঠাক রাখেন? বিস্ময় নিয়ে করা এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন খুব স্বাভাবিক স্বরে। বললেন, টাকার আকার অনুযায়ী বুঝতে পারি কোনটি কত টাকার নোট।

ঠিক সেই সময়েই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রেজাউল করিম দুপুরের খাবার শেষে বিল দিতে গিয়ে ২০০ টাকা দিলেন। তাঁর বিল হয়েছে ১১৫ টাকা। হাফিজুর গুনে গুনে টাকা ফেরত দিলেন। রেজাউল করিম জানালেন, হিসাবে কোনো গরমিল নেই।

পাশে বসে হাফিজুরকে সহায়তা করছেন তাঁর ফুপা কবির উদ্দিন। তাঁর কাজ হোটেলে খেতে আসা ব্যক্তিদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে হাফিজুরকে দেওয়া। আর ক্যাশ বইতে লিখে রাখা। বাকি কাজটুকু হাফিজুর একাই করছেন। তাঁর বাবা দেলোয়ার হোসেন ৪০ বছর আগে হোটেল ব্যবসা শুরু করেন। তিন ছেলের মধ্যে হাফিজুর বড় হওয়ায় তিনি হোটেলের ক্যাশ সামলাতেন। ২০০৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। হাফিজুর ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে অনার্স করেছেন। চোখের আলো নিভে যাওয়ায় মাস্টার্স করা হয়নি।

হাফিজুর জানালেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারানোর কথা। সময়টা ২০১৩ সালের ১৪ মে। সকাল থেকে হাফিজুরের সবকিছু পাল্টে যায়। এর আগে চোখে যে খুব বেশি সমস্যা ছিল তা-ও নয়। মাঝেমধ্যে তীব্র মাথা ব্যথা অনুভব করতেন। একবার চোখে ঝাপসা দেখা ছাড়া তেমন কিছু হয়নি। হাফিজুর বললেন, 'এর আগের রাতে হোটেলের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরি। সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম দৃষ্টিভ্রম। পরে জানতে পারি, ঘুমের মধ্যে আমার স্ট্রোক হয়েছে। চোখের অপটিক্যাল নার্ভ শুকিয়ে গেছে।' হাফিজুর ভারতের চেন্নাইতে চোখের চিকিৎসা করাচ্ছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

কথা বলার একপর্যায়ে হাফিজুরের ফুপা হাফিজুরের কাছে ২০ টাকা চাইলেন। মুহূর্তে হাফিজুরের হাত চলে গেল ২০ টাকার নোটে।

শুরুর দিকে মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছিলেন হাফিজুর। জানালেন, দৃষ্টিশক্তি হারানোর মাত্র ছয় মাস আগে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রী আয়েশা আক্তারকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতে কিছুটা সময় লেগেছিল। সংসার শুরুর পর স্ত্রীকে মাত্র ছয় দিন চোখ দিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। সেই স্ত্রীর অনুপ্রেরণাতেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

স্রোতস্বিনী আত্রাই ভরা বর্ষাতেও নালার মতো

দখলদূষণে মৃতপ্রায় নদীটি

বরুন রায়, বেড়া (পাবনা)

পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার কাশীনাথপুরে আত্রাই নদ দখল করে গড়ে তোলা হয়েছে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ অবৈধ স্থাপনা। ব্যাপক দখল আর দূষণের কারণে একসময়ের খরস্রোতা নদটি চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার পথে। এই ভরা বর্ষা মৌসুমেও কাশীনাথপুর হাটের পাশে আত্রাই দেখতে সরু নালার মতো।

আত্রাই নদ সাঁথিয়া উপজেলার নন্দনপুর ইউনিয়নে ইছামতী নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করে বেড়া উপজেলার মাসুন্দিয়া ইউনিয়নে গিয়ে বাদাই নদে মিশেছে। কাশীনাথপুরের ট্রাফিক মোড় থেকে হাটের শেষ সীমানা পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার অংশে আত্রাই কমবেশি দখলের শিকার হয়েছে। তবে নদটি সবচেয়ে বেহাল কাশীনাথপুর হাট-সংলগ্ন অংশে। দখলের কারণে ওই স্থানে নদটিকে এখন খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।

স্থানীয় ব্যক্তিরা বলেন, কাশীনাথপুরের অবস্থান পাবনার সাঁথিয়া, বেড়া ও সুজানগর উপজেলার সংযোগস্থলে। তবে নদ দখলের স্থানসহ বাজারের ব্যবসাকেন্দ্রের বেশির ভাগই পড়েছে সাঁথিয়ার মধ্যে। পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের পাশে অবস্থিত হওয়ায় স্থানটি জেলার অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ফলে কাশীনাথপুর হাট এলাকায় জায়গা-জমির দাম আকাশচুম্বী। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নদের জায়গা ইচ্ছামতো দখল করে স্থাপনা তৈরি করে ভাড়া দিয়েছেন।

২৩ জুলাই সরেজমিনে দেখা যায়, কাশীনাথপুর হাটের পাশে আত্রাই নদের দুপাশেই ভরাট করে গড়ে তোলা হয়েছে বহুতল ভবনসহ অর্ধশতাধিক পাকা ও আধা পাকা স্থাপনা। বেশির ভাগ স্থাপনাতেই রয়েছে দোকানপাটসহ বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। অর্ধশতাধিক স্থাপনা হলেও সেগুলোর দখলকারী ৮ থেকে ১০ জন বলে জানান এলাকাবাসী।

> কাশীনাথপুরের ট্রাফিক মোড় থেকে হাটের শেষ সীমানা পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার অংশে আত্রাই কমবেশি দখলের শিকার হয়েছে। তবে নদটি সবচেয়ে বেহাল কাশীনাথপুর হাট-সংলগ্ন অংশে

কাশীনাথপুর হাটের একাংশে গিয়ে দেখা যায়, নদের মাঝখানে তৈরি করা হয়েছে একটি ছোট সেতু। সেতুর দুই দিকে নদের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত পাকা রাস্তা। সেই রাস্তার দুপাশে গড়ে তোলা হয়েছে দোকানপাট। ওই স্থানে গিয়ে বোঝার উপায় নেই যে সেখানে একটি নদ আছে। দখলের পাশাপাশি নদের একেবারে মাঝ বরাবর ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখা হয়েছে। এতে মারাত্মক দূষণের শিকার হচ্ছে আত্রাই।

স্থানীয় ব্যক্তিরা বলেন, দখলের মহোৎসব শুরু হয় ২০০৩ সালের দিকে। ওই সময় স্থানীয় সুজানগর উপজেলার আহম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) তৎকালীন চেয়ারম্যান জালালউদ্দিন মিয়ার উদ্যোগে সরকারি অর্থে আত্রাই নদের ওপর ওই সেতু ও রাস্তা নির্মিত হয়। নির্মাণের পরপরই তিনি রাস্তার দুপাশ দখল করে সাত-আটটি দোকান গড়ে তোলেন। তাঁর দেখাদেখি দখলের হিড়িক পড়ে যায়।

তবে জালালউদ্দিন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'নদীর বুকের ওপর যে রাস্তা ও সেতুর কথা বলা হচ্ছে, তা পুরোপুরি সরকারি। এসএ, ডিএসসহ সরকারি বিভিন্ন রেকর্ডে রাস্তা হিসেবে এর উল্লেখ আছে। আর সেখানে আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তিতে দোকানপাট গড়েছি। নদীর এক ইঞ্চি জায়গাও দখল হয়নি। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে হেয় করতে একটি মহল নদী দখলের মিথ্যা অভিযোগ করছে।'

দখলের অভিযোগ রয়েছে এমন আরও কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে কথা হয় মোহাব্বত আলী নামের একজনের সঙ্গে। তিনি *প্রথম আলো*র কাছে দাবি করেন, যে জায়গায় তিনি বাড়ি ও দোকান গড়ে তুলেছেন, সেটি ১৯৯০ সালে কেনা। জায়গাটি অনেক আগে হাটের জায়গা হিসেবে রেকর্ড হয়ে গিয়েছিল। তবে আগের মালিক আদালতে মামলা করে ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা হিসেবে রায় পান। আর নদ দখলের যে কথা বলা হচ্ছে, তা সঠিক নয়। কারণ, নদ তাঁর স্থাপনা থেকে অন্তত ৩০ ফুট দূরে।

এদিকে নদের ঠিক কী পরিমাণ জায়গা দখল হয়েছে, সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। কাশীনাথপুর ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের সহকারী ভূমি কর্মকর্তা আবদুস সালাম এ ব্যাপারে বলেন, 'স্থাপনা নির্মাণের কারণে নদী ছোট হয়ে গেছে এ কথা ঠিক। তবে কতটুকু জায়গা দখল হয়েছে, সেই তথ্য আমাদের কাছে নেই।'

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) পাবনা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল করিম বলেন, 'ভূমিদস্যুদের কারণে স্রোতস্বিনী আত্রাই নদ আজ মৃতপ্রায়। আমরা আত্রাইকে রক্ষায় বিভিন্ন সময়ে দাবি জানিয়ে এসেছি। এখন সরকারি উদ্যোগ আশা করি।'

সাঁথিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শফিকুল ইসলাম বলেন, 'যেভাবে নদটি দখল করা হয়েছে, সরেজমিনে তা দেখে মর্মাহত হয়েছি। নদটিকে দখলমুক্ত করতে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

চারা বিতরণ বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান উপলক্ষে লালমনিরহাট সদর উপজেলার বড়বাড়ী ইউনিয়নের শহীদ আবুল কাশেম মহাবিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ১ হাজার ৩০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিনা মূল্যে সাতটি করে বিভিন্ন গাছের চারা বিতরণ করে। একই সঙ্গে তাদের দেওয়া হয় একটি করে রঙিন ছাতা। ১ ডিসেম্বর দুপুরে মহাবিদ্যালয় চত্বর থেকে ছবিটি তোলা ● প্রথম আলো

কাঁচা সড়কে ভোগান্তি পাঁচ গ্রামের মানুষের

শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুর জেলা সদর থেকে বয়ড়াপরানপুর গ্রামের দূরত্ব মাত্র চার কিলোমিটার। শেরপুর-ঢাকা মহাসড়কের পাশঘেঁষা গ্রামটির বেশির ভাগ মানুষই নার্সারি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। জেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগে তাদের প্রধান বাধা আধা কিলোমিটার কাঁচা সড়ক। ওই সড়কে চলাচল করতে গিয়ে ভোগান্তি পোহাচ্ছে বয়ড়াপরানপুরসহ পাঁচ গ্রামের প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ।

এলাকাবাসী জানান, প্রায় আড়াই দশক আগে তৎকালীন ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে শেরপুর-ঢাকা মহাসড়কসংলগ্ন বয়ড়াপরানপুর গ্রামের শুরু থেকে অষ্টমীতলা-কানাসাখোলা বাইপাস সড়কের সিদ্দিক নার্সারি পর্যন্ত আধা কিলোমিটার দীর্ঘ একটি কাঁচা সড়ক নির্মাণ করা হয়। এ সড়কে একটি কালভার্টও আছে। সড়কটি দিয়ে বয়ড়াপরানপুর, মধ্যবয়ড়া, ভাতশালা, বয়ড়া পালপাড়া ও বলেরবাড়ি গ্রামসহ আশপাশের মানুষ চলাচল করে। কিন্তু এটি কাঁচা হওয়ায় এলাকার মানুষ ভোগান্তি পোহায়। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। সামান্য বৃষ্টি হলেই এটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল করায় বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়। তখন হেঁটে চলাও দায় হয়ে পড়ে।

১৫ জুলাই সরেজমিনে দেখা যায়, সড়কটির বিভিন্ন স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে পানি জমে আছে। পুরো সড়কটি পিচ্ছিল হয়ে গেছে। এ সড়কের একমাত্র কালভার্টটির স্লাবের দুই পাশে ভেঙে যাওয়ায় পণ্যবাহী ট্রাকসহ অন্য যন্ত্রচালিত যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এলাকার মানুষ বিকল্প পথে পণ্য পরিবহন করছে।

বয়ড়াপরানপুর গ্রামের নার্সারি মালিক সমিতির সভাপতি মো. ইন্তাজ আলী বলেন, এ এলাকার মানুষের প্রধান পেশা নার্সারি ব্যবসা। জুন থেকে সেপ্টেম্বর এ চার মাস চারা বিক্রির মৌসুম হলেও সারা বছরই কম-বেশি চারা বিক্রি হয়। স্থানীয় ক্রেতা ছাড়াও চারা সংগ্রহ করতে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুলসংখ্যক ক্রেতা বয়ড়াপরানপুরে আসেন। বিশেষ করে চারা বিক্রির ভরা মৌসুমে এ আধা কিলোমিটার কাঁচা সড়কটি সামান্য বৃষ্টিতেই কাদাপানিতে একাকার হয়ে যায়। তখন ট্রলি-ভ্যান নিয়ে অনেক কষ্টে চারা বাজারে নিতে হয়।

ভ্যানচালক মো. আবদুস সালাম বলেন, 'বর্ষাকালে এই রাস্তায় পানি জইমা থাকে আর গর্তের সৃষ্টি হয়। মাটির রাস্তার পুরাটাই পিছলা হইয়া পড়ে। তখন অনেক কষ্টে আমাদের মাল (পণ্য) টানুন লাগে।'

নির্মাণশ্রমিক মো. উকিল মিয়া বলেন, নির্বাচন এলেই জনপ্রতিনিধিরা সড়কটি পাকা করে দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে তাঁরা আর খোঁজ নেন না।

দুবলহাটি জমিদারবাড়ির একাংশ ধসে পড়েছে

নওগাঁ প্রতিনিধি

যথাযথ নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নওগাঁর ঐতিহ্যবাহী দুবলহাটি জমিদারবাড়ি তার জৌলুশ হারিয়েছে অনেক আগেই। দেয়ালের পলেস্তারা উঠে যাওয়ায় এবং দরজা-জানালা খুলে নেওয়ায় জীর্ণ কঙ্কাল বেরিয়ে এসেছিল ভবনটির। এবার সেই কঙ্কালও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। গত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে প্রাচীন এই জমিদারবাড়ির একাংশের দেয়াল ধসে পড়েছে। প্রাচীন এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণে সরকারের কাছে অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

সরেজমিনে গত ২৮ জুলাই দেখা গেছে, দুবলহাটি জমিদারবাড়ি ভবনের উত্তর দিকের দ্বিতীয় তলায় ২০ থেকে ২৫ হাত দেয়াল ধসে পড়ে আছে।

কথা হয় ভবনের ধসে পড়া অংশের বাসিন্দা ভূমিহীন আলমগীর হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, গত ২৫ জুলাই বিকেল থেকে রাতের মধ্যে বেশ কয়েক দফায় ভবনটির দেয়াল ধসে পড়ে। এ সময় তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকজন রক্ষা পেলেও তাঁর পালিত ৭৬ জোড়া পায়রা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মারা যায়।

নওগাঁর স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন একুশে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মেহমুদ মোস্তফা রাসেল বলেন, চোখের সামনে এ ধরনের একটি স্থাপনা ধ্বংস হতে দেখে খুবই কষ্ট লাগছে। শুধু যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্থাপনাটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ জন্য প্রশাসনই প্রধানত দায়ী বলে তিনি অভিযোগ করেন।

ঐতিহ্যে নওগাঁ নামক স্থানীয় সাপ্তাহিকের সম্পাদক কাজী রাহাত বলেন, 'দুবলহাটি রাজবাড়িটি নওগাঁবাসীর ঐতিহ্যের অংশ। এটি ভেঙে পড়ায় আমরা একটি সম্পদ হারালাম। এটা রক্ষা করতে না পারা জাতি হিসেবে সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের অসচেতনতা ও অবজ্ঞারই প্রকাশ।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা বলেন, ২০১২ সালের আগ পর্যন্ত বাড়িটি উত্তরসূরিদের দায়িত্বে ছিল। তারপর সরকার বাড়িটিকে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে। এ নিয়ে উত্তরসূরিদের সঙ্গে মামলা হয়। সে মামলা এখনো চলছে।

নওগাঁর দুবলহাটি রাজবাড়ির ভেঙে পড়া অংশ ● প্রথম আলো

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রবিউল ইসলাম বলেন, 'জমিদারবাড়ির সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে বাড়িটির উত্তরসূরিদের সঙ্গে সরকারের একটি মামলা বিচারাধীন। ভবনের স্থাপনার কোনো ধরনের পরিবর্তন বা সংস্কারের ওপর আদালত স্থিতাবস্থা দিয়েছে। এ জন্যই প্রশাসন ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণে কোনো উদ্যোগ নিতে পারছে না।'

নওগাঁ শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দুবলহাটি জমিদারবাড়িটি। *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* নামক গ্রন্থে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দুবলহাটির জমিদার বংশ তাহিরপুর, পুঠিয়া ও সাঁতৈল জমিদার বংশের থেকেও পুরোনো। ঐতিহাসিক কালীনাথের মতে, পাল আমলে (৭৫০-১১৫০) এ জমিদারির সূচনা। মোগল আমলে এ জমিদারির রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল ২২ কাহন (১ কাহন= ১২৮টি) কই মাছ। কারণ, এটি ছিল বিল এলাকা। পাঁচ একর এলাকাজুড়ে দুবলহাটি জমিদারবাড়িটি স্থাপিত। গত ২৯ জুন *প্রথম আলো*তে স্থাপনাটি নিয়ে 'দুবলহাটি জমিদারবাড়িটির বাঁচার আকুতি' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

প্রথম আলো
gulfedition@prothom-alo.info

ব্যাচেলরদের বাসাভাড়া সংকট

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় করে দেওয়া যাবে না

রাজধানীতে অবিবাহিত অথবা একা থাকা মানুষের জন্য বাসাভাড়া আগেও কঠিন ছিল। জঙ্গি হামলার ঘটনার পর তা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। গত বৃহস্পতিবারের *প্রথম আলোয়* ঢাকার ব্যাচেলরদের এই ভোগান্তি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

সমস্যাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় করে দেওয়ার মতো। কোনো কোনো মেসে জঙ্গি আস্তানা থাকা মানে সব মেসই জঙ্গি উপদ্রুত নয়। তরুণদের মধ্যে কয়েকজন জঙ্গিবাদী হয়ে যাওয়ার মানে এই নয় যে, সব তরুণই সন্দেহভাজন। কিন্তু মোটামুটি সেই মানসিকতা থেকেই ব্যাচেলরদের বাসা ভাড়া দিতে মালিকেরা অনিচ্ছুক থাকেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতার রূপকটা প্রাসঙ্গিক : পায়ে ধুলা লাগা এড়াতে সমগ্র রাস্তাটাকে চামড়া দিয়ে মুড়ে দেওয়ার চাইতে পায়ে জুতা পরাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাসা ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে নাম-পরিচয় বিষয়ে নিশ্চিত থাকা, ভবনের পরিবেশ সুস্থ রাখাই যেখানে করণীয়, সেখানে বাসভবন ব্যাচেলরমুক্ত করার চিন্তা মাথাব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার শামিল।

আমাদের জনসংখ্যার বড় একটি অংশই তরুণ। রাজধানীর জনমিতির দিকে তাকালেও তরুণ-তরুণীর মুখই বেশি চোখে পড়বে। তাঁরা ছাত্রছাত্রী, পেশাজীবী এবং উৎপাদন ও সেবা খাতের প্রধান চালিকাশক্তি। গুটি কয়েক বিভ্রান্ত তরুণের জন্য এই জনসম্পদকে অবহেলা ও অপমানের মধ্যে রাখা ন্যায়সংগত নয়। দিনকে দিন বাড়তে থাকা ব্যাচেলর-আবাসন সমস্যার দিকে সরকার ও নগর কর্তৃপক্ষেরও নজর দেওয়া প্রয়োজন।

অভিযোগ রয়েছে, রাজধানী ও দেশজুড়ে ব্লক রেইড ও গণতল্লাশির সময় ব্যাচেলর ও তরুণদের বিভিন্ন রকম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, বিপুলসংখ্যক তরুণের সহযোগিতা ছাড়া জঙ্গিবাদের প্রকোপ মোকাবিলা করা কঠিন। সব দিক বিবেচনায় রেখেই জঙ্গিবাদ মোকাবিলার পথ খুঁজতে হবে। আমরা ভাড়াযোগ্য বাসার মালিক ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনা ও সহৃদয়তা আশা করি।

ইন্টারনেট ব্যবহারে পিছিয়ে

কিছু কার্যকর উদ্যোগ দরকার

সম্প্রতি প্রকাশিত জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) 'তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) উন্নয়ন সূচক ২০১৬' প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের সারিতে। ১০টি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই সূচক নির্ধারণ করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু আফগানিস্তানের ওপরে আছে বাংলাদেশ। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ১৬৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৪। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের এই পর্যায়ে এসে এই তথ্য সত্যিই উদ্বেগজনক।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬ কোটি ৩২ লাখ ৯০ হাজার। এটা মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের কাছাকাছি। তবে মোবাইল ফোনের ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ কোটি ৯৬ লাখ ৫৮ হাজার। এ ছাড়া দেশে সাধারণ ইন্টারনেট ঢাকা এবং বড় বড় কয়েকটি শহরকেন্দ্রিক। সেসব ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ বেশি।

দেশে এখনো সর্বজনীনভাবে উচ্চগতির অর্থাৎ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নেই। তাই আইসিটি সূচকে ভালো অবস্থানে যেতে হলে কম খরচে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দুটি সমস্যা দেখা যায় : এক. দেশব্যাপী ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতার অভাব এবং দুই. এই খাতে বিদেশি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করা। ফলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত ও ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বাস্তবমুখী উদ্যোগ নিতে হবে।

আইসিটি সূচকে ভালো করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-সংযোগ সরবরাহের বিষয়েও নজর দেওয়া প্রয়োজন। ইন্টারনেট, তথা ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলা বিষয়বস্তু (কনটেন্ট) এখনো অপ্রতুল। ফলে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা তেমনভাবে মিটছে না। এই বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে হবে। এসব না হলে মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল পাবে না।

হার মানবে না বাংলাদেশ

কালের পুরাণ

সোহরাব হাসান

২৬ জুলাই মঙ্গলবার সকালেই জানা গিয়েছিল, কল্যাণপুরে যৌথ বাহিনীর 'অভিযান' শেষ হয়েছে। এতে নয় জঙ্গি নিহত হলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ মারা যাননি; দু-একজন সামান্য আহত হয়েছেন। আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে একটি 'সফল' অভিযান চালানোয় সবার খুশি হওয়ারই কথা। গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে অভিযান চালাতে গিয়ে দুজন পুলিশ কর্মকর্তাকে জীবন দিতে হয়েছিল। কল্যাণপুরের অভিযানকালে পুলিশ একজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আটক করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। তাঁর নাম রাকিবুল হাসান ওরফে রিগ্যান; বাড়ি বগুড়ায়। স্থানীয় শাহ সুলতান কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করার পর গত বছর কোচিং সেন্টারে যাওয়ার নাম করে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। সেই ফিরে না আসা হাসানই পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন ভয়ংকর জঙ্গি হিসেবে।

গুলশান, শোলাকিয়া ও কল্যাণপুরে যাঁরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে নিহত বা আহত হয়েছেন; দেখা যাচ্ছে, তাঁরা সবাই নিখোঁজ বা 'ঘরপালানো' তরুণ। কিসের মোহে তাঁরা ঘর পালিয়েছেন বা পালাতে কারা প্ররোচিত করেছে, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা জরুরি। এই তরুণদের অধিকাংশের বয়স ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এই বয়সটায় নতুন কিছু করার ঝোঁক থাকে। সেই নতুন কিছু ভালোও হতে পারে, আবার মন্দও হতে পারে। এই বয়সে যদি কারও মগজধোলাই করা যায়, তাঁকে জঙ্গিবাদের মতো বিপজ্জনক পথে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়। বাংলাদেশে জঙ্গিদের মদদদাতা 'বড় ভাইয়েরা' সেই কাজটিই করছেন। এই বড় ভাইদের পেছনে আরও বড় ভাইয়েরা আছেন। সারা বিশ্বেই এখন 'বড় ভাইদের' দৌরাত্ম্য চলছে। আর তার শিকার হচ্ছে বাংলাদেশের মতো গরিব দেশের তরুণেরা। তবে এও সত্য যে মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে জঙ্গিরা যেভাবে প্রকাশ্যে প্রশিক্ষণ নিতে পারছে, ক্ষেত্রবিশেষে মুক্ত এলাকা ঘোষণা করে নিজস্ব শাসন চাপিয়ে দিচ্ছে, বাংলাদেশে সেটি কখনোই সম্ভব নয়। এ কারণেই আমরা দেখি দুর্গম পাহাড়ে বা প্রত্যন্ত কোনো চরে গিয়ে জঙ্গিরা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

কল্যাণপুরে পুলিশের সফল অভিযানের খবর একদিকে আমাদের স্বস্তি দেয়, অন্যদিকে উদ্বিগ্ন করে। স্বস্তি দেয় এ কারণে যে অভিযানে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আর উদ্বেগের কারণ হলো, যদি রাজধানীর একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় জঙ্গিরা এভাবে আস্তানা গাড়তে পারে, তাহলে দেশের কোনো স্থানই নিরাপদ বলা যায় না। পুলিশ বলেছে, জুন মাসে জঙ্গিরা বাসাটি ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু তার আগে এই ১১ জঙ্গি (পলাতক ও আহতসহ) কোথায় ছিল? জঙ্গি আস্তানায় যেসব আগ্নেয়াস্ত্র, তলোয়ার, চাকু, ছুরি ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম পাওয়া গেছে, সেসবই বা তারা কীভাবে জোগাড় করল? কল্যাণপুরে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, জঙ্গিদের আস্তানা সম্পর্কে তাঁরাও জানতেন না। তাহলে কি সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়েই জঙ্গিরা ভদ্রজন-আবাসে ঢুকে পড়েছে?

২.

জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধটি তৈরি করছে কারা? সরকার বা বিরোধী দল নয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও সংগঠন। বিশেষ করে গুলশান ট্র্যাজেডির পর সাধারণ মানুষ; বিশেষ করে নারী ও তরুণদের মধ্যে একধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। দেশের প্রায় সব দল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তাদের কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছে। এমনকি যেসব বাবা-মায়ের সন্তান জঙ্গি হয়েছে, তাঁরাও সন্তানস্নেহে অন্ধ না হয়ে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। ২ জুলাই ভোরে যৌথ বাহিনীর কমান্ডো অভিযানে পাঁচ জঙ্গি এবং ঈদের দিন শোলাকিয়ায় এক জঙ্গি নিহত হওয়ার পর তাদের লাশ গ্রহণ করতে কাউকে পাওয়া যায়নি। এখনো লাশগুলো হাসপাতালের মর্গে পড়ে আছে। একই ঘটনা ঘটেছে ২৬ জুলাই কল্যাণপুরে পুলিশের অভিযানে নিহত নয় জঙ্গির বেলায়ও। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ছবি প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার পর নিহত নয় জঙ্গির মধ্যে আটজনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এবারও স্বজনেরা কেউ লাশ নেওয়ার কথা বলেননি। বরং কোনো কোনো বাবা-মা বলেছেন, তাঁরা জঙ্গি সন্তানের লাশ নেবেন না। এলাকায় লাশ দাফন হোক, এটাও তাঁরা চান না। জঙ্গিদের প্রতি, জঙ্গিবাদের প্রতি কতটা ঘৃণা থাকলে বাবা-মা এ রকম সাহসী উচ্চারণ করতে পারেন। সন্তান হারিয়েও তাঁরা বাংলাদেশকে জঙ্গিমুক্ত দেখতে চান। আমরা এই বাবা-মাকে সালাম জানাই।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গণমানুষের প্রতিরোধকে কাজে লাগাতে হবে

এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবার যতই খারাপ হোক না কেন, জঙ্গিবাদকে সমর্থন করতে প্রস্তুত নয়। সহকর্মী মশিউল আলম একটি লেখায় প্রশ্ন করেছিলেন, বাংলাদেশের জঙ্গিরা কত দূর যেতে পারে? আমরা মনে করি, তারা খুব বেশি দূর যেতে পারবে না। ইরাক, সিরিয়া কিংবা আফগানিস্তানে যারা জঙ্গি হয়েছে, তারা সমাজ ও পরিবারের সমর্থন পেয়েছে। বাংলাদেশে সেই সম্ভাবনা নেই। সেসব দেশে কাজটিকে ধর্ম রক্ষার পাশাপাশি 'দেশ রক্ষার' অংশ হিসেবে দেখা হয়। বাংলাদেশ এখনো কোনো শক্তির ড্রোন কিংবা কামানের নিশানায় নেই। বাংলাদেশে জঙ্গিরাও পরিবার বা সমাজ থেকে কোনো রকম সহায়তা পাচ্ছে না, ভবিষ্যতেও পাবে না। জঙ্গিদের নিহত হওয়ার ঘটনায় কেউ এক ফোঁটা অশ্রু ফেলেননি।

২৬ জুলাই কল্যাণপুরের জঙ্গিবিরোধী অভিযান সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে। যেখানে শত শত গুলি হলো, সেখানে বাড়িটি পুরোপুরি অক্ষত রইল কীভাবে? ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকেরা বলেছেন, অধিকাংশের গুলি শরীরে পেছন থেকে লেগেছে। যদি অভিযান পরিচালনাকালে দুই পক্ষের মুখোমুখি গোলাগুলি হয়ে থাকে, তাহলে গুলি সামনেই লাগার কথা। কিন্তু এসব প্রশ্ন ছাপিয়ে যে নির্মম সত্যটি আমাদের সামনে এসেছে সেটি হলো কল্যাণপুরের অভিযানে যারা নিহত হয়েছেন, তাঁরা সবাই জঙ্গি এবং জঙ্গি হওয়ার পরিণতিই তাঁরা ভোগ করেছেন। গুলশানের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জঙ্গিরা গোটা দেশের মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। কল্যাণপুরের ঘটনা জঙ্গিদের মনে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

৩.

পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, গুলশান ও কল্যাণপুরের ঘটনা একই গোষ্ঠীর কাজ। কল্যাণপুরে নিহত জঙ্গি রায়হান গুলশানে হামলাকারীদের প্রশিক্ষণ দিতেন। কল্যাণপুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ১ নম্বর আসামি রাকিবুল হাসান ওরফে রিগ্যান। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক তামিম চৌধুরীসহ নয়জনকে পলাতক আসামি হিসেবে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, তামিম চৌধুরী গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাকিবুল হাসান ওরফে রিগ্যান বলেছেন, এজাহারভুক্ত আসামি ও অজ্ঞাতনামা অনেকে তাঁদের কল্যাণপুরের ফ্ল্যাটে আসতেন। তাঁদের ধর্মীয় ও জিহাদি কথাবার্তায় উদ্বুদ্ধ করতেন এবং প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা দিয়ে যেতেন।

কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম বিভাগের প্রধান মনিরুল ইসলাম বলেছেন, গুলশানে নিহত জঙ্গিদের সঙ্গে কল্যাণপুরে নিহত জঙ্গিদের কারও কারও যোগাযোগ ছিল। গুলশানে নিহত জঙ্গি নিবরাস কল্যাণপুরে নিহত শেহজাদ রউফ ওরফে অর্কের বন্ধু। কল্যাণপুরে নিহত জঙ্গি রায়হান কবির এর আগে পুলিশের খাতায় তারেক নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে অনেক দিন ধরে পুলিশ খুঁজছিল। তাঁর বাড়ি রংপুরে। সাত জঙ্গিকে গাইবান্ধার সাদুল্যাপুরের একটি চরে দুজন প্রশিক্ষণ দেন। এই দুই প্রশিক্ষকের একজন রায়হান ওরফে তারেক। তিনি জেএমবির ঢাকা অঞ্চলের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করতেন। কল্যাণপুরের বাসা থেকে পলাতক আরেক জঙ্গির নাম ইকবাল। কিন্তু এসব তৎপরতার বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সমন্বিত ও জোরদার কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা যায়নি। গুলশানে জঙ্গি হামলার পরই তারা কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে।

গুলশান, শোলাকিয়া ও কল্যাণপুরের ঘটনায় যেসব জঙ্গি মারা গেছে, তারা সবাই তরুণ। কেউ উচ্চশিক্ষিত, কেউ স্বল্পশিক্ষিত। কেউ বিত্তবান ঘরের ছেলে, কেউ নিম্নবিত্ত পরিবারের। কিন্তু তাদের মধ্যে অদ্ভুত মিল হলো, সবাই ঘরপালানো। কেউ এক-দুই বছর আগে থেকে, আবার কেউ কয়েক মাস হলো নিখোঁজ ছিলেন। আর এই নিখোঁজ তরুণেরা যেকোনোভাবে হোক 'বড় ভাইদের' পাল্লায় পড়ে জঙ্গি হয়েছেন। তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অস্ত্র চালানো ও বোমা বানানো শেখানো হয়। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বলা হয়, 'তারা সহজেই বেহেশতে যাবে।'

সরকারের জঙ্গিবিরোধী অভিযান সফল করতে হলে যে 'বড় ভাইয়েরা' অল্প বয়সী তরুণদের অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু 'বড় ভাইদের' ধরার নামে 'জজ মিয়া' নাটক সাজানো যাবে না। বাংলাদেশে জঙ্গিদের শিকড় গাড়ার কোনো সুযোগ নেই। এখানকার সাধারণ মানুষ কেউই জঙ্গিদের ও জঙ্গিবাদী দর্শনকে সমর্থন করে না। এমনকি আমরা যাঁদের কট্টর বা ধর্মান্ধ বলি, তাঁরাও মানুষ হত্যায় বিশ্বাস করেন না।

যখন আমাদের রাজনৈতিক নেতারা কাকে নিয়ে বা কাকে বাদ দিয়ে জঙ্গিবিরোধী কমিটি করা যায়, তা নিয়ে বাহাসে লিপ্ত; তখন জনগণের মধ্যে এই অপশক্তি রুখতে একধরনের জাতীয় ঐকমত্য হয়েছে। ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় জঙ্গিদের হাতে ২০ জন নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষ নিহত হওয়ার পর জঙ্গিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষই ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়েছে এবং তা এখনো অব্যাহত আছে। তারা হয়তো রাজনৈতিক দলের মিছিলে আসেনি, কিন্তু জঙ্গিবিরোধী মনোভাবটা জাগরূক রেখেছে। যে দেশে বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন নিহত জঙ্গির লাশ গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেন, সেই দেশে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কারণ নেই; যদি না আমাদের অসুস্থ রাজনীতি সেটাইকে টিকিয়ে রাখতে চায়।

জঙ্গিবাদের ও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এই যে গণমানুষের প্রতিরোধ, তাকে কাজে লাগাতে হবে। মানুষের মধ্যে শুভবোধ ও চেতনার জাগরণ ঘটাতে হবে। কোনো অবস্থায়ই জঙ্গিদের কাছে হার মানবে না বাংলাদেশ।

● **সোহরাব হাসান : কবি, সাংবাদিক।**
sohrabhassan55@gmail.com

খুতবার সুন্নত ও প্রাসঙ্গিক কথা

ধর্ম

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

খুতবা কী ও কেন?
খুতবা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো ভাষণ : বক্তৃতা, প্রস্তাবনা, ঘোষণা, সম্বোধন, উপস্থাপনা ইত্যাদি। খুতবা হলো জুমার নামাজের আগে, উভয় ঈদের নামাজের পরে, হজে আরাফার দিনে মসজিদে নামিরাতে, বিয়ের অনুষ্ঠানে ও বিভিন্ন ইসলামি অনুষ্ঠানে খলিফার প্রতিনিধি, দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা ইমাম ও খতিব কর্তৃক প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা বা ভাষণ। যিনি খুতবা দেন তাঁকে 'খতিব' বলা হয়। সাধারণত যেসব মসজিদে আলাদা খতিব নেই, সেখানে পেশ-ইমাম বা প্রধান ইমাম অথবা ইমাম ও সানি ইমাম (সহকারী ইমাম) খুতবা প্রদান করেন এবং জুমার ও ঈদের নামাজে নেতৃত্ব দেন। জুমার খুতবা নামাজের আগে এবং ঈদের নামাজসহ অন্যান্য নামাজে খুতবা পরে দেওয়া হয়। ঈদ ও জুমার খুতবা ওয়াজিব, অন্যান্য খুতবা সুন্নত।

খুতবার মধ্যে যেসব বিষয় থাকা সুন্নত
হামদ (আল্লাহর প্রশংসা) দ্বারা শুরু করা, ছানাখানি (গুণগান) করা, শাহাদাতাঈন (তওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য) পাঠ করা, দরুদ শরিফ পড়া, কোরআনে করিমের প্রাসঙ্গিক আয়াত তিলাওয়াত করা, সংশ্লিষ্ট হাদিস পাঠ করা, প্রয়োজনীয় মাসআলা বর্ণনা করা, ওয়াজ-নসিহত বয়ান করা, উপদেশ দেওয়া, সৎকর্মে উদ্বুদ্ধকরণ ও মন্দ কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করা, মুসলমানদের জন্য দোয়া করা।

খতিবের করণীয় সুন্নত
অজু অবস্থায় থাকা (পবিত্র থাকা)। জুমার খুতবার প্রারম্ভে (মিম্বারে) বসা। সব খুতবা দাঁড়িয়ে দেওয়া। জুমার খুতবা মিম্বারে দাঁড়িয়ে দেওয়া। মুসল্লিদের (শ্রোতা-দর্শকদের) দিকে ফিরে খুতবা দেওয়া। খুতবা আরম্ভের আগে মনে মনে 'আউজুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' পড়া। খুতবা আরবি ভাষায় হওয়া। সশব্দে (শ্রোতা-দর্শক শুনতে পায় এমনভাবে) খুতবা পরিবেশন করা। উভয় খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া। উভয় খুতবা (প্রতিটি) 'তিওয়ালে মুফাছ্ছল' (সুরা হুজুরাত থেকে সুরা বুরুজ পর্যন্ত) সুরার চেয়ে দীর্ঘ না হওয়া। দুই খুতবার মাঝে বসা। ঈদের খুতবায় প্রারম্ভে না বসা। ঈদের প্রথম খুতবার শুরুতে ৯ বার; ঈদের দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে ৭ বার এবং শেষে ১৪ বার তাকবির বলা।

খুতবায় যা যা থাকা উচিত
পূর্বসূত্র (বিগত আলোচনার সারাংশ ও আজকের বিষয়ের সঙ্গে পূর্বাপর সম্পর্ক)। আজকের বিষয় : প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা। গত সপ্তাহের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি পর্যালোচনা। আগামী সপ্তাহের করণীয় আমল আলোচনা। (চাঁদের মাসের আমল)। সমকালীন প্রসঙ্গ ও দিকনির্দেশনা। মধ্যপন্থা অবলম্বন। ঐক্যের প্রচেষ্টা ও অনৈক্য দূর করা।

মিম্বার প্রসঙ্গ
রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রথমত একটি খেজুরগাছের খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। মিম্বার তৈরি হওয়ার পর তিনি তার ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। ওই মিম্বারে তিনটি তাক ছিল। নবীজি (সা.) তৃতীয় তাকে দাঁড়াতেন ও বসতেন। নবীজি (সা.)-এর ওফাতের পর হজরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের সময় তিনি দ্বিতীয় তাকে দাঁড়াতেন। হজরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতের সময় তিনি তৃতীয় তাকে দাঁড়াতেন। অতঃপর হজরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সময় তিনি দ্বিতীয় তাকে দাঁড়াতেন এবং এ প্রথাই বর্তমানে প্রচলিত। তবে প্রয়োজনে মিম্বারের তাকের সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে এবং সুবিধানুযায়ী খতিব যেকোনো তাকে দাঁড়াতে পারেন।

খতিবের 'আসা' বা যষ্টি প্রসঙ্গ
রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সাধারণত তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজনে 'আসা' বা যষ্টি বহন করতেন। চলাফেরার সুবিধার জন্য অনেকে এখনো তা সহায়করূপে ব্যবহার করেন। আসলে যষ্টি বা লাঠি একটি প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক বস্তু। যাঁরা এটি ব্যবহার করেন, তাঁরা দাঁড়ালে সাধারণত তা হাতেই রাখেন এবং বিভিন্নভাবে এর ওপর হেলান, ঠেস বা ভর দিয়ে থাকেন। পবিত্র কোরআনে হজরত সুলাইমান (আ.)-এর লাঠির বিবরণ বিবৃত হয়েছে এবং হজরত মুসা (আ.)-এর লাঠির কথা আলোচিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী (সা.)ও যেহেতু লাঠি ব্যবহার করেছেন, তাই অনেকে খুতবা দেওয়ার সময় হাতে যষ্টি ধারণ সুন্নত ও উত্তম মনে করেন। আবার অনেক ফকিহর মতে, এটি জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ; তাই শুধু খুতবার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট নয়।

খতিবের কতিপয় গুণাবলি
মোত্তাকি (তাকওয়া), মুখলিস (ইখলাস), আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল (তাওয়াক্কুল), বিজ্ঞ আলেম, ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু, কপটতামুক্ত, সরলমনা, বিনয়ী, সুমিষ্টভাষী, ভদ্র। এ ছাড়া খতিবের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, অবয়ব (সুরত), আখলাক (সিরত), পোশাক-আশাক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

খতিবের করণীয়
বয়ানের আগে প্রস্তুতি গ্রহণ অপরিহার্য। শ্রোতার মনোযোগের প্রতি লক্ষ রাখা। সুন্দরভাবে সূচনা করা। দর্শক-শ্রোতার বিরক্তি উদ্রেক করে এমন আলোচনা পরিহার করা। দর্শক-শ্রোতার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি বিবেচনা করে কথা বলা। সমস্যা নির্ণয় করে সে অনুযায়ী সমাধানের পথ দেখানো। বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা। কোনো বিষয়ে সরাসরি কাউকে আক্রমণ বা ইঙ্গিত করে না বলা। দোষের বিষয়গুলো নিজেকে দিয়ে উদাহরণ দেওয়া। সঠিক বক্তব্য প্রদান করা। পরিণতি চিন্তা করে কথা বলা। সব বিষয়ে মতামত না দেওয়া। তাৎক্ষণিক মন্তব্য না করা। জানার সবটুকু না বলে শুধু প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলা। হেকমতের সঙ্গে কথা বলা। সম্বোধনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনা। অতি দ্রুত তালে বা অতি ধীর লয়ে কথা না বলা। গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো প্রয়োজনে দুবার, তিনবার করে বলা। মনে রাখতে হবে, এতে যেন শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে। আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করে বয়ানের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা আনয়ন করা। আকর্ষণীয় সহিহ কাহিনি দ্বারা শ্রোতার মনোযোগ ধরে রাখা। শায়ের-আশআর, কবিতা ও প্রবাদবাক্য দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি করা। উদাহরণ দিয়ে বিষয়কে বোধগম্য করা। উদ্ধৃতি যেন নির্ভুল হয় তা লক্ষ রাখা। শব্দ, বাক্য ও উচ্চারণ যেন শুদ্ধ হয় তা খেয়াল রাখা। নিজের কথায় ও কাজে যেন মিল থাকে সেদিকে যত্নবান থাকা। ইতিবাচক কথা ও আশার বাণী শোনানো। সুন্দরভাবে শেষ করা।

আলোচনার বিন্যাস যেমন হতে পারে
আমলি কথা, ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত বিষয়াবলি, প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক মাসআলা, নবী-কাহিনি, আউলিয়া-কাহিনি, একটি ফরজ আমল, একটি হারাম কাজ, একটি কবিরা গুনাহ, একটি আরবি (সুরা ও দোয়ার) শব্দার্থ, একটি আয়াত বা ছোট সুরা মাশক, প্রশ্নোত্তর (সম্ভব হলে)।

খুতবায় যা যা থাকা উচিত নয়
দলীয় রাজনৈতিক আলোচনা। বিতর্কিত মাসআলা মাসায়িল। অপ্রয়োজনীয় অভিনব বিষয়। মুসল্লিদের মধ্যে অনৈক্য, বিভেদ ও ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো বিষয়।

খুতবার বিষয় নির্ধারণ
খুতবা হলো ব্যবহারিক নির্দেশনা। তাই এর সঙ্গে সভ্যতা সংস্কৃতি, ঋতুবৈচিত্র্য ও আবহাওয়া বা জলবায়ু এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রতিফলন থাকবে। একজন সচেতন প্রজ্ঞাবান আলেম ও খতিব তাঁর মেধা ও মননশীলতা প্রয়োগ করে খুতবার বিষয় নির্ধারণ করবেন। স্বাভাবিকভাবেই এতে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের বিষয় আলোচনায় থাকবে; থাকবে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কোরআন ও হাদিসের আলোকে; থাকবে এর থেকে পরিত্রাণের দিকনির্দেশনা।

খুতবার বিভিন্নতা ও অভিন্নতা
খুতবার স্থানীয় বিষয়গুলো বিভিন্ন হলেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো হবে প্রায় অভিন্ন। খুতবার বিষয় নির্ধারণ ও শব্দচয়ন দায়িত্বশীল খতিবের নিজস্ব এখতিয়ার। তবে কেন্দ্রীয় কোনো নির্দেশনা বা বিজ্ঞজনের কল্যাণমূলক সুপরামর্শ বা সদুপদেশ গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই।

খুতবা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় করণীয়
খুতবা একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সঙ্গে দেশ, জাতি ও জনগণের বিষয়াবলির সম্পর্ক সুনিবিড়। কিন্তু সব খতিব সব বিষয়ে সমানভাবে পারদর্শী নন এবং সমকালীন গুরুত্ব অনুধাবন করে বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপন সবার পক্ষে সম্ভবও নয়। তাই বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের প্রাক্-'খুতবা বয়ান' আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়মিত প্রতি বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। প্রতি বুধবার এই খুতবা নিয়ে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশনা বের করা যায় এবং খুতবার এসব বিষয় তিন লক্ষাধিক মসজিদের ইমাম ও খতিবদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যায়। এসব উদ্যোগ নেওয়া গেলে সব মানুষ খুতবা দ্বারা সমভাবে উপকৃত হতে পারবে।

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী : যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি। সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।**
smusmangonee@gmail.com

বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে অবদান রাখতে পারে

পদ্মা সেতু নির্মাণ

আলী আকবর মল্লিক

বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক কোটি লোক প্রবাসে আছেন, যাঁদের বেশির ভাগই দেশে অর্থ পাঠান। তাঁরাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তিন হাজার কোটি (৩০ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার করেছেন। নিজ দেশে কর্মদক্ষতা অর্জন করার পর বাংলাদেশিরা বিদেশে গেলে আমাদের বৈদেশিক আয় ফিলিপিনোদের মতো আরও অনেক বেশি হতে পারত। তা ছাড়া বাংলাদেশিদের ইংরেজিতে কথা বলার দুর্বলতা ফিলিপিনো, ভারতীয় বা শ্রীলঙ্কানদের তুলনায় চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশি সাধারণ শ্রমিকদের ইংরেজি ও স্বাগতিক দেশের ভাষার দক্ষতা এবং কর্মদক্ষতা অর্জন ওই দেশে উড়াল দেওয়ার আগে অর্জন করলে বর্তমান আয় কমপক্ষে দ্বিগুণ করা সম্ভব। এ বিষয়ে 'প্রবাসী-আয় যেভাবে বাড়ানো সম্ভব' শিরোনামে ১০ এপ্রিল ২০১৫ একটি নিবন্ধ *প্রথম আলোয়* লিখেছিলাম।

বছর তিরিশেক ধরে এই নিবন্ধকারের সুযোগ হয়েছে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে আন্তর্জাতিক সংস্থা এডিবি (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক), ডব্লিউবি (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক), জাইকা (জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এজেন্সি) ও এমসিসির (মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ করপোরেশন) অর্থায়নে অবকাঠামো প্রকল্পে পরামর্শক প্রকৌশলী হয়ে কাজ করার। লক্ষণীয়, ওই সব দেশে সহকর্মী হিসেবে বাংলাদেশিদের দেখা পাওয়া যায় না। তবে আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে হাতে গোনা স্বল্পসংখ্যক বাংলাদেশি প্রকৌশলী কাজ করছেন।

চীনের নেতৃত্বাধীন আর একটি নতুন সংস্থা এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) গত ১৬ জানুয়ারি বেইজিংয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে। এই ব্যাংকটি ১০ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। বাংলাদেশসহ ৩৭টি আঞ্চলিক ও ২০টি দূরাঞ্চলের সদস্যদেশ এর অংশীদার। ব্যাংকটি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অবকাঠামো নির্মাণে অর্থের জোগান দেবে। তাই বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের জন্য আরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ এসেছে।

বাংলাদেশি একজন দক্ষ প্রকৌশলীর পারিশ্রমিক বিদেশে কর্মরত ৩০-৪০ জন শ্রমিকের পারিশ্রমিকের সমান। কিন্তু বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক আছেন, যাঁরা নিজ দেশে অবকাঠামোগত প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পেয়ে বিদেশি পরামর্শক হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে পেরেছেন। তার অন্যতম কারণ বঙ্গবন্ধু সেতুসহ সীমিত কিছু প্রকল্প ছাড়া কাজের ক্ষেত্র পাওয়া যায়নি। তবে বর্তমানে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এ ক্ষেত্রে বিশাল একটি সুযোগ এনে দিয়েছে।

এরপর এমআরটি-৬ (মেট্রো রেল ট্রান্সপোর্ট) সহ আরও বড় বড় প্রকল্প আসছে। এসব প্রকল্পে কাজ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অনেক দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করতে পারে, যাঁরা বিদেশে পরামর্শক হিসেবে কাজ করে নিজের ও দেশের জন্য অর্থ ও সম্মান দুই-ই অর্জন করতে পারবেন।

তবে এসব প্রকল্পের পরামর্শক ও ঠিকাদারদের বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক হওয়ায় বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের সরাসরি অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। তাই এ দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী, দেশের পাঁচটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কারিগরি শিক্ষাঙ্গনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী (দ্বিতীয়-চতুর্থ বর্ষ) এবং তাঁদের শিক্ষকদের পদ্মা সেতু থেকে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া দরকার।

তাঁরা যেন ভবিষ্যতে তাঁদের জীবনবৃত্তান্তে সাড়ে তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২৮ হাজার কোটি টাকায় নির্মিত ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ আরসিসি ও স্টিলের তৈরি দ্বিতল পদ্মা সেতু নির্মাণ থেকে শিখেছেন তা লিখতে পারেন।

পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় এই শিক্ষাদানের বিশেষ ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা দরকার। পদ্মা সেতুতে সরাসরি কর্মরত বাংলাদেশি প্রকৌশলীরা আগত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজটি করবেন। সেতু নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে সেতুর সাবস্ট্রাকচার (নিচ) ও সুপারস্ট্রাকচার (ওপর) উভয় অংশের ওপর এই প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষার্থী অন্তত দুবার সাইট ভিজিট করে প্রশিক্ষণ নেবেন। শুধু কাঠামোগতই নয়, নদীশাসন থেকে শুরু করে পরিবেশের ওপর প্রকল্পের প্রভাব ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার বিষয়ও প্রশিক্ষণের অংশ থাকবে।

পুর, পানিসম্পদ, যন্ত্র, বিদ্যুৎ, পরিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ পদ্মা সেতুতে আছে। একমাত্র পুরকৌশলের মধ্যেই রিভার ব্যাংক প্রোটেকশন, হাইওয়ে, স্ট্রাকচার, ম্যাটেরিয়াল, ডিপ-ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ আছে।

এই ব্যবস্থায় কয়েক হাজার প্রকৌশলী ও প্রকৌশল বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব। ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে পদ্মা সেতুর ট্রেনিং সেশনাল ক্লাস হিসেবে গণ্য হতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকৌশলীরা নিজ দেশের ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলোতে যেমন অবদান রাখবেন, তেমনি বিদেশে কাজ করেও রেমিট্যান্স আয় করবেন।

বর্তমানে আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশে উচ্চ পারিশ্রমিকে কাজ করা বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের অনেকেই বঙ্গবন্ধু সেতুতে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাই পদ্মা সেতুর প্রশিক্ষণের ভবিষ্যৎ বেনিফিট বা সুবিধা এই সেতুর নির্মাণ খরচ সাড়ে তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়েও বেশি হবে। কারণ ২৫ বছরের একজন শিক্ষার্থী আগামী অন্তত ৪০ বছর ধরে এই প্রশিক্ষণের সুবিধা উপভোগ করবেন এবং দেশের জন্য অর্থ ও সুনাম উভয়ই অর্জন করবেন। প্রকৌশলীদের সব সময় অবকাঠামো বিনির্মাণে অবদান রাখতে হয়, যা একটি দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি বলে পরিগণিত হয়।

● **ড. আলী আকবর মল্লিক : কাঠামো প্রকৌশলী এবং ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ। বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটির সাবেক মহাসচিব।**

সম্পাদক : মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ; মুদ্রণ ও পরিবেশনা : দার আল শারক (ফরেন পাবলিকেশন্স), পোস্ট বক্স : ৩৪৮৮, ডি রিং রোড (লুলু হাইপারমার্কেটের পাশে), দোহা, কাতার
Editor: Matiur Rahman; Printed & Distributed by: Dar Al Sharq (Foreign Publications), P O Box: 3488, D Ring Road (Next to Lulu Hypermarket), Doha, Qatar, Phone: +974 44650 600, Fax: +974 44657198, Email: editorfp@daralsharq.net

তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে

রা জ নী তি

মহিউদ্দিন আহমদ

একটা সর্বাত্মক জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আশা করেছিলেন, ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির বুঝি অবসান হবে এবং ধর্মব্যবসা কল্কে পাবে না। কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি।

এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সহজিয়া ভাব আছে। তারা ধর্মপ্রাণ, কিন্তু ধর্মান্ধ নন। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের একটা অস্পষ্ট ধারণার ভিত্তিতেই বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় তৈরি করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু মোহভঙ্গ হতে দেরি হয়নি। পাকিস্তানের ২৩ বছরের জীবনে কলকাঠি নেড়েছে মূলত পাঞ্জাবের সামরিক-বেসামরিক আমলা আর পুঁজিপতিরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের তারা উপনিবেশ মনে করত। শাসন ও শোষণের জন্য তারা ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করত। মূলত এ কারণেই রাজনীতিতে ধর্মের বন্ধন ছিঁড়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান হয়েছিল। এর নিট ফল হলো বাংলাদেশ নামের একটা নতুন রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে লাখ লাখ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

কিন্তু একাত্তরের পরাজিত কনসেপ্ট ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে যায়নি। এ দেশের গণমানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের একজন বড় অনুঘটক ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে প্রকাশ্যেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছিলেন—আসসলামু আলাইকুম। অর্থাৎ, আমরা আর তোমাদের সঙ্গে থাকব না। পরবর্তী সময়ে মওলানা ভাসানীর রাজনীতিতে দেখা গেছে নানান উত্থান-পতন। স্বাধিকার আন্দোলনের মশালটা তাঁরই শিষ্য শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে জ্বলে উঠেছিল। তারপরও ভাসানী এ দেশের রাজনীতিতে অনেক বছর প্রাসঙ্গিক ছিলেন।

১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল ভাসানীর সভাপতিত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একটা সভা হয় টাঙ্গাইলের সন্তোষে। দলের সংগঠকদের এই সভায় এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, 'সংবিধান হবে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক।' তখন বাংলাদেশের গণপরিষদের সদস্যরা নতুন একটা সংবিধান তৈরির কাজে ব্যস্ত। ৮ অক্টোবর ১৯৭২ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাসানী সবার মতামত নিয়ে সংবিধান তৈরির দাবি জানিয়ে বলেন, 'কোরআন,
সুন্নাহ, ওয়াজিব, শরিয়ত ও হাদিসের খেলাপ করিয়া কোনো শাসনতন্ত্র মুসলমানদের ওপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইলে মুসলমানগণ এক বিন্দু রক্ত থাকিতে তাহা মানিবে না।' একেই বলে উল্টোযাত্রা! স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুটি সমান্তরাল ধারা আবার চালু হলো, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে যা আড়ালে চলে গিয়েছিল।

জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ ও পিডিপির মতো ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দলগুলোর তখন সাড়াশব্দ ছিল না। একাত্তরে গণবিরোধী ভূমিকা এবং গণহত্যার মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে তারা হয় আত্মগোপনে ছিল, নয়তো দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। মানুষ তাদের সামনে পেলে শরীর থেকে হাড়-মাংস খুবলে নিত। অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে প্রাণে বেঁচেছিলেন।

৪ নভেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদে সংবিধান বিল পাস হওয়ার পর গণপরিষদের নেতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'যারা কোলাবরেশন করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারির কাছে দিয়ে গুলি করে হত্যা করিয়েছে, তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি, অনেককে ডিভিশন পর্যন্ত দিয়েছে।...জনগণ বাইরে পেলে তাদের কেটে ফেলত। আমরা তাদের জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি।'

শেখ মুজিব এসব 'কোলাবরেটরকে' ক্ষমা করে দিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে। তিনি যুদ্ধোত্তর সমাজে 'রি-ইন্টিগ্রেশন'-এর একটা ধারার সূচনা করেছিলেন। এখন এই কনসেপ্টটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। দুনিয়ার অনেক জায়গায় গৃহযুদ্ধ চলছে। ওই সব দেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর অন্যতম কাজ হলো বিবদমান জনগোষ্ঠীর 'ডিডিআর-ইন্টিগ্রেশন'। কোথাও কোথাও এটা সফল হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে না। শেখ মুজিব দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু যাদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন, তারা তার প্রতিদান দেয়নি। বরং ষড়যন্ত্র করেছে। শেখ মুজিবও ভুল করেছেন। আদর্শগত বিরোধের কারণে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দলগুলোর অনেক নেতা-কর্মীকে জেলে ঢুকিয়েছিলেন। আর আশপাশে জুটে যাওয়া চাটুকারেরা তাঁকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ জন্য শেখ মুজিবকে দিতে হয়েছিল চড়া দাম, আর গোটা দেশে নেমে এসেছিল অন্ধকারের রাজত্ব। আমরা এখনো তার জের টানছি।

গুলশানের এক রেস্তোরাঁয় ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ট্র্যাজেডির পর চট্টগ্রাম নিবাসী জাপানের অনারারি কনসাল জেনারেল জনাব নূরুল ইসলাম ফোন করে আমার সাম্প্রতিক একটা কলাম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, তিনি একটা বিব্রতকর ও হতাশ অবস্থার মধ্যে আছেন। কেননা, জাপান থেকে পরিচিত বন্ধুরা অনবরত তাঁকে ফোন করে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইছেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত একটা কথার উল্লেখ করলেন তিনি :

সারা গর লিপি আই
দুয়ারত আই আছাড় খঅন।

এর শব্দগত অর্থ হলো, সমস্ত ঘর লেপে দরজায় এসে আছাড় খাওয়া। অর্থাৎ এত বছর ধরে তিল তিল করে আমরা যা অর্জন করলাম, এক নিমেষেই তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এটা তাঁর আক্ষেপের কথা। কিন্তু বাস্তবতা তা-ই বলে। দেশ-বিদেশের অনেক মানুষ এখন আমাদের আফগানিস্তান, সোমালিয়া, পাকিস্তান, ইরাক, সিরিয়া—এই সব দেশের কাতারে ফেলতে চাইবে। আমরা কী করে দুনিয়ার তাবৎ মানুষের মুখ বন্ধ করব?

গণপরিষদে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর শেখ মুজিব আরও বলেছিলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়।...আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না।...আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যভিচার—বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।'

শেখ মুজিব বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। তিনি রাজপথের রাজনীতিবিদ। জনসম্পৃক্ত রাজনীতি করেই তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিলেন। একটা জাতিরাষ্ট্রের স্থপতি হতে পেরেছিলেন। কিন্তু জনমানস বা মনস্তত্ত্ব রাতারাতি বদলানো যায় না। পদে পদে তাঁকেও আপস করতে হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে একটা 'ইসলামিক একাডেমি' ছিল। শেখ মুজিব বাহাত্তর সালে এটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনিই আবার প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন'। আওয়ামী লীগ যে একটা মুসলমানের দল, এটা প্রমাণ করার জন্য এবং ভোটের রাজনীতিতে মুসলমান ভোটারকে আকর্ষণ করার জন্য হাল আমলের আওয়ামী নেতৃত্ব প্রায়ই বলে থাকেন যে বঙ্গবন্ধুই তো ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন! আওয়ামী লীগ এখানেই থেমে থাকেনি। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সব সময় বলে এসেছে, আওয়ামী লীগ ইসলামবিরোধী দল। বিএনপির নেত্রী খালেদা জিয়া তো এমনও বলেছেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে মসজিদে আজান হবে না, উলুধ্বনি হবে। আধুনিক বিশ্বে মধ্যযুগীয় বস্তাপচা রাজনীতির এই দশা দেখছি আমরা অনেক বছর ধরে।

মুসলমান ভোটারের সেন্টিমেন্ট নিয়ে আওয়ামী লীগও কম খেলেনি। এ দেশের স্মরণকালের সেরা বকধার্মিক কিংবা বিড়ালতপস্বী হু মু এরশাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সখ্য এই দলের আন্তরিকতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। খালেদা জিয়ার বিরোধী হলেই তাকে কোলে টেনে নিতে হবে, এ কেমন কথা? ২০০৬ সালে আসন্ন নির্বাচনের আগে শায়খুল হাদিসের খেলাফত মজলিশের সঙ্গে আওয়ামী লীগের পাঁচ দফা চুক্তি ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুরোপুরি পরিপন্থী। পরবর্তী সময়ে হেফাজতের সঙ্গে আপসরফার অভিযোগও আছে। অনেকের মতে, আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগ নেই। আওয়ামী লীগের কতজন নেতা তাঁর গ্রামে স্কুল বানিয়েছেন আর কতজন মাদ্রাসা তৈরি করেছেন, তার হিসাব নিলেই থলের বেড়াল বেরিয়ে পড়বে।

মহাভারতের কৃষ্ণ-কংস উপাখ্যান আমরা অনেকেই জানি। 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' আমাদের রাষ্ট্রের অভিভাবকেরা জেনে-বুঝেই কি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করেছেন? আবারও ফিরে যেতে হচ্ছে গণপরিষদে শেখ মুজিবের ৪ নভেম্বরের (১৯৭২) ভাষণে। জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, 'আজ বাঙালি জাতি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন নিয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে আমরা সংগ্রাম করেছি, সেই অনুভূতি আছে বলেই আজকে আমি বাঙালি, আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এর মধ্যে যদি কেউ আজকে দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন তুলতে চান, তাহলে তাঁকে আমি অনুরোধ করব, মেহেরবানি করে আগুন নিয়ে খেলবেন না।'

দেশে আগুন নিয়ে খেলার লোকের অভাব নেই। জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতার নিজস্ব ভিত ও বলয় তৈরি করার জন্য স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন; ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল জিয়াউর রহমান সামরিক ফরমান দিয়ে সংবিধানের কয়েকটা অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রধর্মের পথে এক কদম এগিয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালে একটা রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধন করে জেনারেল এরশাদ 'ইসলামকে' করলেন 'রাষ্ট্রধর্ম'। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগও এই দৌড়ে শামিল হয় ভোটারদের কাছে নিজেকে খাঁটি মুসলমানের দল হিসেবে প্রমাণ করার জন্য। লক্ষ্য সবারই এক, যেকোনো ফন্দিফিকির করে ক্ষমতায় যাওয়া এবং একবার ক্ষমতায় গেলে তা আঁকড়ে থাকা। এখানে নীতি-নৈতিকতার বালাই নেই। এটা রাজনৈতিক কৌশল। সাধারণ মানুষের সহজাত সারল্য আর ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে তাঁরা সবাই দেশটাকে ক্রমাগত জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। ক্ষমতার লালসা এতই তীব্র যে প্রয়োজনে তারা শয়তানের সঙ্গেও আঁতাত করতে পিছপা হন না। সাড়ে চার দশক ধরে রাজনীতির যে উল্টোযাত্রা দেখছি, তা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, কে জানে?

● **মহিউদ্দিন আহমদ : লেখক ও গবেষক।**
mohi2005@gmail.com

মুস্তাফিজের খেলা দেখব বলে...

তবারুকুল ইসলাম, লন্ডন

সহজ-সরল ভঙ্গি, মায়াবী চাহনি। দেখে বোঝার উপায় নেই ক্রিকেট মাঠের কত ভয়ংকর সৈনিক তিনি। সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারের যুক্তরাজ্যে বসে টিভির পর্দায় দেখা মুস্তাফিজ তো এমনই এক রহস্যঘেরা ধাঁধা। হাতের মোচড়ে তাঁর অবিশ্বাস্য জাদু। যে জাদুতে কাটার ছুড়ে জয় করেছেন ক্রিকেট দুনিয়া।

সেই মুস্তাফিজ আসবেন ইংল্যান্ডের ঘরোয়া কাউন্টি লিগ—'নেটওয়েস্ট টি-টোয়েন্টি ব্লাস্ট'-এ সাসেক্সের হয়ে খেলতে! খবর চাউর হতেই অপেক্ষার পালা শুরু। মুস্তাফিজ তখনো আইপিএল রাঙাতে ব্যস্ত। পাড়াগাঁয়ের ছেলে মুস্তাফিজুর রহমান। আইপিএল মাতিয়ে হয়ে উঠলেন কাটার মাস্টার 'দ্য ফিজ'। 'ব্যাটিং প্রবলেম, ইংলিশ প্রবলেম, বোলিং নো প্রবলেম' ফিজের সাড়া জাগানো বিখ্যাত সেই উক্তি রোমাঞ্চিত করে, কাছ থেকে দেখার উদ্দীপনা আরও বাড়ায়। ১৮ জুলাই ফিজের যুক্তরাজ্য আগমনের ভিসা পাওয়ার খবর শোনার পর থেকেই অধীর অপেক্ষা। ১৯ জুলাই স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় সাসেক্সে ক্রিকেট টিমের ফেসবুক ওয়ালে বার্তা এল, 'দ্য ফিজ হ্যাজ অ্যারাইভড'। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফেসবুক বার্তা হালনাগাদ হয়ে সাসেক্সের জার্সি হাতে লকারের সামনে দাঁড়ানো হাস্যোজ্জ্বল ফিজের ছবি। রাত পোহাতেই সাসেক্সের ওয়েবসাইটে ফিজের সাক্ষাৎকার। ফিজকে নিয়ে সাসেক্স টিমের উদ্দীপনা বেশ ভালোই লাগছিল। সবকিছুতেই সজাগ দৃষ্টি আর মনে মনে খেলা দেখার প্রস্তুতি। কিন্তু কোনো বিশ্রাম ছাড়া ওই দিন বিকেলেই যে মুস্তাফিজ চেমসফোর্ডের মাঠে নেমে পড়বেন, সেটা ভাবার কী কোনো কারণ ছিল? অথচ সেটাই সত্যি হলো। চেমসফোর্ডে এসেক্সের বিপক্ষে মাত্র ২৩ রান দিয়ে কাটারের জালে আটকালেন ৪ উইকেট। ইংল্যান্ডের মাটিতে অভিষেকেই ম্যাচসেরা হয়ে প্রমাণ দিলেন সাসেক্সের অপেক্ষা অযৌক্তিক ছিল না। ২৪ রানের বহুল কাঙ্ক্ষিত জয় পেয়ে যেন দম ফিরে পেল হাঁপাতে থাকা ১৭৭ বছর পুরোনো কাউন্টির প্রাচীনতম ক্লাবটি।

এ কারণেই হয়তো ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বসিত সাসেক্স অধিনায়ক লুক রাইট বললেন, 'ওকে এখানে আনতেই বেশ ঘাম ঝরেছে আমাদের। ওকে মাঠে নামাতে অনেক মানুষের কঠোর পরিশ্রম আছে। এত সময় আর চেষ্টার ফলই এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ও খুবই স্পেশাল বোলার। মাঠে নেমেই ও যে খেলাটা খেলল, সেটা দেখতে পাওয়াও স্পেশাল।'

খেলার টিকিট হাতে দুই প্রবাসী

বাঙালিপাড়ায় মুস্তাফিজ উন্মাদনা

স্থানীয় সময় রাত নয়টার দিকে মুস্তাফিজের তাক লাগানো পারফরম্যান্সের খবর আসে। পূর্ব লন্ডনের বাংলা টাউন এলাকার সুপরিচিত 'ফেইথ প্রিন্ট' ছাপাখানায় তখন আড্ডায় মশগুল অনেকে। যাঁরা সচরাচর ক্রিকেটের খোঁজ রাখেন না, তাঁদের চোখেমুখেও যেন দীপ্তি ছড়াল ইংল্যান্ডের মাটিতে ফিজের বাজিমাতের খবর শুনে। কারও কারও কণ্ঠে অনুতাপ—চেমসফোর্ডের মাঠে সোনালি মুহূর্তগুলো দেখার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। সাসেক্স টিমের পরবর্তী সূচি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সবাই। এতকাল প্রায় অচেনা সাসেক্স টিমের প্রতি যেন অন্য রকম আবেগে উপচে পড়ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের।

পরদিন ২২ জুলাই সন্ধ্যায় লন্ডনের বিখ্যাত কিয়া ওভাল স্টেডিয়ামে আবারও সাসেক্সের খেলা। প্রতিপক্ষ সারে। এবার আর সুযোগ হাত ছাড়া করা নয়। 'ফেইথ প্রিন্ট'-এর পরিচালক মোসলেহ উদ্দিন আহমদ নিজেই তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে টিকিট করলেন তিনটি। খেলা দেখার জন্য পরদিন আগাম ছুটি নেওয়ার সুযোগ দিলেন প্রধান ডিজাইনার অপু রায়কেও। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সুদূর যুক্তরাজ্যে শুরু হলো মুস্তাফিজ উন্মাদনা।

২২ জুলাই পূর্ব লন্ডনের ওল্ডগেট ইস্ট পাতালরেল স্টেশনে মোসলেহ উদ্দিন, অপু রায় এবং এই প্রতিবেদকের সঙ্গে যোগ দিলেন আলোকচিত্রী মনিরুজ্জামান সামি। লন্ডনের বুক চিরে সুড়ঙ্গপথে প্রায় ২০ মিনিটের রেলযাত্রা শেষে গেলাম ওভাল স্টেশন। কাছেই স্টেডিয়াম। স্টেশন থেকে বের হওয়ামাত্রই টের পাওয়া গেল মুস্তাফিজ উন্মাদনার ব্যাপকতা। স্টেডিয়ামের দিকে ছুটে চলা হাজার মানুষের ভিড়ে চোখে পড়ল অনেক বাংলাদেশি মুখ।

স্টেশন থেকে বের হতেই চোখে পড়ল বাংলাদেশের জার্সি গায়ে কয়েকজন। তাদের মধ্যে ছিলেন অজন্তা দেব রায়, তুষার ও বাপ্পি। বাংলাদেশের জার্সি কেন? অনেকটা সমস্বরে বললেন, 'আজ মুস্তাফিজ মানেই বাংলাদেশ।' তাদের হাতে আরও ছিল নিজেদের হাতে বানানো প্ল্যাকার্ড। সেখানে লেখা 'দ্য ফিজ'। 'মুস্তাফিজ! মুস্তাফিজ!' বলে চিৎকার করে গলা ফাটানোর সব আয়োজন সাঙ্গ করেই তাঁরা এসেছেন।

স্টেডিয়ামের মূল গেটের পাশে টিকিট কাউন্টার। সেখানে দেখা পেলাম যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ঢাকার জামান মোস্তফা ও গাজীপুরের মাজহারুল হকের। দুজনেই বললেন, 'বাসায় সময় সুযোগমতো ক্রিকেট খেলা দেখা হলেও স্টেডিয়ামে খেলা দেখার সুযোগ হয়ে ওঠে না। কেবল মুস্তাফিজের কারণেই সন্তানদের নিয়ে আসা।' বছর দশেক বয়সের নাফিসা বলল, 'ক্রিকেট খেলা তেমন বুঝি না। কিন্তু মুস্তাফিজকে ঠিকই চিনি।' আরও অনেকের সঙ্গে দেখা গেল কম বয়সী ছেলেমেয়েদের। কেউ কেউ এসেছেন পরিবার নিয়ে। ধারণা করা যায়, প্রায় ২৩ হাজার আসনক্ষমতার ওভাল স্টেডিয়ামে সে দিন অন্তত হাজার খানেক বাংলাদেশি উপস্থিত ছিলেন। আর স্টেডিয়াম ছিল দর্শকে টইটুম্বুর।

বাংলাদেশি আরও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা হলো। এসব প্রবাসী বাংলাদেশিদের কথা একটাই—'মুস্তাফিজ আমাদের মাথা উঁচু করে দিয়েছে। বুক ফুলিয়ে আমরা তাঁর বিধ্বংসী কাটারের গল্প করতে পারব।' নতুন প্রজন্মের জন্য মুস্তাফিজকে খাঁটি অনুপ্রেরণা হিসেবেই দেখছেন তাঁরা।

মাঠের মুস্তাফিজ

মূল গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার পথে দর্শকদের হাতে বেলুন, পতাকা, মাথার ব্যান্ডসহ বেশ কিছু সরঞ্জাম ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবকিছুতেই সারে লেখা। কিন্তু বাংলাদেশিরা বিনা মূল্যে দেওয়া সেসবের কিছুই নিচ্ছেন না। তাঁরা হন্যে হয়ে খুঁজছেন মুস্তাফিজের দল সাসেক্সের পতাকা-বেলুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোর কাটল। কিয়া ওভাল যে সারে টিমের হোম গ্রাউন্ড। এখানে সাসেক্স নিয়ে বেশি মাতামাতি চলবে না। কিন্তু মুস্তাফিজ ভক্তরা কি সেটা গায়ে মাখে? আমরা স্টেডিয়ামে আসন নিয়েই আশপাশের শ্বেতাঙ্গদের জানিয়ে দিলাম, 'আমরা কিন্তু ফিজের জন্য এসেছি। তাই সাসেক্সের পক্ষেই আমরা চিৎকার করব।' বিষয়টি জানতে পেরে তারাও ফিজের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হয়ে নজর রাখলেন।

নিজ দল ও বাঙালি দর্শকদের জন্য আশার পাদপ্রদীপের হয়ে থাকা মুস্তাফিজ সে দিন নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। সব মিলিয়ে ৩.২ ওভার বল করে ৩১ রান দিয়ে উইকেটশূন্য। তবে দুর্দান্ত এক ক্যাচ নিয়ে বাহবা কুড়ালেন সারের দর্শকদেরও। শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে হেরে সাসেক্সের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন অনেকটা ঝুলে গেল।

খানিকটা আশাহত হলেও মন খারাপ করেননি মুস্তাফিজভক্তরা। তাঁরা বেশ ভালো করেই বোঝেন পারফরম্যান্স প্রতিদিন এক রকম হবে না। তাঁরা বেশ উদ্দীপনা নিয়ে পরবর্তী খেলাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন।

তবে সেই উদ্দীপনায় দুঃস্বপ্ন হয়ে আঘাত হেনেছে ফিজের কাঁধে চোট নিয়ে খেলা থেকে ছিটকে যাওয়ার খবর। ফিজ কখন চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরবেন সেই প্রার্থনা যতটা না তাঁর ভক্তকুলের, তার চেয়ে বেশি সাসেক্স টিমের। ও আরেকটা কথা, সাসেক্স টিমের ওয়েবসাইটে আপলোড করা মুস্তাফিজের ভিডিও সাক্ষাৎকারটির ভিউ পাঁচ দিনেই এক লাখ ছাড়িয়েছে।

শুধু মুস্তাফিজের খেলা দেখতে মাঠে ছিলেন বাংলাদেশিরাও। ছবি : প্রথম আলো

গুণীজন কহেন

সবাই বলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু আমি তো প্রতিদিন কিছুই করি না।

এ এ মিলনে (১৮৮২-১৯৫৬)
ব্রিটিশ লেখক

ভালোবাসা হলো পিঠে ব্যথার মতো। এক্স-রেতে দেখা যায় না। কিন্তু আপনি জানেন জিনিসটা আছে।

জর্জ বার্নস (১৮৯৬-১৯৯৬)
মার্কিন অভিনয়শিল্পী

আমি পুরুষদের শত্রু, নারীদের শত্রু। আমি বিড়াল থেকে শুরু করে গরিব তেলাপোকারও শত্রু। আমি শুধু ঘোড়া দেখলেই ভয় পাই।

নরম্যান মেইলার (১৯২৩-২০০৭)
মার্কিন লেখক

মানুষ যদি অন্য সব প্রাণীর মতো সৎ হয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে ওদের কি আর কোনো পার্থক্য থাকে?

টিপ্পি হেড্রেন (১৯৩১)
মার্কিন অভিনয়শিল্পী

সূত্র : ব্রেইনি কোটস ডটকম, যুক্তরাষ্ট্র

শব্দভেদ

১	২	৩		৪		৫	■
৬			■		■	৭	
	■	৮	৯		■		■
১০	১১	■		■	১২		১৩
■	১৪	১৫	■	১৬		■	
১৭			■	১৮		■	
১৯		■	২০	■	২১		
	■	২২				■	■

বাঁ থেকে ডানে
১. সর্বসম্মত। ৬. শোষণকারী। ৭. দহন। ৮. নিদর্শন। ১০. নব। ১২. অচল। ১৪. মাছ শিকারে পটু একজাতীয় পাখি। ১৬. ভার। ১৭. পাত্র। ১৮. পানিতে ভেজা নরম মাটি। ১৯. অর্পণ। ২১. স্পর্শ। ২২. ফিটফাট, গোছানো।

ওপর থেকে নিচে
১. শোভন নয় এমন। ২. যে পদার্থ দেহে প্রবেশ করলে অসুস্থতা ঘটে বা মরণ হয়। ৩. সমস্ত। ৪. নিষেধ। ৫. তত্ত্বাবধান। ৯. মার্জনা। ১১. দূরত্ব। ১২. সংকটাপন্ন। ১৩. লাভের অংশ। ১৫. খাজনা। ১৬. চক্র। ১৭. সালাম। ২০. পানি।

তৈরি করেছেন : **মেসবাহ খান,** রাজপাট, মাগুরা।

গত সংখ্যার সমাধান

চো	রা	বা	লি	■	■	ব	ক্ষ
খ	নি	জ	■	স	ং	হ	তি
■	■	না	জু	ক	■	র	■
প্র	জ্ঞা	■	■	রু	দ্ধ	■	ষ
তি	■	কা	র	ণ	■	ঝা	ড়
পা	থ	র	■	■	কা	ন্ডা	রি
ল	■	খা	ন	সা	মা	■	পু
ক	ল্প	না	■	ধ	র	ন	■

বেসিক আলী
শাহরিয়ার

আপনার রাশি
কাজী এস হোসেন

যাঁরা এই সাত দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ শুভ সংখ্যা ২ ও ৭। শুভ রত্ন—গোল্ডেন, টোপাজ ও মুক্তো। শুভ রং—সবুজ, সোনালি ও মেরুন। এবার জেনে নেওয়া যাক ১২টি রাশিতে এ সপ্তাহের পূর্বাভাস :

মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)
ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। প্রেমের ব্যাপারে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। তীর্থ ভ্রমণ শুভ।

বৃষ (২১ এপ্রিল-২১ মে)
বেকারদের কারও কারও জন্য সপ্তাহের শেষ দুদিন বিশেষ শুভ। পাওনা আদায় হবে। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে বিরাজমান জটিলতার অবসান হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে।

মিথুন (২২ মে-২১ জুন)
বৈদেশিক বাণিজ্যে বিদেশি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ বিদেশেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবেন। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। তীর্থ ভ্রমণ শুভ।

কর্কট (২২ জুন-২২ জুলাই)
শিক্ষা কিংবা গবেষণার জন্য বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে উপার্জন বৃদ্ধি পেতে পারে। কর্মস্থলে নতুন সহকর্মীর সঙ্গে মানিয়ে চলুন। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন।

সিংহ (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)
এ সপ্তাহে ব্যবসায়িক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তন ঘটতে পারে। বেকারদের কারও কারও জন্য সপ্তাহের শেষ দুদিন বিশেষ শুভ। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন। দূরের যাত্রা শুভ।

কন্যা (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)
ব্যবসায়িক যোগাযোগ শুভ। পাওনা আদায় হবে। কর্মস্থলে মালিক পক্ষের সঙ্গে বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)
বেকারদের কেউ কেউ এ সপ্তাহে নতুন কাজের খোঁজ পাবেন। এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। সৃজনশীল কাজের জন্য বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো যাবে।

বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)
ব্যবসায়িক ভ্রমণ ফলপ্রসূ হতে পারে। বেকারদের কারও কারও জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

ধনু (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে বিরাজমান জটিলতা দূর হতে পারে। পাওনা আদায়ের জন্য সপ্তাহের শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন।

মকর (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)
ব্যবসায়িক যোগাযোগ শুভ। ফেসবুকে কারও সঙ্গে প্রেমের সূচনা হতে পারে। এ সপ্তাহে অতিথি আপ্যায়নে ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। এ সপ্তাহে দূরে কোথাও ভ্রমণে যেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো যাবে।

কুম্ভ (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
শিক্ষার্থীদের কারও কারও বৈদেশিক বৃত্তি পওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
বিদেশ যাত্রায় প্রবাসী আত্মীয়ের সহায়তা পেতে পারেন। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। এ সপ্তাহে কর্মস্থলে সার্বিক পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। পাওনা আদায় হবে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পেতে পারেন।

জোছনা ও জননীর গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) জয় করেছিলেন লাখো পাঠকের মন। প্রবাসী পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় একটি উপন্যাস

পর্ব : ২২

বাথরুম থেকে হড়হড় শব্দ আসছে। রুনি আবারও বমি করছে। আসমানী ছুটে গেল বাথরুমের দিকে। তার মনেই ছিল না মেয়েকে সে রাগ করে বাথরুমে রেখে এসেছে।

কারফিউ উঠল পরদিন ২৭ মার্চ শনিবার ভোর ন'টায়। তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ তোলা হয়েছে।

রাস্তায় প্রচুর লোকজন। ভূমিকম্প হলে বাড়িঘরের ভেতর থেকে সব মানুষ বের হয়ে আসে কিন্তু তাদের মনটা থাকে বাড়ির ভেতরে। শহরের মানুষের অবস্থাটা সে রকম। তারা রাস্তায় এসেছে ঠিকই কিন্তু মনে-প্রাণে চাইছে আবার ঘরে ঢুকে যেতে। সবার চোখেমুখে অনিদ্রাজনিত গভীর ক্লান্তি। এরা কেউ গত দু'রাত ঘুমোয়নি। মানুষের তৈরি দুর্যোগে একটা শহরের সব মানুষ দু'রাত জেগে কাটিয়েছে এমন নজির বোধহয় নেই।

শাহেদ রিকশা নিল। মাত্র তিন ঘণ্টার জন্যে কারফিউ তোলা হয়েছে, তার হাতে একেবারেই সময় নেই। কংকনদের বাসা থেকে বের হতে অনেক সময় লেগেছে। সোবাহান সাহেব কিছুতেই তাকে যেতে দেবেন না। কংকনও তার হাত ধরে রেখেছে। সেও তাকে যেতে দেবে না। কাঁদো কাঁদো গলায় বলছে, বাবু তুমি থাক। বাবু তুমি থাক।

রিকশাওয়ালা বুড়ো ধরনের। সে রিকশা টানতে পারছে না। বুড়োদের কৌতূহল থাকে কম। তার কৌতূহলও বেশি। জায়গায় জায়গায় থামছে। অবাক হয়ে দেখছে— যেখানে বস্তি ছিল এখন নেই, কিছু কালো অঙ্গার পড়ে আছে। শাহেদের ইচ্ছা করছে রিকশাওয়ালাকে বলে, অবাক হয়ে দেখার সময় এটা না। এখন মাথা নিচু করে প্রিয়জনদের সন্ধানে যাবার সময়। সে কিছু বলল না। রিকশাওয়ালা নিজের মনে বলল, ইকবাল হলের বেবাক ছাত্র মাইরা ফেলছে। বিশ্বাসযোগ্য কথা না। তবে সময়টা এমন যে কোনটা বিশ্বাসযোগ্য আর কোনটা না বোঝা যায় না। মেরে ফেলতেও পারে। ঢাকা শহরের সব মানুষ মেরে ফেললেও বা কী আর করা যাবে!

শাহেদ বলল, ইকবাল হলের সব ছাত্র মেরে ফেলেছে?

হ।

তুমি দেখেছ?

হ। দেখছি।

আর কী দেখেছ?

গজব দেখছি। গজব। রোজ-হাসরের কিয়ামত দেখছি।

গজব তো বটেই। এই গজবের শেষ কোথায় কে বলবে। ঢাকা কলেজের সামনে একটা মিলিটারি জিপ থেমে আছে। একজন অফিসার এবং দুজন জোয়ান জিপের কাছেই দাঁড়িয়ে। অফিসারটি হাসিমুখে গল্প করছে। জোয়ান দুজন এটেনশান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও আগ্রহ নিয়ে গল্প শুনছে। শাহেদ মাথা নিচু করে ফেলল যেন এদের সঙ্গে চোখাচোখি না হয়। শাহেদের হাতে সিগারেট, তার জন্যই কেমন ভয় ভয় লাগছে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট দেখলে এরা রাগ করবে না তো? সিগারেটটা কি ফেলে দেওয়া উচিত? মুখে কী কারণে যেন থুথু জমছে। থুথু ফেলা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। এরা অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। এরা গল্প করুক এদের মতো। আমরা তাদের সামনে দিয়ে মাথা নিচু করে চলে যাব।

শাহেদ আসমানীর খোঁজে প্রথম গেল তার শ্বশুরবাড়িতে। সেই বাড়ি তালাবদ্ধ। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক বললেন, আধঘণ্টা আগে একটা গাড়িতে করে সবাই চলে গেছে। গাড়িতে কে কে ছিল তা তিনি বলতে পারলেন না। বাড়ি ছেড়ে কেন গেল তাও তিনি জানেন না।

শাহেদের সঙ্গে কথা বলতে তার বোধহয় বিরক্তি লাগছিল। তিনি একটু পরপর ভুরু কোঁচকাচ্ছিলেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করা অর্থহীন, তবু শাহেদের নড়তে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে তার হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। আবার যে হেঁটে গিয়ে রিকশায় উঠবে সেই শক্তি নেই। এখন সে যাবে কোথায়? তার নিজের বাসায়? আগে সেখানেই যাওয়া উচিত ছিল। আসমানী নিশ্চয়ই সেই বাসাতেই তার খোঁজে লোক পাঠিয়েছে।

শাশুড়িও গাড়ি নিয়ে নিশ্চয়ই সেখানে গেছেন। শাহেদ ঘড়ি দেখল। তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ তোলা হয়েছে— এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, আর মাত্র দুই ঘণ্টা বাকি। এর মধ্যেই নিজের আস্তানায় ফিরে যেতে হবে, দেরি করা যাবে না। সময় এত দ্রুত যাচ্ছে কেন?

দোকানপাট কিছু কিছু খুলছে। লোকজন ব্যস্ত হয়ে কেনাকাটা করছে। কাঁচাবাজারে খুব ভিড়। চাল, ডাল কিনে জমিয়ে রাখতে হবে। আবার কত দিনের জন্য কারফিউ দিয়ে দেয় কে জানে। লোকজনের কেনাকাটা, ব্যস্ততা দেখে মনে হয় শহরের অবস্থা স্বাভাবিক।

রিকশাওয়ালা আবারও নিজের মনে বলল, শেখ সাবরে মাইরা ফেলছে।

শাহেদ হতভম্ব হয়ে বলল, বলো কী? সত্যি?

হ সত্যি। শেখ সাব নাই বইল্যা আইজ এই অবস্থা। থাকলে ঘটনা হইত ভিন্ন।

শাহেদ সিগারেট ধরালো। প্যাকেটের শেষ সিগারেট। সিগারেট কিনতে হবে। রিকশা থামিয়ে রাস্তার কোনো দোকান থেকে কয়েক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে নেবে। খুব কড়া রোদ উঠেছে, চিড়চিড় করে মাথা ঘুরছে। রিকশার হুড কি সে তুলে দেবে? না থাক, হুড তুলে দেওয়া মানে কিছু গোপন করার চেষ্টা। শাহেদ আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ ঘন নীল। এমন নীল আকাশ বোধহয় অনেক দিন দেখা যায়নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে শাহেদের মনে হলো, আসমানী ফিরে এসেছে। ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে। রুনি মনের আনন্দে খেলছে। বাবাকে দেখে সে দৌড়ে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। গালের সঙ্গে মাথা ঘষবে। একেকটা শিশু একেক রকম বিচিত্র অভ্যাস নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়। রুনি পেয়েছে গালে মাথা ঘষার অভ্যাস। কী জন্য এই জাতীয় অভ্যাস তৈরি হয়েছে কে জানে। সাইকিয়াট্রিস্টরা নিশ্চয়ই জানেন।

রিকশায় এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন। পাশে খুব সম্ভব তার স্ত্রী। তিনি স্ত্রীকে জড়িয়ে আছেন। ভদ্রমহিলা শব্দ করে কাঁদছেন। ভদ্রলোক তাতে খুব বিরক্ত বোধ করছেন। তিনি হতাশ বোধে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। সে সময়মতো ফিরতে না পারলে আসমানীও নিশ্চয়ই এভাবে কাঁদবে।

শাহেদের বাড়ির দরজা তালাবদ্ধ। আসমানী ফেরেনি।

সে এখন কী করবে? এখানেই থাকবে নাকি ফিরে যাবে কংকনদের বাড়িতে? সে কথা দিয়ে এসেছিল ফিরে যাবে। তার যাওয়া উচিত। ওদের বাড়িতে চাল-ডাল নেই। চাল-ডাল কিনে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বাচ্চাটার জন্যে এন্টিবায়োটিক কিনতে হবে। তার গলা ফুলে গেছে। অবিকল রুনির মতো অবস্থা। গার্গল ফার্গলে কোনো কাজ করে না। এন্টিবায়োটিক নিতে হয়। এন্টিবায়োটিকের নামটা মনে আছে— 'ওরাসিন কে।' কোনো ফার্মেসি কি খুলেছে?

অলংকরণ : মাসুক হেলাল

শাহেদ রাস্তায় নামল। হাতে সময় কতটা আছে সে বুঝতে পারছে না। ঘড়ি দেখলেই মনে হবে হাতে সময় নেই। লোকজন যেহেতু চলছে— কারফিউ শুরু হয়নি। একটা খোলা ফার্মেসি দেখা যাচ্ছে। সেখানেও ভিড়। শাহেদ ওরাসিন কে সিরাপ কিনল। দোকানদার এমনভাবে ওষুধ দিচ্ছে টাকা নিচ্ছে যেন সব আগের মতোই চলছে। সব ঠিক আছে।

কোনো রিকশা চোখে পড়ছে না। সে রিকশার খোঁজে হেঁটে হেঁটে রেলগেট পর্যন্ত আসার পর চোখে পড়ল তিনজন মিলিটারির একটা দল। এদের মধ্যে একজনের পোশাক আবার অন্য রকম। কালো পোশাক। কালো পোশাকের মিলিটারি সে আগে দেখেনি। তাদের একজন হাত ইশারায় তাকে ডাকছে। কেন তাকে ডাকছে? সে চোখে ভুল দেখছে না তো?

না, তাকে ডাকছে না। তার কী করা উচিত? সে কি মিলিটারিটার দিকে তাকিয়ে ভদ্রতার হাসি হাসবে? সেটাও মনে হয় ঠিক হবে না। হাসির অন্য অর্থ করে ফেলতে পারে। তার উচিত এই জায়গা থেকে অতি দ্রুত সরে পড়া। অতি দ্রুত সরাটাও ঠিক হবে না। মিলিটারিরা ভাবতে পারে লোকটা এত দ্রুত যাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই খারাপ লোক।

সোবাহান সাহেব শাহেদকে দেখে আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। রান্নাঘরের দিকে মুখ করে পুত্রবধূকে ডাকলেন। বৌমা, তাড়াতাড়ি আসো। শাহেদ চলে এসেছে।

কংকন মা'র ঘরে শুয়েছিল। সোবাহান সাহেব তার কাছেও গেলেন, হড়বড় করে বললেন, শুয়ে আছিস কেন? উঠে আয়, শাহেদ এসেছে। তোর বাবু এসেছে।

সোবাহান সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে, এখন আর তাঁর মনে কোনো ভয়ভীতি নেই। তিনি নিশ্চিন্ত একজন কেউ এসেছে। মহাসঙ্কটের দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনীর দায়দায়িত্ব এখন তার।

শাহেদের আনা জিনিসপত্র দেখে মনোয়ারা বিস্মিত হলো। সবই এনেছে। চাল-ডাল-তেল, কেরোসিন, ময়দা, ব্যাটারি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কংকনের জন্যে ওষুধও এসেছে।

মনোয়ারা বললেন, ভাই, আপনি খুব গোছানো মানুষ।

শাহেদ বলল, বিপদের সময় সব মানুষ বদলায়। আমি কোনোকালেই গোছানো ছিলাম না।

মনোয়ারা বললেন, পৃথিবীর সবচেয়ে অগোছালো মানুষ কংকনের বাবা। একবার কী হলো শুনুন। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরা। মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে এ রকম অবস্থা। কংকনের বাবাকে ফার্মেসিতে পাঠালাম মথা ধরার ট্যাবলেট আনতে। সে দু'ঘণ্টা পরে ফিরল। রাজ্যের বাজার করে এনেছে। কাঁচাবাজার থেকে মাছ-মাংস কিনেছে, শাকসবজি কিনেছে, পেয়ারা কিনেছে, কলা কিনেছে— মাথাব্যথার ট্যাবলেট শুধু কিনেনি। ভুলে গেছে। ভুলো মন মানুষের সঙ্গে সংসার করা খুবই কষ্ট।

শাহেদ বলল, ভুলো মন মানুষের সঙ্গে সংসার করার অন্য ধরনের আনন্দও আছে।

মনোয়ারা বললেন, ঠিক বলেছেন। আনন্দও আছে। একবার কী হয়েছে শুনুন। কংকনের তখনো জন্ম হয়নি— রাতে আমাদের এক বিয়ের দাওয়াতে যাবার কথা। ও করল কী...।

মনোয়ারা হঠাৎ গল্পটা থামিয়ে দিল। তার সামনে যে মানুষটা বসে আছে সে অপরিচিত একজন মানুষ। এই মানুষটির সঙ্গে নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় না।

শাহেদ বলল, ভাবি, গল্পটা শেষ করবেন না?

মনোয়ারা বললেন, আরেক দিন শেষ করব। আপনাকে আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। আপনার স্ত্রীর খোঁজ পেয়েছেন?

শাহেদ বলল, না। ওর মার বাসায় গিয়েছিলাম। বাসা তালাবদ্ধ। আশেপাশে কেউ কিছু জানে না।

মনোয়ারা বললেন, ভাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। তারা নিরাপদে আছে এবং ভালো আছে।

কীভাবে বলছেন?

আমার মন বলছে। আমার মন যা বলে তা ঠিক হয়।

সোবাহান সাহেব ব্যাটারি লাগিয়ে ট্রানজিস্টার চালু করেছেন। নিচু ভলিউমে ক্রমাগত রেডিও শুনে যাচ্ছেন। সামরিক নির্দেশাবলি প্রচারিত হচ্ছে। তিনি প্রতিটি নির্দেশ মন দিয়ে শুনছেন। অবাঙালি একজন কেউ বাংলায় বলছে। অদ্ভুত বাংলা— সময়কে বলছে 'সুময়'। গুজবকে বলছে 'গজব'। 'গজব হবে কান ডিবেন না।'

সোবাহান সাহেবের মনে হলো— এরা কি রেডিওর সব বাঙালিদের মেরে ফেলেছে? নির্দেশগুলি পড়ার মতো বাঙালি নেই।

সামরিক নির্দেশাবলির পর প্রচারিত হলো যন্ত্রসঙ্গীত। যন্ত্রসঙ্গীতের পর স্বাস্থ্যবিষয়ক কথিকা। বিষয় জলবসন্ত। সোবাহন সাহেব জলবসন্ত বিষয়ক কথিকাও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। জলবসন্তে এন্টিবায়োটিক কোনো কাজে আসে না— এই তথ্য তাঁর কাছে হঠাৎ করেই খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। এখন তাঁকে দেখে গত রাতের সোবাহান সাহেব বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে মোটামুটিভাবে আনন্দে আছেন এমন একজন মানুষ। যে মানুষটি কানের কাছে ট্রানজিস্টার রেডিও ধরে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ পেয়েছেন। রেডিওতে পাওয়া খবর অন্যদের জানানোর বিষয়েও তাঁকে উৎসাহী মনে হচ্ছে। শাহেদকে বললেন, ভালো খবর আছে, আগামীকালও দু'ঘণ্টার জন্যে কাফুর তোলা হবে। এমনিতে দু'ঘণ্টা কম সময় মনে হয়, আসলে কিন্তু অনেক সময়। দুই ঘণ্টায় দুনিয়ার কাজ করে ফেলা যায়। কাল মনে করে আরো ব্যাটারি কিনবে।

মনোয়ারাকে রাতে কী রান্না হবে সেই বিষয়ে বললেন, বৌমা খিচুড়ি রান্না করো। বর্ষা বাদলায় আনন্দের দিনে খিচুড়ি খেতে হয়, আবার বিপদে-আপদেও খিচুড়ি খেতে হয়। পাতলা খিচুড়ি সঙ্গে ডিমভুনা।

খিচুড়ি ডিমভুনা খেতে খেতে রাত দশটা বেজে গেল। তার পরপরই উত্তর দিক থেকে প্রবল গোলাগুলির শব্দ আসতে লাগল। গতকালের মতোই অবস্থা। রাস্তায় ভারী মিলিটারি গাড়ির চলার শব্দ কিছুক্ষণ পরপরই শোনা যাচ্ছে। গোলাগুলির সঙ্গে বুম বুম শব্দের বিকট আওয়াজও কানে আসছে। এই শব্দ কিসের তা সোবাহান সাহেব বুঝতে পারছেন না। তিনির চিন্তিত গলায় শাহেদকে বললেন, বুম বুম শব্দটা কিসের?

শাহেদ বলল, জানি না চাচা।

কামান দাগছে না-কি? কামান দাগছে কী জন্যে?

রাত বারটার দিকে শব্দ আসতে শুরু করল পশ্চিম দিক থেকে। এই শব্দ অনেক কাছ থেকে আসছে। গুলি মনে হচ্ছে শাঁ শাঁ শব্দ করে এই বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

সোবাহান সাহেব ভীত গলায় বললেন, সবাই মেঝেতে শুয়ে থাকো। সবাই একঘরে শোও। মহাআজাবের সময় আত্মীয়-অনাত্মীয় নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নাই। শাহেদ, তুমিও আমাদের সঙ্গে শুয়ে থাকো।

বসার ঘরের মেঝেতে সবাই শুয়ে আছে। কংকন শুয়েছে শাহেদের পাশে। সে একটা পা শাহেদের গায়ে তুলে দিয়েছে। রুনি এইভাবে ঘুমায় না। সে হাত-পা গুটিয়ে পুঁটলির মতো শুয়ে থাকে। একটা আঙুল থাকে তার মুখে। ঘুমের মধ্যে সে আঙুল চুষতে থাকে। খুবই খারাপ অভ্যাস।

ক্রমশ

এক ব্যাচেলরের সাক্ষাৎকার

আমরা ভাই ডিমমজুর!

সংবাদ শিরোনামে আবার ব্যাচেলর! শোনা যাচ্ছে, তাদের আবাসন নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের জটিলতা। এ রকম অবস্থায় এক ব্যাচেলরের সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল রস+আলোর পক্ষ থেকে। সাক্ষাৎকারটি হুবহু তুলে ধরা হলো। লেখা : **আহমেদ খান**

রস+আলো : কেমন আছেন?

ব্যাচেলর : কেমন আছেন জিজ্ঞেস না করে জানতে চান, কোথায় আছেন? স্থানটাই এখন আমাদের সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে!

রস+আলো : আচ্ছা। তাহলে জানতে ইচ্ছা করছে, কোথায় আছেন?

ব্যাচেলর : নিউমার্কেটে। তাঁবু পাওয়া যায় কি না তা খুঁজতে এসেছি।

রস+আলো : তাঁবু? তার মানে নিশ্চয় কোথায় ক্যাম্পিংয়ে যাচ্ছেন, কোনো বন...কোনো পাহাড়...?

ব্যাচেলর : এই শহরই এখন আমাদের কাছে বন-জঙ্গল-পাহাড় রে ভাই। এখানে টিকে থাকতে হলে এখন তাঁবু খাটিয়ে থাকতে হবে!

রস+আলো : কিন্তু হঠাৎ তাঁবু খাটিয়ে...

ব্যাচেলর : বাড়িওয়ালা বলেছেন, তিন দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে। ব্যাচেলর হিসেবে এমনিতেই আমাদের অধিকার এত দিন ক্ষুণ্ন হয়েছে। বাড়ির টপ ফ্লোর ভাড়া দেওয়া হতো আমাদের। সিঁড়ি ব্যবহার করতাম সাবধানে, যেন আওয়াজ না হয়। বেশি জোরে গান শুনতে পারতাম না। আর এখন তো সরাসরি বলেই দিচ্ছে, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে! কেউ-ই যদি ব্যাচেলর ভাড়া না দেয়, তাহলে আমাদের উপায় কী? কোনো এক নদীর পাড়ে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় দেখছি না! কিন্তু মার্কেটে তাঁবু নাই। সব তাঁবু আগেই অন্য ব্যাচেলররা নিয়ে গেছে। এ এক হতাশাজনক পরিস্থিতি।

রস+আলো : তাহলে কি আপনারা আন্দোলন করবেন?

ব্যাচেলর : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) করতে তো চেয়েই ছিলাম! কিন্তু আমাদের যিনি প্রধান ব্যাচেলর, আন্দোলনে নামামাত্র তাঁর ফ্যামিলি তাঁকে ধরে বিয়ে দিয়ে দিল! ব্যাচেলরদের জন্য সেটা ছিল এক গভীর ষড়যন্ত্র! বিয়ে করে বড় ভাই এখন দেশের বাইরে হানিমুনে! তিনি আর তাঁবু খাটানোর কষ্ট কি করে বুঝবেন! বড়ই দুঃখের কথা!

রস+আলো : তাহলে তো এটা একটা ভালো সমাধান...বিয়ে...

ব্যাচেলর : এই সমাধানের পথেও আমরা হাঁটার চেষ্টা করেছিলাম। চিঠিতে, ফোনে, মেইলে, চাচা-খালু-ফুফাদের দিয়ে বাবাকে বলানোর চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, এই শহরে টিকতে গেলে এখন আর ব্যাচেলর থাকা যাবে না!

রস+আলো : বাহ্, দারুণ! বাবা কী বললেন?

ব্যাচেলর : আসুন অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি...

রস+আলো : না, এটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন! বাবা কী বললেন বিয়ের ব্যাপারে?

ব্যাচেলর : বলেছেন, বিয়ে করে বউকে খাওয়াবি কী? খুবই মৌলিক প্রশ্ন। আমরা ব্যাচেলররা নিজেরাই একেকজন ডিমমজুর!

রস+আলো : ডিমমজুর?

ব্যাচেলর : জি, আমরা প্রতিদিন ডিম আনি ডিম খাই। সকালে ডিমের অমলেট, দুপুরে ডিমের কারি, আর রাতে ডিমভাজি! এর মধ্যে বিয়ে করে বউকে কী খাওয়াব—এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়...

রস+আলো : তাহলে এখন কী করবেন?

ব্যাচেলর : ভাবছি, আন্দোলন ছড়িয়ে দেব দেশ-বিদেশে! আমাদের দুঃখ একমাত্র সালমান খানই বুঝতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। বিশ্ব ব্যাচেলর সংঘ করে সালমান খানকে তার সভাপতি করার চেষ্টা করছি। ব্যাচেলর হিসেবে তাঁর মার্কেট ভ্যালু বেশ ভালো। তিনি কথা বললে যদি আমাদের কিছু হয়। এ ছাড়া বেদে সম্প্রদায়ের মতো এখন ভাসমান জীবন যাপনের কথাও ভাবছি আমরা! তাঁবু খাটিয়ে থাকা বা নদীতে নৌকার ওপরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। টারজানের মতো গাছে-গাছে থাকা যায় কি না, সে ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা চলছে। দেখা যাক, একটা না একটা উপায় বেরিয়ে আসবেই!

রস+আলো : আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

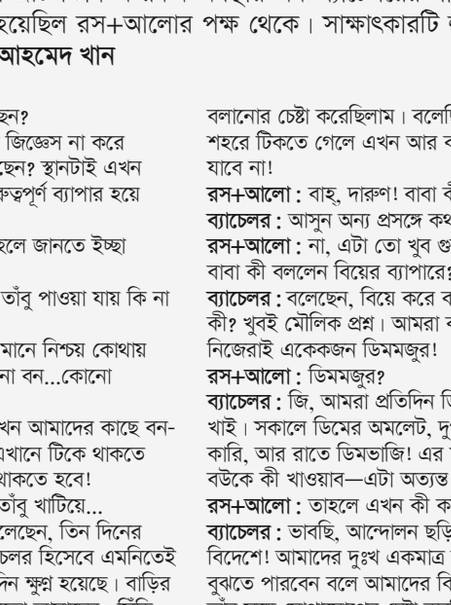

ব্যাচেলর : শুকনো ধন্যবাদে কাজ হবে না, ভাই। আজকে আপনার বাসায় রাত কাটাতে পারব কি?

রস+আলো : ভাইরে, আমিও ব্যাচেলর, বাস্তুহীন! আমি আসলে এতক্ষণ ধরে এই শহরে টিকে থাকার কৌশলগুলো জেনে নিচ্ছিলাম। আর ভাই শোনেন, তাঁবু পেলে এক পিস বেশি কিনবেন দয়া করে!

শো-অফের বন্যা!

লেখা : **মো. মিকসেতু**
আঁকা : **শিখা**

ডিম ডিমা ডিম ডিম!

সকালে অফিসের তাড়াহুড়ায় নাশতায় থাকে ডিম ভাজি নয়তো ডিম পোচ। মাঝেমধ্যে ডিমের খাবারে একটু বৈচিত্র্য আনা যায়। তেমন কয়েকটি রেসিপি দিয়েছেন **ফারাহ সুবর্ণা**

ছবি : খালেদ সরকার

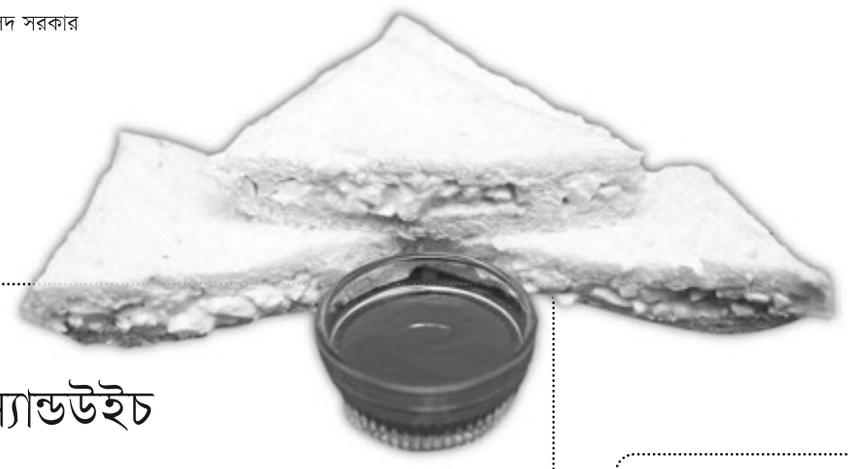

ডিমের স্যান্ডউইচ

উপকরণ
পাউরুটি ৬ টুকরা (মাল্টি গ্রেইন বা ব্রাউন ব্রেডও নিতে পারেন), সেদ্ধ ডিম ৩টি, মেয়োনেজ ২ টেবিল চামচ, সরিষা বাটা (মাস্টারড পেস্ট) আধা চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া স্বাদমতো, লবণ স্বাদ অনুযায়ী। এ ছাড়া চিনি ১ চা-চামচের তিন ভাগের এক ভাগ, ধনেপাতা কুচি আধা চা-চামচ, টমেটো ১টি, লেটুসপাতা দিতেও পারেন না-ও পারেন।

প্রণালি
সেদ্ধ ডিম একদম ছোট টুকরা করে কেটে নিতে হবে। তারপর একটা পাত্রে মেয়োনেজ, মাস্টারড পেস্ট, গোলমরিচ গুঁড়া, স্বাদ অনুযায়ী লবণ ও চিনি নিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এতে ডিমের টুকরা বা কুচি মিশিয়ে তা একটা পাউরুটির ওপরে চামচ বা ছুরির সাহায্যে সমানভাবে লাগিয়ে নিয়ে ওপরে আর একটা পাউরুটি দিয়ে হালকা করে চেপে বসিয়ে দিন। এবার ধারালো ছুরি দিয়ে পাউরুটির চারপাশের শক্ত অংশ কেটে বাদ দিয়ে তারপর আড়াআড়িভাবে ত্রিভুজাকারে বা লম্বালম্বিভাবে আয়তাকারে কেটে পরিবেশন করতে হবে। সালাদপ্রেমী হলে পাউরুটিতে ডিমের প্রলেপ দেওয়ার আগে লেটুসপাতা, পাতলা করে কাটা টমেটো দিয়ে তার ওপরে ডিমের প্রলেপ দিয়েও স্যান্ডউইচ তৈরি করা যেতে পারে। ভিন্নতা আনতে একটু ধনেপাতা কুচিও দেওয়া যেতে পারে।
খুব বেশি স্বাস্থ্যসচেতন যাঁরা, তাঁরা মেয়োনেজ বাদ দিয়েও স্যান্ডউইচ তৈরি করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে পাউরুটির ওপরে মারজারিন লাগিয়ে তার ওপরে লেটুসপাতা, পাতলা করে কাটা টমেটো, পাতলা গোল করে কাটা সেদ্ধ ডিম, অল্প গোলমরিচ গুঁড়া আর লবণ ছড়িয়ে ওপরে আর একটা পাউরুটি চেপে বসিয়ে নিলেই আর এক রকমের এ স্যান্ডউইচ তৈরি হয়ে যাবে। হাতে সময় থাকলে শুকনা তাওয়ায় পাউরুটি হালকা সেঁকে নিয়ে স্যান্ডউইচ বানালে তার স্বাদও ভিন্ন হবে।

চিজ টমেটো অমলেট

উপকরণ
ডিম ৩টি, তরল দুধ ৩ টেবিল চামচ, চেডার চিজ (অপেক্ষাকৃত শক্ত চিজ) সিকি কাপ, গোলমরিচ গুঁড়া স্বাদমতো, ড্রাই অরিগেনো ১ চা-চামচের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, লবণ স্বাদমতো এবং মাখন বা তেল ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি
ডিম, দুধ, গোলমরিচ গুঁড়া ও লবণ একসঙ্গে খুব ভালো করে ফেটে নিতে হবে। ভালো হয় যদি এগ বিটার বা মিক্সচার ব্যবহার করা যায়। প্যানে মাখন বা তেল গরম করে ফেটানো ডিমের মিশ্রণ দিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মিনিট পাঁচেক পর ঢাকনা সরিয়ে কুচি করে কাটা চিজ ছড়িয়ে দিয়ে আবারও ঢেকে দিতে হবে। মিনিট দু-এক পরে ঢাকনা সরিয়ে ডিমটাকে পছন্দানুসারে দুই বা তিন ভাঁজ করে প্লেটে নামিয়ে পরিবেশন করতে হবে। অরিগেনো পছন্দ না করলে বা বাসায় না থাকলে অল্প করে ধনেপাতা কুচি দেওয়া যেতে পারে। বীজ ফেলে ছোট কিউব করে কাটা টমেটো বা পেঁয়াজের ব্যবহার অমলেটে ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে। দিতে হবে ডিম ফেটানোর সময়ই।
বাসায় ওভেন থাকলে তাতেও এই অমলেট করা যায়।

চিজি এগ পিৎজা

উপকরণ
পিৎজা খামিরের জন্য : ময়দা ২ কাপ, ড্রাই ইস্ট ১ চা-চামচ, চিনি আধা চা-চামচ, লবণ আধা চা-চামচ, কুসুম গরম পানি পৌনে এক কাপ ও অলিভ অয়েল ২ চা-চামচ।

পিৎজার ফিলিঙের জন্য
ডিম ৩টি, মোজারেলা চিজ ১ কাপ (কুচি), টমেটো পেস্ট আধা কাপ, পেঁয়াজ ২টি (মাঝারি আকারের), টমেটো ২টি (মাঝারি আকারের), ক্যাপসিকাম ১টি (বড়), চিকেন সসেজ ৬টি ও ড্রাই অরিগেনো ১ চা-চামচের পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

প্রণালি
প্রথমে কুসুম গরম পানিতে ইস্ট আর চিনি মিশিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে। সসেজ, টমেটো আর ক্যাপসিকামগুলো পাতলা টুকরা করে নিতে হবে। পেঁয়াজ গোল করে কেটে রিঙের মতো পরতে পরতে খুলে রাখতে হবে। একটা বড় পাত্রে ময়দা আর লবণ মিশিয়ে মাঝে গর্ত করে তাতে ইস্টের মিশ্রণ ঢেলে দিয়ে ময়দার সঙ্গে ভালোমতো মিশিয়ে খামির তৈরি করে অলিভ ওয়েল মাখিয়ে একটা ঢাকনা অথবা প্লাস্টিক ফয়েল দিয়ে ঢেকে রাখুন। আধা ঘণ্টা চুলার পাশে বা কোনো গরম স্থানে রেখে দিতে হবে। প্যানে ১ চা-চামচ তেল গরম করে লবণ দিয়ে ফেটানো ডিম দিয়ে হালকা ঝুরি করে ভেজে নামিয়ে নিতে হবে। ডিম ভাজাটা অবশ্যই খুব হালকা হতে হবে। কারণ এরপর আবারও ওভেনে ভাজা হবে। আধা ঘণ্টা পর খামিটাকে দুই ভাগ করে আবারও খানিকক্ষণ ভালো করে মেখে দুইটা পুরু রুটির আকারে বেলে নিন। হালকা তেল মাখানো বেকিং ট্রেতে রুটিটা বসিয়ে কাঁটাচামচ দিয়ে একটু ফুঁটা ফুঁটা করে দিতে হবে, যাতে বেক করার সময় রুটি ফুলে না ওঠে। তারপর প্রতিটি রুটির ওপরে স্তরে স্তরে (লেয়ারে) প্রথমে পিৎজা সস, তার ওপরে সসেজ, তার ওপরে চিজ, তার ওপরে ডিম আর অরিগেনো, তার ওপরে চিজ দিয়ে একদম ওপরে টমেটো, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম দিয়ে সাজিয়ে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে প্রি-হিটেড ওভেনে ১৮-২০ মিনিট বেক করুন। চিজ গলে সোনালি রং হলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

মেক্সিকান এগ স্ক্রাম্বল

উপকরণ
ডিম ৪টি, টমেটো ১টি, ক্যাপসিকাম ১টি (ছোট), পেঁয়াজ ১টা (মাঝারি), কাঁচামরিচ ২টি (স্বাদমতো), লবণ স্বাদমতো ও তেল ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি
স্বাদমতো লবণ দিয়ে ডিমগুলো ফেটিয়ে নিতে হবে। টমেটো, ক্যাপসিকাম বীজ ফেলে ছোট কিউব আকারে কেটে নিতে হবে। মাঝারি আকারের একটা পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ একইভাবে কেটে নিতে হবে। প্যানে ১ চা-চামচ তেল গরম করে তাতে টমেটো, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে মিনিট দু-এক ভেজে নামিয়ে নিতে হবে। প্যানে বাকি তেল গরম করে ফেটিয়ে রাখা ডিমে ছড়িয়ে দিতে হবে। মিনিট খানিক পর খুন্তি বা চামচ দিয়ে ডিমটা ভেঙে দিতে হবে। এ সময় ভেজে রাখা টমেটো, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজের মিশ্রণটাও দিয়ে দিতে হবে এবং হালকা হাতে ঝুরি করতে হবে। খুব বেশি ভাজা ভাজা করা যাবে না। তাতে শক্ত হয়ে যাবে এবং স্বাদও নষ্ট হয়ে যাবে। ডিমের কাঁচা ভাব চলে গেলেই প্লেটে নামিয়ে পরিবেশন করতে হবে। চাইলে অল্প করে ধনেপাতাও দেওয়া যেতে পারে। হাতের কাছে পেঁয়াজকলি থাকলে তা-ও কুচি করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডিমের সালাদ

উপকরণ
সেদ্ধ ডিম ৬টি, মেয়োনেজ সিকি কাপ, সরিষা বাটা ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচের তিন ভাগের এক ভাগ, লেবুর রস ১ চা-চামচের তিন ভাগের এক ভাগ, পেঁয়াজ কুচি আধা চা-চামচ, ধনেপাতা কুচি আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি স্বাদমতো, লবণ স্বাদমতো ও চিনি আধা চা-চামচ।

প্রণালি
সেদ্ধ ডিম কিউব করে কেটে নিতে হবে। একটা পাত্রে ডিম বাদে অন্য সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিয়ে তাতে কুচানো ডিম দিয়ে হালকা হাতে মিশিয়ে পরিবেশন করতে হবে। চাইলে এতে বরফ পানিতে ডুবিয়ে উঠিয়ে নেওয়া লেটুসপাতা কুচি বা কিউব করে কাটা সেদ্ধ আলুও অল্প করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গিলতে যখন কষ্ট

ডা. রাফিয়া আলম
মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

খাবার গলায় আটকালে যে কেউ অস্বস্তিতে পড়বেন। পরিতৃপ্তি ও সুস্বাস্থ্য—দুটির জন্যই নিশ্চিন্ত মনে খেতে পারাটা জরুরি।

সাধারণ গলাব্যথায় খাবার গিলতে কষ্ট হতে পারে। টনসিল কিংবা স্বরযন্ত্রের প্রদাহে গলাব্যথা ও জ্বরের পাশাপাশি খাবার গিলতে অসুবিধা হয়। এ সময় গরম চা, গরম স্যুপ ইত্যাদি পান করলে খানিকটা স্বস্তি মেলে। প্রয়োজনে ওষুধও সেবন করতে হয়।

গলার ভেতর বা জিবের গোড়ায় কোনো ক্ষত হয়েছে কি না খেয়াল করুন। এ কারণেও খাবার গিলতে কষ্ট হতে পারে। ক্ষতটি কেমন, তার ওপর নির্ভর করছে চিকিৎসার ধরন।

লক্ষ করুন, শুরু থেকে তরল ও শক্ত—দুরকম খাবারই গিলতে কষ্ট হচ্ছে কি না। শুধু শক্ত খাবার খেতে অসুবিধা হলে কিংবা প্রাথমিক অবস্থায় শক্ত খাবার এবং পরে শক্ত ও তরল উভয় প্রকার খাবার গিলতে অসুবিধা হলে দেরি না করেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মাঝেমধ্যে ঢোঁক গিলতে সমস্যা হলে এর পেছনে খুব গুরুতর কোনো কারণ না-ও থাকতে পারে। তবে কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা নেওয়া জরুরি। যেমন দীর্ঘদিন ধরে গেলার সমস্যা, পাশাপাশি ওজন হ্রাস, ঢোঁক গেলার সময় ব্যথা অনুভব, খাবার গিলতে অসুবিধার পাশাপাশি খাওয়ার পর শ্বাসরোধ হয়ে আসা বা কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন, খাবার খেতে গিয়ে নাকে-মুখে উঠে আসা বা বারবার বিষম খাওয়া, গলনালি ও খাদ্যনালির কোনো সমস্যা বা ক্ষত প্রভৃতি।

টিউমার ও স্নায়ুজনিত সমস্যা—এমনকি স্ট্রোকের পর খাবার গিলতে সমস্যা হতে পারে। গলায় থাইরয়েড, টনসিল বা কোনো গ্রন্থি ফুলে যাওয়ার কারণেও হতে পারে। যা-ই হোক, অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো। তবে কখনো সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও নির্দিষ্ট কোনো কারণ পাওয়া যায় না। এ নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির গলায় খাবার আটকে আছে বলে মনে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে মানসিক চাপ ও অস্থিরতা এড়িয়ে চলাটাই সমাধান।

মাঝের দুটো নখে বিপরীত একটি রং নিয়ে আসবে ভিন্নতা। মডেল : অবনী, নেইল আর্ট : টিউলিপ নেইল অ্যান্ড স্পা, ছবি : সুমন ইউসুফ

নখের সাজে নতুন ধারা

বিপাশা রায়

নখ যেন হয়ে উঠেছে একটা ক্যানভাস। তাতে লাগছে নানা রঙের ছোঁয়া। নখ রাঙাতে নেইলপলিশ তো ছিলই। এখন যেন নখশিল্পের (নেইল আর্ট) যুগ। তাতেও যোগ হচ্ছে নতুন এক ধারা। এর নাম অ্যাক্রিলিক নেইল, বিশ্বজুড়ে এখন বেশ জনপ্রিয় এই নখের সাজ।

কারিনা কাপুর, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, বিদ্যা বালানের মতো তারকাদের নখেও দেখা যায় অ্যাক্রিলিক নেইলের ব্যবহার। আমাদের দেশে বিদ্যা সিনহা মীম, বর্ষার মতো তারকারাও নখ রাঙাচ্ছেন অ্যাক্রিলিকে। সম্প্রতি নখে অ্যাক্রিলিক করিয়েছেন সংগীতশিল্পী কনা। গতানুগতিক ধারার বাইরে অ্যাক্রিলিক নখে আনে নতুন লুক—এমনটাই বললেন তিনি।

নখশিল্পের এই নতুন ধারা নিয়ে কাজ করছে টিউলিপ নেইল অ্যান্ড স্পা। টিউলিপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চিত্রনায়িকা নিপুণ আক্তার বললেন, অ্যাক্রিলিক করার পর নখকে অনেকটা প্রচলিত নেইল আর্টের মতোই দেখা যায়। তবে নেইল আর্ট দীর্ঘস্থায়ী নয়। এদিকে অ্যাক্রিলিক নেইল থাকে দীর্ঘদিন। যে কারণে খরচটা একটু বেশি হলেও এখন অনেকেই বেছে নিচ্ছেন অ্যাক্রিলিক নেইল। অ্যাক্রিলিক নখে ব্যবহার করা হয় অ্যাক্রিলিক পাউডার আর সলিউশন। ফাইল করে আনা হয় নখের আকৃতি। জেল বসিয়ে এরপর নখে নকশা করা হয়। যাঁরা খুব তাড়াতাড়ি নখের নকশায় পরিবর্তন আনতে চান, তাঁরা অ্যাক্রিলিকের পরিবর্তে জেল নেইল করতে পারেন। অ্যাক্রিলিক নেইলের মতোই জেল পাউডার আর সলিউশন দিয়ে জেল নেইল করা হয়। এটা খুব সহজেই বদলানো যায়, পরিবর্তন করা যায়। নিপুণ বললেন, 'অ্যাক্রিলিক বা জেল নেইল—এই দুটো ধারায় হাতের মধ্যমা আর অনামিকার নখকে উজ্জ্বল নকশায় সাজালে ভালো দেখায়। বাকি নখগুলোতে দেওয়া যেতে পারে একরঙা নেইলপলিশ। চাইলে একটি নখেও রাখতে পারেন ব্যতিক্রমী নকশা। তবে অ্যাক্রিলিকে ফ্রেঞ্চ না করাই ভালো। কারণ, এতে করে নখের সাদা রঙের ওপর দেখা দেয় হলদেটে ভাব। অ্যাক্রিলিক বা জেল নখের সাজে যে নকশাই করুন না কেন, তা অবশ্যই দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে।'

এদিকে অ্যাক্রিলিক করার পর নখের পরিচ্ছন্নতার বিষয়টির দিকে বিশেষ খেয়াল রাখার পরামর্শ দিলেন পারসোনার পরিচালক নুজহাত খান। নুজহাত বললেন, যেহেতু নখের ওপর অ্যাক্রিলিক করা হয়, এ জন্য নিচের নখে ছত্রাক জমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ভেতরের নখটা একটু বড় হলেই তা কেটে ফাইল করে নেওয়া ভালো। এ জন্য অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হবে।

অ্যাক্রিলিক করার পর নখ পরিষ্কার রাখতে হবে

বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা ল্যাপটপের বিক্রি শুরু

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের বাজারে বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা ল্যাপটপ বিক্রি শুরু করেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। ল্যাপটপের পুরুত্ব মাত্র ১০ দশমিক ৪ মিলিমিটার এবং ওজন ১ দশমিক ১ কেজি।

এইচপির স্পেক্টর ১৩ সিরিজের ২টি নতুন মডেলের ল্যাপটপ বিক্রি করছে স্মার্ট টেকনোলজিস। মডেলগুলো হচ্ছে এইচপি স্পেক্টর ১৩-ভি ০১৭ টিইউ এবং এইচপি স্পেক্টর ১৩-ভি ০১৮ টিইউ। এর দাম যথাক্রমে ১ লাখ ২৯ হাজার ও ১ লাখ ৪৯ হাজার টাকা।

এইচপি স্পেক্টর ১৩-ভি ০১৭ টিইউ মডেলের ল্যাপটপটিতে রয়েছে ইনটেল ৬ষ্ঠ প্রজন্মের কোর আই ফাইভ ৬২০০ ইউ প্রসেসর, ২৫৬ জিবি সলিড স্টেট ড্রাইভ। অন্যদিকে, এইচপি স্পেক্টর ১৩-ভি ০১৮ টিইউ মডেলের ল্যাপটপটিতে রয়েছে ইনটেল ৬ষ্ঠ প্রজন্মের কোর আই সেভেন ৬৫০০ ইউ

প্রসেসর এবং ৫১২ জিবি সলিড স্টেট ড্রাইভ। দুটি মডেলেই রয়েছে ৮ জিবি ডিডিআরথ্রি র‍্যাম।

১৩ দশমিক ৩ ইঞ্চি এইচডি ডিসপ্লের ল্যাপটপ দুটিতে আছে কর্নিং গরিলা গ্লাস সুরক্ষা ও জেনুইন উইন্ডোজ ১০। দুটি ল্যাপটপই কালো এবং কপারের রঙে আইডিবি, মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারসহ সারা দেশের সব আইটি মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে। দুই বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা দিচ্ছে বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানটি। বিজ্ঞপ্তি

‘আবেগ ছাড়া মানুষ কিছুই করতে পারে না’

● *গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে জয়ের কাছে গিয়েও হেরে গেছে বাংলাদেশ দল। শেষ ওভারে আপনার আউটের পরই মূলত সম্ভাবনাটা শেষ হতে থাকে। এত দিন পর সেই আউটটা নিয়ে কী মনে হয়?*

মুশফিকুর রহিম : (হাসি) এটার উত্তর দিতে দিতে আমি বিরক্ত। মিডিয়া না হলেও ব্যক্তিগত জীবনে এ নিয়ে অনেক প্রশ্নের মুখে পড়েছি। আমাদের দেশে বা উপমহাদেশেই খেলোয়াড়দের ভক্ত-দর্শকদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে যে কৌতূহল নিয়ে তাঁরা এসব জিজ্ঞেস করতেই পারেন। তাঁদের জবাব দিতে হয়েছে। আসলে দিন শেষে সবাই ফলাফলটাই দেখে। তার আগে কী চিন্তা ছিল বা কী পরিস্থিতি হয়েছিল, সেটা কেউ ভাবেন না। মনে করে দেখেন ওই ওভারে দ্বিতীয় যে চারটা মারলাম, ওটা না মারলে কিন্তু আমাদের জেতার কোনো সম্ভাবনাই তৈরি হতো না। ওটাও অনেক ঝুঁকিপূর্ণ শট ছিল, কিন্তু আমি সেটা মারতে পেরেছিলাম। ওই সময় রানের ব্যবধান কমে এলেও পর পর দুটি চার হয়ে গেলে যেকোনো বোলার চাপে পড়ে যায়। আর আমার মাথায় এটা ছিল না যে আমাকে আগে একটা রান নিয়ে টাই করতে হবে। কারণ আমার আত্মবিশ্বাস ছিল, বোলার আরেকটা বাজে বল দেবে। আমি যদি আমার স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলি তাহলে এমনি মারলেও বাউন্ডারি না হোক, অন্তত দুটি রান হবে।

● *আরেকবার যদি ওই পরিস্থিতিতে ও রকম বল পান, একই শট খেলবেন?*

মুশফিক : অবশ্যই আমি চেষ্টা করব ও রকম শটই খেলার। ওই পাশেও প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান ছিল তখন। রিয়াদ (মাহমুদউল্লাহ) ভাই ছিলেন এবং উনি খুব ভালো ফর্মে ছিলেন। এ জন্যই আমি ঝুঁকিটা নিয়েছিলাম। আমার কখনো মনে হয়নি এখান থেকেও আমরা ম্যাচ হেরে যেতে পারি। মিস টাইমিং হলে এক বা দুই রানও হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা হয়নি। এ জন্যই আমাদের ওপর দোষটা এসেছে। তবে আমার অনুতাপ থাকলে সেটা ম্যাচ হেরে যাওয়ার জন্য আছে। ওই শট খেলার জন্য কোনো অনুতাপ নেই। আমাদের চেয়ে অনেক উঁচু র‍্যাঙ্কিংয়ের দল বলে ভারতের বিপক্ষে সবাই জিততে চায়। ওদের নিজেদের মাঠে খেলা, সবকিছুই আমাদের বিপক্ষে ছিল। জয়ের বিশাল সুযোগ ছিল, যেটা আমরা হাতছাড়া করি। তবে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যেকোনো ম্যাচেই এ রকম পরিস্থিতি এলে যেন আর এ রকম না ঘটে।

● *দ্বিতীয় বাউন্ডারিটা মারার পর মাঠে খুব উল্লাস করলেন। ওই উত্তেজনা কি কোনোভাবে মনোযোগে বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকবে?*

মুশফিক : এটাকে উল্লাস বলব না। এটা আসলে নিজেকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য করা। উল্লাস বা উৎসব করলে তো আমি আরও অনেক কিছুই করতে পারতাম। ওটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যায়। আমি পরিকল্পনা করে এটা করিনি যে রান হয়ে গেছে বা আমরা জিতে গেছি। আমরা তখন জয়ের খুব কাছাকাছি ছিলাম। ওটা করেছি নিজেকে এই প্রেরণাটুকু দেওয়ার জন্য যে, আর মাত্র একটা ধাপ বাকি। সেটা পার হতে পারলেই জয় আমাদের। আপনার মনে আছে কিনা, ঢাকায় এশিয়া কাপে যখন পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা হচ্ছিল, জয়ের জন্য ১০ রান বাকি থাকতে সামির বলে রিয়াদ ভাই স্ল্যাশ করে পয়েন্ট দিয়ে চার মারলেন। তখন কিন্তু তিনিও একই কাজ করেছিলেন। শূন্যে একটা ঘুষি মারা বা এ রকম কিছু করা...এর মানে আমরা লক্ষ্যের খুব কাছে চলে এসেছি। এটা তাৎক্ষণিক এসে যায়। এর সঙ্গে উৎসব করার কোনো সম্পর্ক নেই।

● *আপনার আউটটা নিয়ে সর্বত্রই অনেক সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু আপনি নিজে এ নিয়ে তেমন কিছু বলেননি। মানুষের কথা শুনে, ফেসবুক দেখে কী প্রতিক্রিয়া হতো আপনার?*

মুশফিক : মানুষের বলাটা স্বাভাবিক। আমিও তো বলি...ওটা মূলত আমার ভুল ছিল। আমার কারণেই বাংলাদেশ দল হেরেছে, দলের ক্ষতি হয়েছে। আমি এ জন্য দুঃখিত। ভবিষ্যতে এ রকম পরিস্থিতি এলে আমি পরিস্থিতিটা আরও ভালোভাবে সামলানোর চেষ্টা করব।

● *আপনি আউট হয়ে যাওয়ার পরও জয়ের একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যখন দেখলেন মাহমুদউল্লাহ এবং শুভাগতও জেতাতে পারলেন না, তখন কি নিজেকেই বেশি অপরাধী মনে হয়েছে?*

মুশফিক : তা তো অবশ্যই। খারাপ তো লেগেছেই। শেষ পর্যন্ত যে এ রকম হবে, সেটা আমরা ভাবতেও পারিনি। রিয়াদ ভাই যখন আউট হলেন, এমনকি ধোনি যখন বলটা ধরল, তখনো ম্যাচ আমাদের হাতে। অন্তত টাই হতে পারত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা হয়নি।

● *ওই ম্যাচের পর আপনি অস্বাভাবিক রকমের চুপ হয়ে গেলেন। সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। এমনকি প্রিমিয়ার লিগে সেঞ্চুরি করার পরও কথা বলতে চাইলেন না। নিজেকে এ রকম গুটিয়ে ফেলার বিশেষ কোনো কারণ?*

মুশফিক : এড়িয়ে চলা ঠিক না। আমি মানুষ যেহেতু, একটা খারাপ সময় যেতেই পারে। ভারত ম্যাচে আমার আউট নিয়ে অনেক কথা হচ্ছিল। ওই সময় সাংবাদিক বা অন্য কারও সঙ্গে এসব নিয়ে কথা না বলে আমি চেষ্টা করেছি কাজে মনোনিবেশ করতে। আমি গিয়ে হয়তো বলতাম আমি এটা করব, ওটা করব বা ওটা আমার টার্গেট। তার চেয়ে ভালো আমি আমার কাজটা করি। সেটার ফল যদি মাঠে দিতে পারি, তাই বরং ভালো। এ জন্যই চেষ্টা করি এগুলো থেকে একটু দূরে থাকতে। আমি যেন আমার আসল কাজটা ঠিকভাবে করতে পারি। আল্লাহর রহমতে প্রিমিয়ার লিগে বেশ ভালো শুরু করেছিলাম। মাঝের দিকে হয়তো কয়েকটা ম্যাচে ভালো হয়নি। কিন্তু এত খারাপ খেলেও আমি ৪৫-এর বেশি গড়ে ৫৯৬ রান করেছি। খুব বেশি খারাপ না তো! তবে আমি চেষ্টা করেছি আরও বেশি রান করতে।

● *নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখেই তাহলে মনোযোগটা ফিরে পেলেন?*

মুশফিক : স্বাভাবিক...কথা বললে সবাই এই প্রশ্নগুলোই জিজ্ঞেস করত। আবারও আমার ওটা মনে পড়ত, আবারও খারাপ লাগত। খারাপ লাগাটা সব সময়ই থাকে, তবে আমি চেষ্টা করেছি আমার ফোকাসটা যেন বর্তমানে থাকে।

● *সবাই তো বলে মুশফিকুর রহিম অভিমানী মানুষ। সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়েই নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন...*

মুশফিক : পৃথিবীর কোন মানুষ আছে যার সমালোচনা শুনলে খারাপ লাগে না? খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। তাই বলে এটা নয় যে সে জন্যই আমি দূরে ছিলাম। দূরে থাকার ওই একটাই কারণ ছিল, যেটা বললাম। আমি যেন আমার কাজে মন দিতে পারি। মুখে না বলে যেন কাজে প্রমাণ করতে পারি। সেটাই চেষ্টা করেছি। লক্ষ্য অনেক বড় ছিল, সেটা পুরোপুরি পূরণ হয়নি। তবে যা হয়েছে তা-ও খুব খারাপ নয় মনে হয়।

● *রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ এই ব্যাপারগুলো আপনার নাকি একটু বেশিই। এমনকি খেলোয়াড়দের কাছ থেকেও তা শোনা যায়। এটা কি ঠিক নাকি মানুষ আপনাকে ভুল বোঝে?*

মুশফিক : মানুষ তো অবশ্যই ভুল বুঝছে। বিশেষ করে আমার সঙ্গে যারা থাকে তারাও যদি এত দিনে আমাকে না চিনে থাকে, এর চেয়ে খারাপ কিছু আর হতে পারে না। তবে এটা ঠিক, সমালোচনা করলে খারাপ লাগেই। আমি সেগুলো সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করি। খারাপ খেলার পর যখন সমালোচনা হয় সেটা অনেক দিন মনে রাখি। কারণ ভুল কিছু করলে আমাকে তা শোধরাতে হবে। সে জন্য আমি নিজেও সব সময় নিজের সমালোচনা করার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছু সময় কোনো কারণ ছাড়াই সমালোচনা হয়। তখন খারাপ লাগে। যারা আমাকে জানে, এত বছর ধরে দেখছে—তারা যখন উল্টো কথাগুলো বলে তখন ভালো লাগে না। তখন আসলেই মনে হয় যে কারও সঙ্গে কথা বলব না। খেলাটা তো আমার একটা কাজ। আমার এই কাজটাকে যদি কেউ অন্য দিক থেকে খারাপ করার চেষ্টা করে, তাহলে তো আমার কোনো উপায় নেই! আমি কেন তাকে সময় দেব বা তার সঙ্গে কেন কথা বলব? তার চেয়ে ভালো আমার কাজটাই আমি করি।

● *কখনো কি এ রকম হয়েছে যে কেউ কোনো কারণ ছাড়াই আপনাকে নিয়ে উল্টাপাল্টা বলেছে বা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে?*

মুশফিক : অনেকবারই হয়েছে। আমার আর রিয়াদ ভাইয়ের আত্মীয়তা নিয়ে অনেক কাহিনিই বলা হয়েছে, যেসব একজন খেলোয়াড়ের জন্য খুবই অসম্মানজনক কথা! এটা আমার নিজের দল না, আমার বাবারও দল না যেখানে আমি আমার ভাইকে খেলাব, ছেলেকে খেলাব, চাচাকে খেলাব বা আমার শ্বশুরকে খেলাব। এটা বাংলাদেশ দল, আমি অধিনায়ক। আমি কীভাবে আমার দেশের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি? তাহলে তো আমাকে দলেই নেওয়া উচিত না। এই জিনিসগুলো নিয়ে যখন কথা উঠল, তখন আমার মনে হয়েছে আসলে জীবনেও কারও সঙ্গে কথা বলা ঠিক না। এত দিন কষ্ট করার পর, সৎ থাকার পরও যদি কেউ আমাকে এতটুকু সম্মান দিতে না পারে তাহলে তো আমার দরকার নেই তার সঙ্গে কথা বলার।

● *কিন্তু খেলোয়াড়দের জীবনই তো এ রকম। নেতিবাচক সমালোচনা হবে, আবার ভালো খেললে প্রশংসায় ভাসবেন। দুই ক্ষেত্রেই হয়তো অনেক সময় বাড়াবাড়ি হয়। তবু এত দিনে কি এসবের সঙ্গে আপনার অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল না?*

মুশফিক : আমার তো উল্টো প্রশ্ন! সবাই যদি এ রকম হবে তাহলে কেন আমাদের বাংলাদেশ বদলায় না? কেউ ভালো করলে তাকে এক শ ফুট ওপরে না তুলে এমন জায়গায় রাখেন সে যেন সেই অবস্থানটা ধরে রাখতে পারে। আবার কাউকে খুব নিচেও নামাবেন না। একজন খেলোয়াড় তো একদিনে তৈরি হয় না। অন্য দেশে কী রকম জানি না। তবে আমাদের দেশেই এটা বেশি হয়। মানুষ হিসেবে কাউকে খারাপ কিছু করতে দেখলে কি আমি বলব, ‘আমার বড় ভাই করছে। আমিও করি। সমস্যা কী?’ কেন এটা হবে? পরিবর্তনটা আমিই আনি না! অন্তত চেষ্টা করে দেখি। সেটা তো আমি খুব মানুষের মধ্যেই দেখি। আমি তাই চেষ্টা করি নির্দিষ্ট কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলতে। এ ছাড়া আমি অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে স্বচ্ছন্দবোধ করি না। কারণ, খেলা আর যত বছরই খেলি আমি চেষ্টা করি মানুষ হিসেবে যেন আমি ভালো থাকতে পারি। আমার পরিবার আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে সেটা মেনে চলার চেষ্টা করি। এমন কারও সঙ্গে ওঠাবসা করতে চাই না যে মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে জানে না।

● *ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের প্রকাশগুলো অনেক তীব্র হয় আপনার। ২০১১ সালে জিম্বাবুয়ে সফরে আপনি সেঞ্চুরি করার পরও দল হেরে গিয়েছিল। ড্রেসিংরুমে ফিরে কেঁদেছিলেন। ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কারও আনতে যাননি। এ রকম আরও ঘটনা আছে। এসব তো আপনার জন্যই ক্ষতিকর...*

মুশফিক : আবেগ ছাড়া মানুষ কিছুই করতে পারে না। তবে অবশ্যই এটার একটা মাত্রা থাকা উচিত। কখনো কখনো আমার হয়তো এটাতে নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আর এ জন্যই আমি মানুষ। তবে গত কয়েক বছরের তুলনায় এখন আমি আমার আবেগ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এনেছি। অনেক পরিণত হয়েছি। ভবিষ্যতে ও রকম পরিস্থিতি হলে আরও পরিণত আচরণ করার চেষ্টা করব।

রুবেলের তূণে নতুন তির

ক্রীড়া প্রতিবেদক

গতি আর ইয়র্কারই তাঁর মূল অস্ত্র। কিন্তু রুবেল হোসেন চাইছেন ভান্ডারটা আরও সমৃদ্ধ করতে। বাংলাদেশ দলের এই পেসার তাই কাজ করছেন নতুন ডেলিভারি ‘বাটারফ্লাই’ নিয়ে।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ‘এ’ দলের চার দিনের ম্যাচে ২ ওভার ৫ বল করে রুবেল চোট পান বাঁ পায়ের পেশিতে। সফর অসমাপ্ত রেখে তাঁকে ফিরে আসতে হয় দেশে। গত ডিসেম্বরে সিলেট সুপারস্টারসের হয়ে বিপিএলে ৬টি ম্যাচ খেলে চোটে পড়েন আবারও।

প্রায় পাঁচ মাসের পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া শেষে এপ্রিলে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ দিয়ে ফিরেছেন রুবেল। পুনর্বাসন চলার সময় নিজেকে ফিরে পাওয়ার লড়াই তো ছিলই, রুবেল চেষ্টা করেছেন তূণে নতুন তির যোগ করতে। সেই চেষ্টারই ফল বাটারফ্লাই ডেলিভারি। এটি নিয়ে স্লগ ওভারে সাফল্য পাওয়াই রুবেলের লক্ষ্য, ‘ডেলিভারিটা নিয়ে অনেক দিন ধরে অনুশীলন করছি। যদিও আমার সাইড আর্ম অ্যাকশনের জন্য এটা করা কঠিন। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি। অফ কাটার, ইয়র্কার, গতির সঙ্গে যদি অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে পারি স্লগ ওভারে আমার জন্য ভালো হবে।’

রুবেল সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন গত বছরের জুলাইয়ে। চোটের কারণে দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকা এই ফাস্ট বোলার কি পারবেন আগের ধার রাখতে? যদিও তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করছে প্রাইম ব্যাংকের হয়ে সর্বশেষ প্রিমিয়ার লিগের পারফরম্যান্স। ১৫ ম্যাচে ১৯ উইকেট নিয়ে দলের সফলতম বোলার হয়েছেন। রুবেলের দাবি, পূর্ণ ছন্দেই বোলিং করেছেন লিগে, ‘আমার মূল শক্তি হচ্ছে জোরে বোলিং করা, ইয়র্কার দেওয়া। বোলিংয়ে গতি বাড়াতে অনেক পরিশ্রম করছি। আগের গতিটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছি। আমার মনে হয় না গতি কমেছে। প্রিমিয়ার লিগে মনে হয়েছে ভালো গতিতেই করেছি।’

এক সপ্তাহের জন্য বিসিবির হাইপারফরম্যান্স (এইচপি) ইউনিটের পেসারদের পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে এসেছেন আকিব জাভেদ। আগামীকাল থেকে জাতীয় দলের পেসারদের নিয়ে কাজ শুরু করবেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার। আকিবের ক্লাসে নতুন কিছু শিখতে চান রুবেল, ‘স্লগ ওভারে পাকিস্তানি বোলাররা খুব ভালো। বিশেষ করে রিভার্স সুইং তারা খুব ভালো করে। সেদিক দিয়ে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার থাকবে।’

অনেক দিন ধরে ঝুলে আছে বিসিবির পেস বোলিং কোচের নিয়োগের বিষয়টি। একজন পেসার হিসেবে বোলিং কোচের প্রয়োজনীয়তা ভীষণ অনুভব করেন রুবেল, ‘আমাদের জন্য বোলিং কোচ খুবই দরকার। কোচ থাকলে নতুন অনেক কিছু শেখা যায়। পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে বিভিন্ন কোচের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছি। তবু অনেক নতুন কিছু শেখার থাকে।’

সমস্যাটা সৌম্য বুঝতে পারছেন

ক্রীড়া প্রতিবেদক

২০১৫ সালটা দুর্দান্ত গেলেও এ বছর প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো খেলতে পারেননি সৌম্য সরকার। জাতীয় দলের হয়ে ব্যর্থতা তো ছিলই, গত মাসে শেষ হওয়া ঢাকা প্রিমিয়ার লিগও রাঙাতে পারেননি এই বাঁ হাতি ওপেনার। মুদ্রার অন্য পিঠটা দেখার পর সৌম্য বুঝতে পারছেন, সমস্যাটা কোথায়। এখন তিনি সেই সমস্যার সমাধানের খোঁজে।

গত বিশ্বকাপে নিজেকে দারুণভাবে চিনিয়েছিলেন সৌম্য। এর পর ৫০ ওভারের ক্রিকেটে জাতীয় দলের হয়ে নিয়মিত আলো ছড়িয়েছেন। ১৬ ওয়ানডেতে ৪৯.৪২ গড়ে ১ সেঞ্চুরি ও ৪ হাফ সেঞ্চুরিতে তাঁর ৬৯২ রান, সে কথাই বলছে। কিন্তু সৌম্য ফর্মটা টেনে নিতে পারেননি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে। ১৯ ম্যাচে ১৫.৭৩ গড়ে রান ২৯৯। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম সংস্করণে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিলেন সৌম্য, ‘টি-টোয়েন্টি অনেক দিন খেলেছি। চেষ্টা করছি এই সংস্করণে ভালো করতে। তবে আমি সফল হতে পারিনি। ভুলের সংখ্যা বেশি ছিল।’

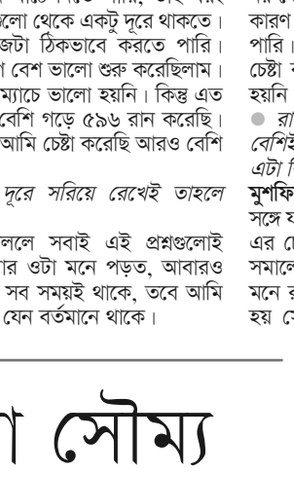

আবার স্বরূপে ফেরার অপেক্ষায় সৌম্য ● ছবি : প্রথম আলো

কিন্তু প্রিমিয়ার লিগ ছিল ৫০ ওভারের ক্রিকেট। তা ছাড়া এই সংস্করণটা তাঁর প্রিয়। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, এখানেও সাফল্য পাননি। ১৫ ম্যাচে ২৩.২৬ গড়ে করেছেন ৩৪৯ রান। প্রিমিয়ার লিগে ভালো করতে না পারার ব্যাখ্যাটা সৌম্য দিলেন এভাবেই, ‘প্রিমিয়ার লিগ শুরু হলো। এটা আরেকটা সংস্করণ। যদিও একদিনের ক্রিকেট আমার প্রিয় সংস্করণ। তারপরও টি-টোয়েন্টির কারণে ছন্দটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ছন্দে ফিরতে প্রিমিয়ার লিগে কিছু পরিবর্তনও এনেছিলাম, যেমন—একটু ধীরে খেলা। পরে চিন্তা করে দেখেছি আগে যেভাবে খেলতাম, ওটাই ভালো ছিল। আবারও সেভাবে খেলার চেষ্টা করেছি। প্রিমিয়ার লিগের শেষ দিকে কিন্তু ভালোই করছিলাম। যে ভুলগুলো করেছি, সামনে লক্ষ্য থাকবে সেগুলো সংশোধন করা।’

সৌম্যকে অবশ্য আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে প্রিমিয়ার লিগে তাঁর ৮৪.৪৭, ৪০ রানের তিনটি ইনিংস। তবে নিজের ভুলটা চিহ্নিত করতে পারাটা একটা বড় স্বস্তি। এখন তাঁর লক্ষ্য, সামনে ইংল্যান্ড-সিরিজের আগে স্বরূপে ফেরা, ‘পরবর্তী খেলা ওটাই। এই সিরিজে আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। ওয়ানডেতে সুযোগ পেলে অবশ্যই আমাকে ভালো খেলতে হবে।’

সিদ্দিকুরের মন বদলে দিলেন মনোবিদ

ক্রীড়া প্রতিবেদক

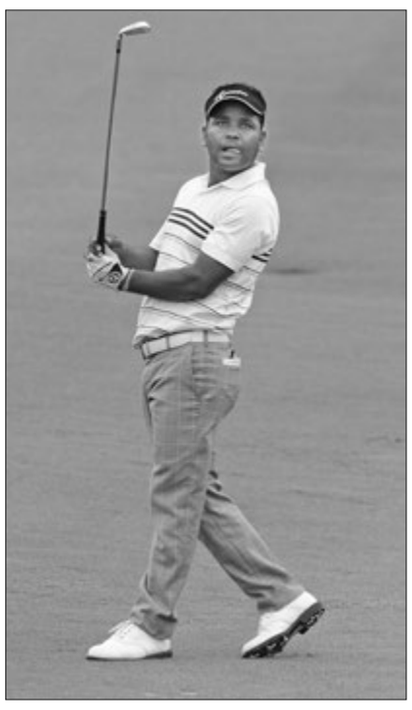

কুর্মিটোলার গলফ কোর্সে ধ্যানমগ্ন সিদ্দিকুর রহমান। টি-অফ করার আগে খানিকক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুকভরে একটা শ্বাস ছাড়লেন। পাশে দাঁড়ানো মনোবিদ আলী খান কিছু একটা বলতেই টি-অফ করলেন। পরের শটেই বার্ডি! হাততালি দিয়ে উঠলেন ক্যাডি, বলবয়সহ জনা দশেক দর্শক।

তীরে গিয়ে তরি ডোবানোর অভ্যাসটা বেশ পুরোনো সিদ্দিকুরের। স্নায়ুচাপে ভেঙে পড়া সিদ্দিকুরের এই রোগ সারাতে কাল সকালে কানাডা থেকে এসেছেন মনোবিদ আলী খান। মনোবিদের শরণে কাল বিকেলে ঘণ্টা খানেক কুর্মিটোলা কোর্সে কাজ করেছেন সিদ্দিকুর। ২ আগস্ট ভোর ছয়টায় রিওর উদ্দেশে ঢাকা ছেড়ে গেছেন দেশসেরা গলফার। যাওয়ার আগে মনোবিদের শরণাপন্ন সিদ্দিকুরকে লাগছিল নির্ভার। এখন রিও অলিম্পিকে সিদ্দিকুর নির্ভার খেলতে পারলেই ভালো!

থাইল্যান্ডে কিংস কাপে খেলে ১ আগস্ট দুপুরে দেশে ফিরেছেন সিদ্দিকুর। বিমানবন্দর থেকে বাড়িতে ফিরে এতটুকু বিশ্রামের সুযোগ পাননি। ব্যাগ-পত্তর রেখে সোজা কুর্মিটোলা গলফ কোর্সে চলে আসেন। সেখানে অপেক্ষায় ছিলেন আলী খান। কানাডাপ্রবাসী এই মনোবিদের সঙ্গে অলিম্পিকে যাওয়ার আগে সমস্যাগুলো নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করলেন।

কিংস কাপে কাট মিস করায় আগেই ফিরে আসতে হয়েছে সিদ্দিকুরকে। কাল কুর্মিটোলা কোর্সে মনোবিদকে পেয়ে মজা করে বলছিলেন, ‘ভাগ্যিস কাট মিস করেছিলাম!’ কিংস কাপে বাজে পারফরম্যান্স তাহলে শাপেবর হয়েছে! কানাডাপ্রবাসী মনোবিদের পরামর্শ নিচ্ছেন গত ফেব্রুয়ারি থেকে, তবে সরাসরি কোর্সে দাঁড়িয়ে সমস্যাগুলোর খুঁটিনাটি কখনোই তুলে ধরতে পারেননি। আলী খান বাংলাদেশে আসায় সেই সুযোগটা এবার পেয়েছেন সিদ্দিকুর, ‘গত ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁর সঙ্গে কাজ করছি। কখনো ফোনে, কখনো বিদেশে কোথাও বসে। কিন্তু আজ সরাসরি কোর্সে পেয়ে ভালো লাগছে। আমি সত্যি ভাগ্যবান। আমিও কাট মিস করলাম, উনিও এলেন। কীভাবে যেন সব মিলে গেল!’

আলী খান সিদ্দিকুরের সমস্যাগুলো, টি-অফের আগের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। এরপর সিদ্দিকুরকে বললেন, ‘আপনার ক্যারিয়ারের সেরা শটের কথা একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন। তারপর শট নেন।’ মাত্র এক ঘণ্টা মনোবিদের সঙ্গে কাজ করেই যেন হাতেনাতে ফল পেলেন সিদ্দিকুর। নিজের পারফরম্যান্সের উন্নতির কথা বললেন অনুশীলন শেষে, ‘এর আগে ফ্লোরিডায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে ৯ ঘণ্টার একটা সেশন করেছিলাম। তবে এখানে অল্প সময় কাজ করেই খেলায় বড় পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি। আমি যা যা করি উনি সেটাকে শুধু একটু বদলে দিচ্ছে। আমাকে উনি এমন কিছু বলছেন, এতেই শতভাগ নজর চলে যাচ্ছে খেলায়।’

নিজের সমস্যাগুলো শোধরাতে এর আগে ভারতীয় সুইং কোচ ও মনোবিদের কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছয় মাস কাজ করার পরও তেমন আশাব্যঞ্জক উন্নতি ছিল না। এরপরই ফেডারেশনের কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সেলিম সিদ্দিকুরকে এই মনোবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। যিনি এর আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সঙ্গেও কাজ করেছেন।

বাংলাদেশি মনোবিদ পেয়ে ভালোই সুবিধা হয়েছে বলে জানালেন সিদ্দিকুর, ‘আলী ভাইয়ের ব্যাপারে বড় সুবিধা হচ্ছে উনি বাংলাদেশি। তাঁকে বাংলায় বারবার প্রশ্নগুলো করতে পারছি। বিদেশিদের কথাগুলো ততটা আত্মস্থ করতে পারতাম না। অনেক সময় সব বুঝতামও না। এখন কোনো কিছু না বুঝলে উনি বাংলাতে বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এটা অনেক বড় সুবিধা।’

আলী খানও দারুণ আশাবাদী সিদ্দিকুরকে নিয়ে, ‘আমি জোর গলায় বলতে পারব না যে পদক জিতবেন। তবে আমার মনে হয় এটা বলার সময় এসেছে যে, তিনি তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা ম্যাচ খেলবেন অলিম্পিকে। এটাই আমাদের চাওয়া এবং লক্ষ্য।’

সিদ্দিকুর রহমান

ব্রেট লি হতে পারবেন ইবাদত?

ইবাদত হোসেন চৌধুরী

ক্রীড়া প্রতিবেদক

পেসার হান্ট কর্মসূচিতে দ্রুততম বোলার হওয়ার পরই স্বপ্নটার কথা জানিয়েছিলেন ইবাদত হোসেন চৌধুরী। হতে চান ব্রেট লির মতো গতিময় বোলার। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে কতটা এগোলেন তিনি?

১৭ জুলাই থেকে শুরু হওয়া বিসিবির হাইপারফরম্যান্স (এইচপি) স্কোয়াডে সুযোগ পেয়ে ইবাদত পা দিয়েছেন স্বপ্নযাত্রার প্রথম ধাপে। দলের অন্যদের মতো লিস্ট ‘এ’ কিংবা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। এমনকি ভাঙেননি বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের সিঁড়িও। এইচপিতে সুযোগ মিলেছে ফাস্ট বোলার অন্বেষণ কর্মসূচিতে প্রথম হওয়ার সনদ পেয়েই। অবশ্য স্কোয়াডে থাকা আরেক পেসার নূর আলম সাদ্দামও এসেছেন পেসার হান্ট থেকে। তবে তিনি গত ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন ব্রাদার্সের হয়ে, ১০ ম্যাচে নিয়েছেন ১১ উইকেট।

ইবাদতের সুযোগ পাওয়াটা ব্যতিক্রম বলতে হবে আরও একটি কারণে। চাকরি করেন বিমানবাহিনীতে। চাকরির ফাঁকেই ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়া। বছর দুয়েক আগে একবার সুযোগ পেয়েছিলেন জাতীয় দলের নেটে। কদিন বোলিংয়ের পর নজর কাড়েন হিথ স্ট্রিকের। বাংলাদেশের সাবেক এই পেস বোলিং কোচ তাঁকে নিয়মিত আসতেও বলেছিলেন। কিন্তু তখন অনুমতি মেলেনি বিমানবাহিনী থেকে। তবে তাঁকে পেসার হান্টে আবার অংশ নিতে দেয় বিমানবাহিনী। নিজের প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাই তাঁর অশেষ কৃতজ্ঞতা, ‘বিমানবাহিনী প্রধান আবু এসরারসহ শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কর্মকর্তা আমাকে ভীষণ সাহায্য করেছেন। স্কোয়াড্রন লিডার রাজিব ও হাফিজ স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালেই নয়।’

পেসার হান্টে সর্বোচ্চ গতিতে (ঘণ্টায় ১৩৯.৯ কিলোমিটার) বোলিং করা ইবাদত পরে পেস বোলিং কোচ সরওয়ার ইমরানের অধীনে সুযোগ পান দুই সপ্তাহ কাজ করার। এরপর একটা বিরতি। তবে বসে থাকেননি, ‘আমার দুটি সমস্যা ছিল। এইচপিতে সুযোগ পাওয়ার আগে ইমরান স্যারের নির্দেশনা অনুযায়ী চাকরির ফাঁকে ফাঁকে কাজ করেছি সমস্যাগুলো নিয়ে।’

এইচপিতে যোগ দেওয়ার পর শুধু গতি নয়, আরও নতুন কিছু যোগ করার চেষ্টা করছেন ইবাদত, ‘এইচপি শুরুর প্রথম কদিন ফিটনেস নিয়ে কাজ করেছি। এরপর শুরু হয়েছে বোলিং। আমার বোলিং ভিডিও করে বাবুল স্যার (মিজানুর রহমান) বলেছেন, তেমন কোনো সমস্যা নেই। তা ছাড়া নতুন বলে গতি আরও বাড়ানো কিংবা পুরোনো বলে রিভার্স সুইংটা কীভাবে নিখুঁত করা যায়, এসব নিয়ে কাজ করেছি।’

এইচপিতে যোগ দেওয়ার পর প্রতিনিয়ত ইবাদত সঞ্চয় করছেন নতুন অভিজ্ঞতা। আগে কখনো এভাবে অনুশীলন করা কিংবা থাকা হয়নি একাডেমিতে। অভিজ্ঞতা যত বাড়ছে, আত্মবিশ্বাস যেন ততই বাড়ছে মৌলভীবাজার থেকে উঠে আসা ২২ বছর বয়সী এই পেসারের, ‘জাতীয় দল কিংবা জাতীয় দলের আশপাশে থাকা অনেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলছি। সবাই নানাভাবে সহায়তা করছে। অনেক কিছু শিখছি।’

শেখার এই পর্বটা শেষ করে ইবাদত খেলতে চান সেপ্টেম্বরে শুরু বিসিএলে। এভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে চান সামনে।

তেষট্টি পেরিয়ে ববিতা

বিনোদন প্রতিবেদক

দেশীয় চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তিনি। পরিবার ও কাছের মানুষের কাছে তিনি ফরিদা আক্তার পপি। চলচ্চিত্রজগতে শুরুর দিকে তাঁর নাম ছিল 'সুবর্ণা'। জহির রায়হানের *জ্বলতে সুরজ কে নিচে* ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে তাঁর নাম হয়ে যায় 'ববিতা'। সেই থেকে এখনো তিনি ববিতা নামেই দেশ-বিদেশের মানুষের ভালোবাসা অর্জন করে নিয়েছেন। ৩০ জুলাই ছিল তাঁর ৬৩তম জন্মদিন।

প্রথম আলোকে ববিতা বলেন, 'গত কয়েক বছর কানাডায় ছেলে অনিকের সঙ্গে জন্মদিন পালন করেছি। এবার সে সঙ্গে নেই। ওকে খুব মিস করেছি। তবে স্কাইপেতে কথা হয়েছে। পরিচিত জন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দুপুরের পর বাসায় এসেছিলেন বিশেষ কয়েকজন অতিথি। তাঁদের সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছি।'

ববিতা বলেন, 'বেশ কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থা ডিসট্রেসড চিলড্রেন অ্যান্ড ইনফ্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল-এর (ডিসিআইআই) শুভেচ্ছাদূত হিসেবে কাজ করছি। সংস্থাটি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে কাজ করে। জন্মদিনে এই শিশুরাও আসে। তাদের সঙ্গে আড্ডা দিই, খাওয়াদাওয়া করি। জন্মদিনে ওরা আমাকে গান শোনায়, নাচ করে। ওদের পড়ালেখার খবর জানায়।'

দেশের চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এই অভিনেত্রী বলেন, 'দেশের চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমি চিন্তিত। ডিজিটালের নামে বাংলাদেশি সিনেমা যে কোন দিকে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি না। সেই পুতুল খেলার বয়সে আমি অভিনয়ে যুক্ত হয়েছি। কাজ নিয়ে সিরিয়াস ছিলাম। অনেকে হয়তো ভাবেন, সিনেমায় অভিনয় করে আমি অনেক টাকা কামাব। আমার ভেতরে সে রকম কোনো ব্যাপার কখনো কাজ করেনি।

১৯৫৩ সালের ৩০ জুলাই বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই অভিনেত্রী। বাবা-মা চেয়েছিলেন, তাঁদের মেয়ে যেন বড় হয়ে চিকিৎসক হন। বড় বোন সুচন্দার অনুপ্রেরণায় চলচ্চিত্রে নাম লেখান তিনি। ১৯৬৮ সালে জহির রায়হানের *সংসার* ছবিতে শিশুশিল্পী হিসেবে রুপালি পর্দায় তাঁর অভিষেক হয়। এতে ববিতা অভিনয় করেন রাজ্জাক-সুচন্দার মেয়ের চরিত্রে।

সত্যজিৎ রায়ের *অশনি সংকেত* ছবিতে অনঙ্গ বউ চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান ববিতা। চার দশকেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে গ্রামীণ, শহুরে কিংবা সামাজিক অ্যাকশন—সব ধরনের ছবিতেই ববিতা ছিলেন সাবলীল। সত্তর ও আশির দশকে তরুণ-তরুণীদের কাছে তিনি ছিলেন ভীষণ জনপ্রিয়। তাঁর ফ্যাশন-ভাবনা তরুণীদের প্রভাবিত করত।

বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে ববিতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেন। তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যা আড়াই শরও বেশি। এর মধ্যে *বাঁদী থেকে বেগম* (১৯৭৫), *নয়নমণি* (১৯৭৬), *বসুন্ধরা* (১৯৭৭), *রামের সুমতি* (১৯৮৫) ও *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৯৬) ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

ববিতা অভিনীত আরও উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে *শেষ পর্যন্ত*, *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী*, *আলোর মিছিল*, *ডুমুরের ফুল*, *গোলাপী এখন ট্রেনে*, *সুন্দরী*, *অনন্ত প্রেম*, *লাঠিয়াল*, *এক মুঠো ভাত*, *ফকির মজনু শাহ*, *সূর্যগ্রহণ*, *এখনই সময়*, *কসাই*, *জন্ম থেকে জ্বলছি*, *পেনশন*, *দহন*, *চণ্ডীদাস ও রজকিনী*, *প্রতিজ্ঞা*, *টাকা আনা পাই*, *স্বরলিপি*, *তিন কন্যা*, *মিস লংকা*, *জীবন পরীক্ষা*, *জীবন সংসার* ও *লাইলি মজনু*।

বেশ কিছু সিনেমার প্রযোজনাও করেছেন গুণী এ অভিনেত্রী। তাঁকে সর্বশেষ দেখা যায় ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া *পুত্র এখন পয়সাওয়ালা* সিনেমায়। এরপর বেশ কিছু সিনেমার প্রস্তাব পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছেন।

অনেক দিন ধরে নতুন ছবিতে কাজ করছেন না ববিতা। এখন সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ে তাঁর সব ব্যস্ততা। একমাত্র ছেলে অনীক কানাডায় পড়াশোনা করেন, তাই প্রায়ই সেখানে যেতে হয় তাঁকে।

ববিতা

কিছুই হতে চাননি আফজাল!

বিনোদন প্রতিবেদক

অভিনেতা, নির্মাতা, লেখক ও চিত্রশিল্পী—অনেক গুণ আফজাল হোসেনের। বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিনয় দিয়ে দর্শকহৃদয় জয় করেছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাংলাদেশের গুণী এই মানুষটি নাকি জীবনে কিছুই হতে চাননি। গত ২৯ জুলাই রাতে চ্যানেল আইয়ের ছাদ ঘরে ঢাকা থিয়েটারের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং আফজাল হোসেনের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন।

১৯ জুলাই ছিল বাংলাদেশের গুণী অভিনয়শিল্পী আফজাল হোসেনের জন্মদিন। নানা কারণে সেদিন আফজাল হোসেনের বন্ধুবান্ধবেরা তাঁর জন্মদিন পালন করতে পারেননি। তাঁর নাটকের দল ঢাকা থিয়েটারের পরিকল্পনায় ২৯ জুলাই পালন করা হয় আফজাল হোসেনের জন্মদিন।

আফজাল হোসেন বলেন, 'জীবনে আমি কিছুই হতে চাইনি। কিছু আশাও করিনি। এ কথাটা যখন বলি, অনেকেই আমাকে বলে, কথাটা বলা ঠিক নয়। বহুকাল আগে আমার লেখক বন্ধু ইমদাদুল হক মিলন বলেছিল, "জীবনের সব সত্য উচ্চারণ না করলেও চলে।" সে কথার ব্যাখ্যাও সে দিয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল, "তুমি যদি তোমাকে সিরিয়াসলি না নাও, মানুষ তোমাকে সিরিয়াসলি নেবে কেন?" সেদিন আমি এই কথার অর্থটা বুঝিনি। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি।'

আফজাল হোসেন বলে চলেন, 'আমার অন্তর যখন যেদিকে আমাকে চালিত করেছে, আমি কোনো হিসাব না করে সে পথে হেঁটেছি। আমার সব সময় মনে হয়েছে, পৃথিবীর পথে আমি নাম না-জানা একজন পথিক। আমার নাম-খ্যাতির দরকার নেই। আমি কোনো দিন চাইনি আমার দিকে কারও মনোযোগ আকর্ষিত হোক। কিন্তু প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমার ভাবনা ও কর্মের দিকে মানুষ মনোযোগী হোক—এটা লোভীর মতো চেয়েছি।'

জীবনটাকে একটা উপহার মনে করেন গুণী এই শিল্পী। তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে তো আমি না-ও আসতে পারতাম। যদি এসেই থাকি, প্রতি মুহূর্তে আমি যেন আমাকে উপভোগ করতে পারি—এই চেষ্টা করেছি এবং করছি। আমি বিশ্বাস করি, আমি যদি আমাকে উপভোগ করতে পারি এবং আমার কর্মকে উপভোগ করতে পারি, তবেই আমার কর্মের দিকে যাঁরা দৃষ্টি ফেরাবেন, তাঁরাও তা উপভোগ করতে পারবেন।'

আফজাল হোসেন

জুয়েল আইচ ও সাজু খাদেম

সাজুর টানে বিচারকের আসনে জুয়েল আইচ

বিনোদন প্রতিবেদক

অভিনয়শিল্পী সাজু খাদেম মাঝে মধ্যে উপস্থাপনাও করেন। বিভিন্ন সময় তাঁর উপস্থাপনা মুগ্ধ করেছে অনেককে। এবার সাজুর উপস্থাপনায় মুগ্ধ হয়েছেন নন্দিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ। মুগ্ধ হয়ে তিনি সাজুর উপস্থাপনায় কমেডি বিষয়ক একটি রিয়্যালিটি শো'র বিচারক হতেও রাজি হয়েছেন। *প্রথম আলোর* সঙ্গে আলাপে গত ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় এমন কথা বলেন জুয়েল আইচ নিজে।

এনটিভিতে শুরু হতে যাচ্ছে কমেডি বিষয়ক রিয়্যালিটি শো 'হা শো'র নতুন সিজন। তার আগে এফডিসিতে সেট বানিয়ে চলছে অনুষ্ঠানটির দৃশ্যধারণের কাজ। নতুন মৌসুমে জুয়েল ছাড়াও বিচারক হয়েছেন চিত্রনায়িকা নিপুণ ও কথাবন্ধু মাজহারুল ইসলাম।

জুয়েল আইচ বলেন, 'এই অনুষ্ঠানের গত সিজনের একটি পর্বে আমি অতিথি বিচারক হয়ে এসেছিলাম। দেখলাম, সাজু কীভাবে পুরো অনুষ্ঠানস্থল মাতিয়ে রাখে। তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থাপনা আমাকে মুগ্ধ করে। এরপর এবার যখন আমাকে এই অনুষ্ঠানের বিচারক হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন আমি নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে যাই। এবার বেশ কিছুদিন আমরা কাছাকাছি থাকতে পারব। দারুণ কিছু অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারব।'

জুয়েল আইচ যখন কথাগুলো বলছিলেন তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সাজু খাদেম। মাথা নিচু করে লাজুক ভঙ্গিতে হাসছিলেন তিনি। একটু পর সাজু বললেন, 'জুয়েল ভাই অনেক গুণী একজন শিল্পী ও বড়মাপের মানুষ। এটা পুরোপুরি তাঁর বিনয়। তারপরও তাঁর মতো একজন মানুষের কাছ থেকে প্রশংসাসূচক বাণী শোনা যে কারো জন্য পরম সৌভাগ্যের। চেষ্টা করে যাব, তাঁর কথার মর্যাদা রাখার।'

শিকারি ছবির দৃশ্যে শাকিব খান

কলকাতায় একই দিনে শাকিব ও জয়া

বিনোদন প্রতিবেদক

১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। প্রতিবছরই এ দিনটি ঘিরে বলিউডসহ ভারতের আঞ্চলিক চলচ্চিত্র বাজারগুলো মুক্তি দেয় বছরের সেরা ছবিগুলো। এই সময়টা ভারতীয় চলচ্চিত্র বাজারের জন্য অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। তেমনই একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিনে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে *শিকারি* ও *ঈগলের চোখ*। দুটি ছবিতে অভিনয় করছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় দুই অভিনয়শিল্পী শাকিব খান ও জয়া আহসান।

শিকারি ছবিটির মুক্তি উপলক্ষে কলকাতায় প্রচারাভিযানে নেমেছিলেন শাকিব খান। তিন দিনের ঝটিকা সফর শেষে গত ২৯ জুলাই বিকেলের ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরেন তিনি। বিমানবন্দরে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে কথা হলো তাঁর সঙ্গে। একই দিনে জয়ার ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে মনে করিয়ে দিতেই শাকিব খুব উচ্ছ্বসিত হন। বলেন, 'বাহ্, দারুণ তো! ঘুরেফিরে আমাদের দুজনেরই সিনেমা! এটা আমার কাছে যেমন আনন্দের, ঠিক তেমনি পুরো বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভালো লাগার একটা সংবাদ। আমার পাশাপাশি তাঁর ছবিও মুক্তি পাচ্ছে। আমি চাইব, জয়ার ছবিটি প্রশংসিত হওয়ার পাশাপাশি ব্যবসায়িক সফলতাও পাক। তার জন্য অনেক শুভকামনা।' জয়াকে সু-অভিনেত্রী উল্লেখ করে শাকিব বললেন, 'খুব ভালো একজন অভিনয়শিল্পী জয়া। কাজের ব্যাপারেও সে খুব সিরিয়াস। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে এর প্রমাণ বহুবার পেয়েছি। তার সুখ্যাতির কারণে সবাই তাকে আবারও পছন্দ করবে। নতুন ছবিতেও অভিনয়-দক্ষতা দিয়ে সে আবারও নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে।' *ঈগলের চোখ* ছবিটির পরিচালক অরিন্দম শীল। এই পরিচালকের ছবি দিয়ে কলকাতায় অভিষেক ঘটে জয়ার। অরিন্দম শীল তাঁর এই ছবিতে জয়াকে নেওয়ার ব্যাপারে বলেন, 'জয়া খুবই মেধাবী একজন অভিনেত্রী। যেকোনো চরিত্রকে ধারণ করে ও নিজের মতো করে তা তুলে ধরে।

জয়া আহসান

ছুটি শেষে শুটিংয়ে তিশা

বিনোদন প্রতিবেদক

ঈদের ছুটি? সে তো শেষ হয়েছে অনেক আগে। সাধারণ চাকরিজীবীদের জীবন থেকে সেই ছুটির রেশটাও কেটে গেছে এর মধ্যে। কিন্তু অভিনেত্রী তিশার ছুটিটা এবার একটু দেরিতে শেষ হলো। ঈদ চলে যাওয়ার প্রায় ২০ দিন পর তিনি যোগ দিলেন কাজে। গত ২৭ জুলাই *কাম ব্যাক তমিশ্রা* নামের একটি নাটক দিয়ে কাজে ফেরেন তিশা।

হাবিব জাকারিয়ার রচনা ও অনন্য ইমনের পরিচালনায় এ নাটকে তিশার সহশিল্পী আফরান নিশো। বুধবার সকালে উত্তরার আবদুল্লাহপুরের ৪ নম্বর ব্রিজে শুরু হয় নাটকের শুটিং। এত দিন পর শুটিংয়ে ব্যস্ত তিশার কাছে তাঁর লম্বা ছুটির কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'ঈদের জন্য একটানা অনেকটা সময় কাজ করতে হয়েছে। তাই সেই ধকল কাটিয়ে উঠতে একটু সময় নিলাম। নতুন উদ্যমে আগামী ঈদের জন্য কাজ শুরু করার জন্য একটু সময়ের দরকার ছিল। তা ছাড়া মাঝে কয়েকটা দিন একটু অসুস্থও ছিলাম। তাই ছুটিটা একটু বড় হয়ে গেছে।'

কাম ব্যাক তমিশ্রা দিয়ে কেন ছুটির পর তিশার 'কাম ব্যাক'? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এই নাটক দিয়ে ছুটি শেষে কাজে ফেরার কারণ হলো, এই গল্পের চরিত্রটি নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে। সবচেয়ে মজার দিক হলো, এই নাটকের মধ্যেই একটি নাটক দেখানো হয়েছে।'

ঈদুল আজহার টিভি অনুষ্ঠানমালায় প্রচারের জন্য তৈরি হচ্ছে *কাম ব্যাক তমিশ্রা*। পরিচালক ইমন জানান, আরও দুদিন শুটিং হবে এ নাটকের। এ ছাড়া পর দিন গত ২৮ জুলাই আরেকটি নতুন নাটকের শুটিং শুরু করেছেন তিশা। আবু রায়হানের *দুই পাখি* নামের এই নাটকে তিশার বিপরীতে অভিনয় করছেন জাহিদ হাসান।

কাম ব্যাক তমিশ্রা নাটকের দৃশ্যে তিশা

মোশাররফ করিমের প্রিয় যাঁরা

বিনোদন প্রতিবেদক

জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিমের প্রিয় অভিনেত্রী কে? এই প্রশ্নের জবাবে মোশাররফের উত্তরটা একটু দীর্ঘই।

শুরুতেই বললেন, 'সুবর্ণা আপা তো বটেই (সুবর্ণা মুস্তাফা), নাজমা আনোয়ার (প্রয়াত)। আমি তাঁদের খুবই ভক্ত।'

আর সিনেমায়? মোশাররফ করিম একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'প্রিয় চলচ্চিত্র তারকার মধ্যে আছেন ববিতা ও শাবানা।'

কিছুক্ষণ থেমে তারপর আবার যোগ করলেন, 'ও, আরেকজনের অভিনয় ভালো লাগে। তিনি কবরী। সেকি অভিনয়! এখনো চোখের সামনে ভাসে। কতবার যে তাঁর *সারেং বৌ* ছবিটি দেখেছি। সেকি মায়াময় অভিনয়। এখনো যেন চোখে লেগে আছে।'

মোশাররফ জানালেন, একসময় স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিয়ে সিনেমা হলে প্রিয় তারকাদের ছবি দেখতেন। সময়ের অভাবে এখন আর খুব বেশি ছবি দেখা হয় না। তবে সময় পেলেই ব্যস্ত হয়ে যান তাঁর প্রিয় শিল্পীদের ছবি দেখতে।

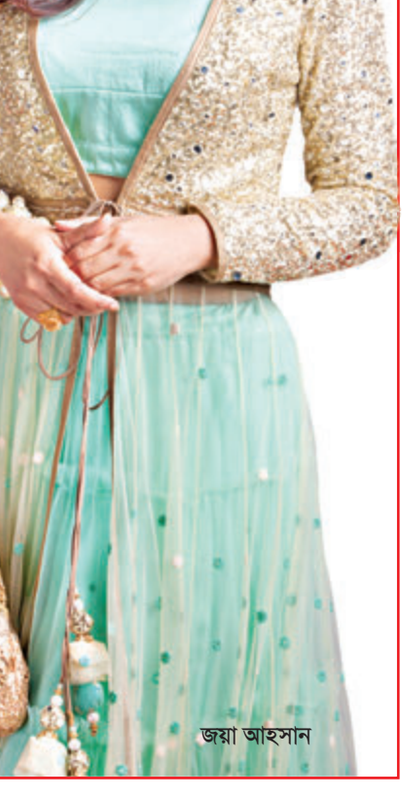

প্রথম আলো

পরিচ্ছন্নতাকর্মী লাগবে বাহরাইনের

সরকারি দপ্তরেও নিয়োগ পাচ্ছেন 'ফ্রি ভিসা'র কর্মী!

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের কিছু মন্ত্রণালয় ও সরকারি কর্তৃপক্ষ কথিত ফ্রি ভিসার কর্মীদের নিয়োগ দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন পার্লামেন্টের একজন সদস্য (এমপি)। বাহরাইনের শ্রম আইনের এই গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এদিকে পরিচ্ছন্নতাকর্মী সংকটে বাহরাইনের বিভিন্ন রাস্তাঘাট ঠিকমতো পরিষ্কার হচ্ছে না। এমন অবস্থায় আরও পরিচ্ছন্নতাকর্মী আনতে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠাগুলোকে বলা হয়েছে।

এমপি আদেল আলআসুমাই গত ৩০ জুলাই এক প্রেস বিবৃতিতে এ গুরুতর অভিযোগ তোলেন। এতে তিনি বলেন, 'কিছু মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করছে। কিন্তু ওই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সেই কাজ সম্পাদনের জন্য অবৈধ শ্রমিকদের নিযুক্ত করছে। এটা বাহরাইনের আইন ও বিধিবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।'

এমপি আলআসুমাই গত বছর গঠিত একটি পার্লামেন্টারি কমিটির প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন। এই কমিটির কাজ হলো কথিত ফ্রি ভিসার কর্মী নিয়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করা। যেসব প্রতিষ্ঠান বাহরাইনের আইন লঙ্ঘন করছে, তাদের জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়ে এমপি আলআসুমাই বলেন, 'সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। ফ্রি ভিসার কর্মী উচ্ছেদে তাদের কাজ করতে হবে। কারণ, এটা আমাদের দেশের জন্য একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক হুমকি।'

বাহরাইনে সড়ক পরিষ্কারে ব্যস্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা • সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

এমপি আলসুমাইয়ের এ বিবৃতি এমন সময়ে এল যখন ফ্রি ভিসার একজন ডুবুরিকে কাজে লাগানো নিয়ে বাহরাইনের বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সমালোচনা উঠেছে। একই পার্লামেন্টারি কমিটির সদস্য এমপি জালাল উদ্দিন দিন কয়েক আগে অভিযোগ করেন, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষ তাদের একটি স্টেশনে পানির নিচের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কথিত ফ্রি ভিসার ওই ডুবুরিকে নিযুক্ত করে।

কথিত ফ্রি ভিসার কর্মী নিয়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করতে এই পার্লামেন্টারি কমিটি ২০১৫ সালের মার্চ মাসে গঠন করা হয়। এ কমিটিতে রয়েছেন এমপি আলমাহফুজ, আনাস বুহিন্দি, হামাদ আলদোসারি, থিইয়াব আলনুআইমি, আলি আলমাকলা, মাজিদ আলআসফুর, মোহসেন আল বকরি, গাজী আলরহমা ও নাসের আলকাসের।

পরিচ্ছন্নতাকর্মী আনার আহ্বান : বাহরাইনের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রশাসনিক এলাকা। এ দুটি এলাকার বিভিন্ন সড়ক এখন যথাসময়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন কাউন্সিলররা। তাঁরা রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার স্বার্থে আরও পরিচ্ছন্নতাকর্মী আনতে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রশাসনিক এলাকার রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেওয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছে স্প্যানিশ কোম্পানি উরবাশের। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে ১৩ জন মেকানিক্যাল স্ট্রিট সুইপার ও ছয় শতাধিক কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন, যাঁদের বেশির ভাগই প্রবাসী।

তবে স্থানীয় কাউন্সিলররা বলছেন, এলাকার রাস্তাঘাট ঠিকমতো পরিষ্কার রাখার জন্য এই সংখ্যক কর্মী যথেষ্ট নয়। দক্ষিণাঞ্চলীয় পৌর কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আহমেদ আল আনসারি বলেন, 'স্প্যানিশ কোম্পানিটি কেবল ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহের ওপর নজর দিচ্ছে। ফলে রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেওয়ার কাজ সুচারুভাবে হচ্ছে না। অনেক স্থানে ঝাড়ুই পড়ছে না। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বিপণিবিতানের আশপাশ ও জনবহুল এলাকা। কোম্পানির অনেক কর্মী থাকলেও তা এসব এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যথেষ্ট নয়।'

উত্তরাঞ্চলীয় পৌর কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আল খোজির অভিযোগ, ময়লার স্তূপ এখন সবার চক্ষুশূলে পরিণত হচ্ছে। তিনি বলেন, গত মাসে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল, তার চেয়ে এখন কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে সড়কগুলো এখনো ঠিকমতো পরিষ্কার করা হচ্ছে না। এখনো দিনের পর দিন ময়লার স্তূপ সড়কে জমে থাকছে। ঝাড়ুদারদের আমি কদাচিৎই রাস্তায় দেখতে পাচ্ছি।'

আরও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগের দাবি জানিয়ে আলখোজি বলেন, 'এক নর্দান প্রশাসনিক এলাকার জন্যই আরও অন্তত ৫০০ কর্মী দরকার। সাউদার্ন প্রশাসনিক এলাকার জন্য সমসংখ্যক নতুন কর্মী নিযুক্ত করতে হবে।'

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন ও গালফ ডেইলি নিউজ।**

সাক্ষাৎ কাতার সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল গানেম বিন শাহিন আলগানেমের সঙ্গে সম্প্রতি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ। এ সময় বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে সামরিক সম্পর্ক আরও উন্নয়ন এবং দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে চিফ অব স্টাফ বাংলাদেশ সফরের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে দূতাবাস সূত্র জানিয়েছে • সৌজন্যে বাংলাদেশ দূতাবাস

পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কাজের সময় পাল্টানোর প্রস্তাব

প্রথম আলো ডেস্ক

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কাজের জন্য নির্ধারিত সময় পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছেন বাহরাইনের একজন কর্মকর্তা। প্রচণ্ড গরমে কর্মীদের সুস্থভাবে কাজের সুযোগ করে দিতেই এ উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

মুহাররাক মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সদস্য এবং এর আর্থিক ও আইনি কমিটির প্রধান গাজি আল মুরবাতি বলেন, পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা সকাল থেকে মধ্যদুপুরের বদলে সন্ধ্যার পরেও ঘণ্টা কয়েক কাজ করতে পারেন। কাউন্সিলের আগামী বৈঠকে এই প্রস্তাব তুলবেন তিনি। ঘরের বাইরে কাজ করতে গিয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অনেকে সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই তাঁদের কাজের সময়সূচি পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রখর সূর্যালোকে গরমও বেশি থাকে। তাই এ সময়ের পরিবর্তে তাঁরা যদি সন্ধ্যায় কাজ করতে পারেন, অসুস্থতার আশঙ্কা কমবে।

আল মুরবাতি আরও বলেন, মানবিক কারণেই পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কাজের সময়সূচি পাল্টানো দরকার, অন্তত জুলাই-আগস্ট মাসের জন্য হলেও। প্রচণ্ড তাপমাত্রায় বাইরে কাজ করলে তাঁদের সুস্থ থাকা কঠিন।

শ্রম ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এ প্রস্তাব সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ৭০ কর্মীর ধর্মঘট

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে অন্তত ৭০ জন শ্রমিক ধর্মঘট পালন করেছেন। এই শ্রমিকেরা সবাই ভারতীয় নাগরিক। হিদ এলাকার একটি কেমিক্যাল ও মেরিন সার্ভিসে কাজ করেন তাঁরা।

এই শ্রমিকেরা বাহরাইনে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভও করেন। এ সময় তাঁরা *গালফ ডেইলি নিউজ*কে (জিডিএন) জানান, যে চাকরি তাঁদের দেওয়া হয়েছে, সে জন্য কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। তাঁরা অভিযোগ করেন, কাটাকাটি করা বা ঝালাই করার জন্য তাঁদের নেওয়া হলেও জোর করে তাঁদের দিয়ে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জেনারেল ফেডারেশন অব বাহরাইন ট্রেড ইউনিয়নের (জিএফবিটিইউ) কর্মকর্তারা, কূটনীতিক এবং শ্রম ও মানবাধিকারবিষয়ক কর্মকর্তারা ওই শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। জিএফবিটিইউর প্রতিনিধি করিম রাধি জিডিএনকে বলেন, আমাদের প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা কমিটির প্রধান আবদুল কাদের আল সেহাবি ইতিমধ্যে ওই শ্রমিকদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, শ্রমিকেরা অভিযোগ করছেন, তাঁদের

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

নেশা তাঁর পত্রিকা পাঠ

উজ্জ্বল মেহেদী, সিলেট

পেশায় দলিল লেখক। নেশায় পত্রিকা পাঠক। কাগজ পড়ার শুরু সেই ১৯৬৫-তে। শৈশবে যে নেশার শুরু, পাঁচ দশক পর এখনো নিয়মিত তার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন নিরন্তর। আর পড়ে ফেলা পত্রিকাগুলো বেচে না দিয়ে সংরক্ষণ করেছেন অতি যত্নে। দেখতে দেখতে পুরোনো পত্রপত্রিকার বিশাল এক সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে তাঁর বাড়িতে।

মুদাব্বিরের পড়া পত্রিকার সংগ্রহশালার একাংশ

সঠিক হিসাব না থাকলেও বাড়ির পাঁচটি কক্ষে থরে থরে সাজানো রয়েছে কয়েক হাজার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও ম্যাগাজিন। সিলেটের প্রাচীনতম পত্রিকা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের নানা পত্রিকা রয়েছে তাঁর সংগ্রহশালায়। পত্রিকাপ্রেমী এই মানুষটির নাম মো. মুদাব্বির হোসেন। বাড়ি সিলেটের দক্ষিণ সুরমার সিলাম গ্রামে।

সিলেটের বহু পুরোনো পত্রিকা *যুগভেরী* থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের নানা পত্রিকা ও ম্যাগাজিন রয়েছে এই সংগ্রহশালায়। সিলেট থেকে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্র *যুগভেরী*র সাপ্তাহিক ও দৈনিক, বিলুপ্ত *আজকের সিলেট*, *দৈনিক বৃহত্তর সিলেটের মানচিত্র*, *সিলেট প্রতিদিন*, *সিলেট সমাচার*, *জালালাবাদী*, *সিলেট কণ্ঠ*, *সিলেট ধ্বনি*, *অনুপম*সহ বিভিন্ন পত্রিকা রয়েছে মুদাব্বিরের সংগ্রহে। এ ছাড়া আছে ঢাকা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক পাকিস্তান*, উর্দু পত্রিকা *জং*, *হক কথা* (ভাসানী সম্পাদিত), *আজাদ*, *গণকণ্ঠ*, *নব অভিযান*, *জনপদ*, মুক্তিযুদ্ধকালীন পত্রিকা *জয়বাংলা*, *অগ্রদূত*, *চরমপত্র*, *দৈনিক বাংলা*, *জাহানে নও*, *ইত্তেসান*, *বাংলার বাণী*, *দৈনিক রূপালী* ও *খবর*। রয়েছে বর্তমান সময়ের *আজকের কাগজ*, *ইত্তেফাক*, *ইনকিলাব*, *খবর*, *সংবাদ*সহ আরও অনেক দৈনিক। আর সাপ্তাহিকের মধ্যে রয়েছে *হলিডে*, *রূপসী বাংলা*, *রূপকথা*। ম্যাগাজিনও সংগ্রহে কম নেই। এই তালিকায় রয়েছে *বেগম*, *বিচিত্রা*, *চিত্রালী*, *পূর্বাণী*, *পূর্ণিমা*, *খবরের কাগজ*, *চলতিপত্র*, *যায়যায়দিন*, *আগামী* ও *প্রিয়জন*।

সংগ্রহে রাখতে মুদাব্বির নিয়ে যাচ্ছেন পত্রিকা • প্রথম আলো

নিতান্ত শখ থেকে পত্রিকা সংগ্রহের এই কাজ এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নিজের সংগ্রহশালার দিকে ইঙ্গিত করে আবেগতাড়িত কণ্ঠে মুদাব্বির বললেন, 'এ হচ্ছে আমার জীবনের পাঠ।'

বসতঘর ও বাংলোর পাঁচটি কক্ষজুড়ে এই সংগ্রহশালা। ইতিমধ্যে চারটি কক্ষ পত্রিকায় ভরে গেছে। বাকি কক্ষের এক পাশে রয়েছে বেঞ্চ আদলের একটি খাট। সেখানেই বসে পত্রিকা পড়েন মুদাব্বির। মাস শেষে পত্রিকাগুলো সংগ্রহ করে রাখেন ওই কক্ষেই। জানালেন, এই কক্ষটিও পূর্ণ হয়ে গেলে নতুন আরেকটি কক্ষ নেবেন পত্রিকার জন্য।

সংগ্রহশালার প্রতিটি বান্ডিলে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা আলাদা করে রাখা। একেকটি বান্ডিলে এক সপ্তাহের পত্রিকা, যা সংখ্যায় ৪০ থেকে ৭০টি। মাঝেমধ্যে বান্ডিল খুলে বাড়ির উঠানে রোদে শুকাতে দেন মুদাব্বির।

তাঁর নানা দক্ষিণ সুরমার ভার্থখলার বাসিন্দা তৈয়বুর রহমান আজাদ নিয়মিত পত্রিকা পড়তেন। নানার অভ্যাসটাই একসময় রপ্ত করে ফেলেন মুদাব্বির। তখন তিনি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। নানার পড়া পত্রিকাগুলো যত্ন করে বাড়িতে এনে পড়তেন ও সংগ্রহ করতেন। ১৯৬৭ সালে সিলেটের আদালতপাড়ায় দলিল লেখক হিসেবে পেশাগত জীবনের শুরু। মূলত তখন থেকেই পত্রিকা কিনেও পড়া শুরু তাঁর।

প্রযুক্তির কল্যাণে পত্রিকাশিল্পে নানা পরিবর্তন এসেছে। যুগে যুগে সেই পরিবর্তনের বড় সাক্ষী হয়ে আছে মুদাব্বিরের এই সংগ্রহশালা। পৃষ্ঠাসজ্জা ও ছাপায় পরিবর্তন সময়েরই দাবি বলে তাঁর অভিমত। লেটার প্রেস থেকে অফসেট প্রেস, সাদাকালো থেকে রঙিন, ভাষারীতির পরিবর্তন—সবকিছু সময়ের বিবর্তনে ঘটেছে বলে মনে করেন তিনি।

অভিজ্ঞ এই দলিল লেখক বলেন, একটি পত্রিকাকে পাঠকপ্রিয় করে রাখার পূর্বশর্ত হচ্ছে খবর পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা। তিনি নিজেও খবরের বস্তুনিষ্ঠতার সন্ধানে একাধিক পত্রিকা পড়েন। নিজের সংগ্রহকে একরকমের ইতিহাস আখ্যা দিয়ে মুদাব্বির বলেন, 'এটা প্রথমত আমার ঘরের জন্য, আমার সন্তানদের জন্য রাখছি।'

সংসারে স্ত্রী ছাড়াও কলেজপড়ুয়া এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। মুদাব্বিরের দেখাদেখি তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েও নিয়মিত পত্রিকা পড়েন। স্ত্রী শেফালি হোসেন বলেন, 'বিয়ের আগে কখনো পত্রিকা পড়িনি। বিয়ের পর এ বাড়িতে এসে পত্রিকা পড়া আর ঘরজুড়ে সংগ্রহ দেখে প্রথম প্রথম খারাপ লাগত।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বাহরাইন থেকে ৩৭০০ জন হজ করার সুযোগ পাচ্ছেন

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের জন্য সরকারি হজ কোটা এবারও অপরিবর্তিত রয়েছে। এ দেশ থেকে চলতি বছর ৩ হাজার ৭০০ জন বাহরাইনি ও প্রবাসী সৌদি আরবে গিয়ে হজ করে আসতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ কথা নিশ্চিত করেছে।

বাহরাইনের হজ প্রতিনিধিদলের প্রধান এবং শরিয়া কোর্ট অব ক্যাসেশনের জজ শেখ আদনান বিন আবদুল্লা আলকাত্তান জানান, বাহরাইনি হজযাত্রীদের জন্য ৫৭ জন ঠিকাদার ও প্রবাসী কর্মীদের জন্য সাতজন ঠিকাদার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

বাহরাইন নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে শেখ আলকাত্তান বলেন, বাহরাইনের সব হজযাত্রীর জন্য সৌদি আরবের কর্তৃপক্ষ বিশেষ হাইটেক আইডি ইলেকট্রনিক ব্রেসলেট সরবরাহ করবে। এতে হজযাত্রীদের নিজস্ব সব ধরনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তিনি বলেন, সৌদি আরবে প্রবেশের সব পথে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে অবৈধ হজ ঠিকাদারদের দমন করা হবে। তবে ঠিকাদারদের প্রায় সবাই বাহরাইনের আইনকানুন ও বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেও জানান তিনি।

শেখ আল কাতান আরও বলেন, আগামী ১০ দিনের মধ্যেই তাঁদের একটি কমিটির সদস্যরা সৌদি আরবে যাবেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে বাহরাইনি হজযাত্রীদের আবাসনের বিষয়টি মূল্যায়ন করে আসবেন।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ।**

সৌদি কোম্পানির বিরুদ্ধে ৩১ হাজার শ্রমিকের মামলা

বেতন পরিশোধ না করার অভিযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

সৌদি আরবভিত্তিক নির্মাণ খাতের কোম্পানি সৌদি ওগারের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন প্রতিষ্ঠানটির হাজার হাজার শ্রমিক। এসব শ্রমিকের অনেকে নয় মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে।

সৌদি ওগারের পক্ষে একজন কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এখন পর্যন্ত ৩১ হাজার শ্রমিক তাঁদের বকেয়া বেতনের দাবিতে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

সৌদি আরবে এসব শ্রমিকের সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর দূতাবাস এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে। তারা বিষয়টি দ্রুততার সঙ্গে মিটমাট করতে সৌদি ওগারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

> শ্রমিকদের অনেকে নয় মাস পর্যন্ত তাঁদের বেতন পাননি। এর পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি আরবের শ্রম ও সামাজিক উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে

আরবি ভাষার সংবাদপত্র *আল-মদিনা*র এক খবরে বলা হয়, ওই শ্রমিকদের অনেকে নয় মাস পর্যন্ত তাঁদের বেতন পাননি। এর পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি আরবের শ্রম ও সামাজিক উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। মন্ত্রণালয় সৌদি ওগারকে দেওয়া বিভিন্ন সরকারি সেবা বন্ধ করে দিয়েছে।

এদিকে সৌদি ওগার তাদের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ৪৫ জন প্রকৌশলীর সঙ্গে করা চুক্তি বাতিল করেছে।

বেতন না পাওয়া শ্রমিকেরা এখন দারুণ কষ্টে রয়েছেন। তাঁরা ব্যাংকের সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতিগুলো যেমন পূরণ করতে পারছেন না, তেমনি নিজেদের ছেলেমেয়েদের স্কুল-ফি পরিশোধেও হিমশিম খাচ্ছেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৌদি ওগারের শত শত শ্রমিক গত ৩০ জুলাই বেতনের দাবিতে রিয়াদের উত্তরাঞ্চলে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেন। এতে করে সড়কে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। একটি গ্যাস স্টেশন বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে।

সৌদি পুলিশের মক্কা অঞ্চলের মুখপাত্র কর্নেল আত্তি আল-কুরাইশি বলেন, বকেয়া বেতনের বিষয়টি সমাধানে কাজ করছে দেশের শ্রম ও সামাজিক উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রণালয়। আর পুলিশের কাজ হলো জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সে কারণে এমন গণসমাবেশ ও বিক্ষোভ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সৌদি শ্রমিকদের জন্য খাবার বিতরণ : সৌদি ওগার কোম্পানিতে কর্মরত ৮০০ ভারতীয় শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁরাসহ সৌদি আরবে ১০ হাজারের বেশি ভারতীয় শ্রমিক খাবার সংকটে রয়েছেন বলে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয় জানায়, এসব শ্রমিকের জন্য সৌদি আরবে ভারতীয় দূতাবাস ও বিভিন্ন কনস্যুলেটের মাধ্যমে খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। গত ৩০ জুলাই এক দিনেই জেদ্দায় ভারতীয় কনস্যুলেটের মাধ্যমে ১৫ হাজার কেজি খাবার বিতরণ করা হয়।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এক টুইটার বার্তায় বলেন, সৌদি আরবে 'বিপুলসংখ্যক' ভারতীয় শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। তাঁরা এখন পর্যাপ্ত খাবারও কিনতে পারছেন না। এসব শ্রমিকের সহায়তায় সৌদি আরবে কর্মরত ৩০ লাখ ভারতীয়র প্রতি আবেদন রেখে সুষমা বলেন, 'আপনাদের সহকর্মী ভাই ও বোনদের সহায়তায় এগিয়ে আসুন। আমি আশ্বস্ত করছি, সৌদি আরবে বেকার হয়ে পড়া একজন ভারতীয়ও খাবারের অভাবে অভুক্ত থাকবে না।'

সৌদি ওগার লিমিটেড কোম্পানি ১৯৭৮ সালে যাত্রা শুরু করে। নির্মাণ খাতের বৃহৎ এ প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর রিয়াদে অবস্থিত।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ, আরব নিউজ ও বিবিসি।**

'শক্ত মুঠির বাঁধনে বাঁধনে, বজ্র বাঁধিয়া নাও/ সম্মুখে এবার দৃষ্টি তোমার, পেছনের কথা ভোলো'—দেশাত্মবোধক গানের কথাগুলো ১ আগস্ট যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বজ্রমুঠিতে। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শপথ নেন। ছবিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা থেকে তুলেছেন **আবদুস সালাম**